প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

হে সহৃদয় পাঠকগণ।

বালক, কুক্কুর এবং গ্রন্থকার, এ তিনকে প্রশ্রয় দিলে আর রক্ষা থাকে না। "——নাই দিলে ঘাড়ে চড়ে!" এ কথা প্রসিদ্ধই আছে। আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত "রামাভিষেক নাটক" উপলক্ষে আমাকে প্রশ্রয় দেওয়াতেই আপনা-দিগকে আবার এই নূতন উৎপাত সহ্য করিতে হইল!

আদর লাভের জন্য বালক আর কুক্কুর যেমন নব নব ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করে, লেখকের পুনঃ পুনঃ লেখনী-সঞ্চালনের অভিপ্রায়ও সেইরূপ। উভয় পক্ষই কখনো পূর্ণ-কাম, কখনো অপূর্ণ-কাম হইয়া থাকে; উভয় পক্ষই কখনো আদর, কখনো অনাদর পায়। উভয় পক্ষই আমোদ জন্মাইতে গিয়া হয় তো বৈরক্তি উৎপাদন করে। যে অধিকাংশ আমোদ দেয়, সে প্রিয় হয়; যে অধিকাংশ বিরক্ত করে, সে অপ্রিয় হয়। প্রিয় ব্যক্তিকে লোকে উৎ-সাহ দেয়, অপ্রিয়কে উপেক্ষা করে। আমার আত্ম-বিষয় এইবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব—আমি আপনাদের প্রিয় হইতে পারিলাম, কি অপ্রিয় হইলাম, এইবার ভালরূপে

জানিব। পূর্ব্বকার ন্যায় এবারেও যদি প্রশ্রয় পাই, তবে আপনাকে ধন্য মানিব, আবার কিছু লিখিব। না পাই—এই পর্য্যন্ত !

কলিকাতা।
২০২ নং করনওয়ালিস ষ্ট্রীট।
ভাদ্র, ১২৭৬ সাল।

নিতান্ত বশম্বদ
শ্রীমনোমোহন বসু।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

(তৃতীয় বারেও ইহা প্রযুজ্য)

এবারে ভাষাগত সংশোধন ও শেষের কোনো কোনো দীর্ঘ বক্তৃতাকে হ্রস্ব করণ প্রভৃতি যাহা কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, নতুবা সংযোগস্থল, চরিত্র ও ঘটনা ইত্যাদি মূল কল্পনার কিছুই রূপান্তর হয় নাই।

শ্রীমনোমোহন বসু।

চৈত্র, ১২৮১ সাল।

অভিনেতা।

পুরুষ।

শান্ত বাবু ... ... মানগড় প্রদেশের জমীদার।
সদারং ... ... শান্তবাবুর বয়স্য ও ধর্ম্মভ্রাতা।
নটবর ... ... শান্তবাবুর ভগ্নীপতি।
রসিক ... ... শান্তবাবুর শ্যালীপতি।
দেওয়ানজী ... ... কর্ম্মাধ্যক্ষ।
সাধু ... ... ভৃত্য।
নট ... ... সূত্রধর।

খঞ্জ যাচক, ভাক্ত সদারং, দর্শকদ্বয়, রাখাল, দ্বারবান্, হরকরা, বাহক ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক।

মহামায়া ... ... শান্তবাবুর প্রথমা স্ত্রী।
সরলা ... ... শান্তবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী।
সুশীলা ... ... শান্তবাবুর ভগ্নী।
চন্দ্রকলা ... ... সূপকারিণী।
তরলা ... ... সরলার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী।
কাজলা ... ... মহামায়ার দাসী।
চাঁপা ... ... সরলার দাসী।

প্রতিবাসিনীদ্বয় ও নটী।

সংযোগস্থল।

প্রথম দুই অঙ্ক—কাশীপুর। শেষ তিন অঙ্ক—মুঙ্গের।

প্রণয়পরীক্ষা নাটক।

প্রস্তাবনা।

[নটের প্রবেশ]

(মঙ্গলাচরণ গীত।)

রাগিণী ইমনকল্যাণ— তাল চৌতাল।

জয় নিত্য নিরঞ্জন, সত্যরূপী সনাতন।
[illegible] গুণ অনুরূপ অসরূপ নির্গুণ আপনি ধারণ॥
অবাধ মঙ্গল অনাদ্য জগদাধার অশেষ,
অনাদি পূর্ণ অক্ষয়,
[illegible] তরণ ॥ ১ ॥
মানস কমল-দলে, পবিত্র ভকতি ফুলে,
অভয়-শ্রীপদতলে, করেছি অর্পণ।
[illegible] পালিত, স্বধর্ম্ম সাধু চরিত,
[illegible] তব অর্পিত,
মঙ্গল হবে সাধন ॥ ২ ॥

নট। এ সভা উজ্জ্বল বটে! ওহে সহৃদয়,
সদয় বুধমণ্ডলি! সদয় হৃদয়ে,
প্রসন্ন নয়নে, আর করুণ শ্রবণে,
করুন শ্রবণ দরশন—হংস সম,
নীর-ত্যাগী ক্ষীর-ভোগী হ'য়ে—বক্ষ্যমান
"প্রণয়-পরীক্ষা নাটকের" অভিনয়।

বর্ণ কি বর্ণিতে পারে, হায়! যত দোষ,
বহুবিধ দোষাকর বহু-পরিণয়ে ?
"পরিণয়" এই বাক্য অতি সুধাময়!
"বহু" শব্দ যোগে কিন্তু বিষময় হয়!!
প্রথম মথনে সিন্ধু দিয়াছিল সুধা ;
গরল দ্বিতীয় বারে! হায়, সেই মত,
প্রথম বিবাহে সুখ ; দ্বিতীয়ে বিষাদ ;
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চে ক্রমে পরমাদ!
সুখ-দ্রোহী "বহু বিভা" রাক্ষস দুর্ব্বার,
সঙ্গে ল'য়ে হিংসা, রাগ, বিরাগ, কলহ,
কুমন্ত্রণা, পক্ষপাত, ঘৃণা, হত্যা আদি,
সোণার সংসার কত দিল ছারখার!
বহু নারী এক পতি ; কি অন্যায় কথা!

(নটীর প্রবেশ।)

নটী। কেন, অন্যায় বা কিসে ?
ভেবে ভেবে শেষে হারালে কি দিশে ?
বহু ফুলে দেখ— এক মধুকর!
বহু চাতকিনী—এক জলধর!
বহু নদীপতি—একই সাগর!
বহু লতা-কান্ত—এক তরুবর!
বহু রাজ্যপতি—এক নরবর!
বহু তারানাথ—এক শশধর!
এক সূর্য্য-জায়া—ছায়া আর দিবা ?
বহু নারী তবে অসাজন্ত কিবা ?

নট। হা হা প্রিয়ে! নারীবুদ্ধি! অতি অল্প ঘটে!
তুমি কি বুঝিবে তায় যত মন্দ ঘটে!
নটী। বটে তাতে মন্দ ঘটে, কিন্তু কার দোষে?
যে না জানে সুকৌশলে রাখিতে সন্তোষে—
সম ভাবে জনে জনে—সেই দুঃখ পায়—
তাহারি সে দোষ—বহু বিবাহের নয়!
যে আগুনে জগতের এত হিত হয়,
সেই করে গৃহ দাহ। কিন্তু দোষ কার্?
আগুনের? কিম্বা যে না জানে ব্যবহার?
নিপুণ সারথি, যথা, করয়ে চালন,
একরথে এক হাতে, বহু অশ্বগণ;
সেরূপ, নিপুণ যেই পতি মতিমান;
শত খণ্ড হ'য়ে রাখে শত ভার্য্যামান—
তিল তিল প্রেমধন বাঁটিয়া সমান!
নট। (সহাস্যে) হা হা প্রিয়ে! কোথা তুমি
এ কথা শিখিলে?
এই সভ্য কালে হেন কেমনে কহিলে?
কি বলিবে সুশিক্ষিত জন, এ শুনিলে!
মজালে মজিলে—ছি ছি মজালে মজিলে!
বহু-নারী-প্রেমিকের বুদ্ধি-পারাবারে—
তার মূর্খতা-পাথারে, সুধু মূর্খতা-পাথারে,
বটে এইরূপ তর্ক-তরঙ্গ উথলে,
সুধু তুফানের বলে, ভ্রান্তি-তুফানের বলে!
কিন্তু সে তরঙ্গ-রঙ্গ ভঙ্গ করিবারে—

সেই সিন্ধু তরিবারে, তর্ক-সিন্ধু তরিবারে,

"প্রণয়-পরীক্ষা" নামে নব নাট্য-তরী,

আ'জ্ পেয়েছি সুন্দরি, আমি পেয়েছি সুন্দরি!

অভিনয় ছলে, এস, করি আরোহণ;

হবে ভ্রান্তি বিমোচন, তব ভ্রান্তি বিমোচন!

নটী। সে নাটকে কি আছে তা বল?

নট। বহু বিবাহের যত বিষময় ফল!

নটী। তবে সে নাটক দেখা চাই?

নট। তবে চল, গীত গেয়ে সজ্জা-ঘরে যাই!

(নটের গীত)

রাগিণী কেদারা — তাল ঢিমা তেতালা।

প্রণয়-বারিধি মাঝে সুখনিধি যদি চাহ;

এক জনে মন সঁপে তাহারি হইয়া রহ ॥

একান্তে যে একে মজে—

কভু না দ্বিতীয় ভজে—

পবিত্র সুখ সবোদে

বিরাজে সে অহরহ! ১ ॥

বহুনা যে অনুরাগে, অংশ করে ভাগে ভাগে,

বিরাগ তার ঘটে সোহাগে,

যাতনা সহে দুঃসহ। ২ ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—শান্তবাবুর অন্তঃপুর।

[মহামায়া ও কাজলা উপস্থিত]

মহা। আর কি রকম জানে?

কাজ। আর এক রকম ব'লে, ভেড়ার পিত্তি দে খাওয়াতে হয়, তাতে নাকি পুরুষ একেবারে ভেড়া হ'য়ে থাকে।

মহা। তার কাছে কি আর কোনো রকম নেই?

কাজ। কেন এটা কি ভাল না?

মহা। না, ওটা বড় মনঃপূত হয় না, পিত্তি মিত্তি এনে খাওয়ানো বড় দায়। ও ছাড়া আর কিছু আছে?

কাজ। আছে বৈ কি! এক রকম আছে, ছাতু দে আর দৈ দে খাওয়াতে হয়, তাতে খুব বশ হয়।

মহা। হরিবোল হরি! তবেই হ'য়েছে—সাত জন্মে ছাতুও খায় না, দৈও খায় না!

কাজ। তবে আর এক রকম আছে; সুধ্ পাচড়া, বলে পানের সঙ্গে সেজে দিলে সুপুরির মত কষা লাগে।

মহা। দূর! দূর। সে যে শুনেছি, যে খাওয়ায় তার ভাল কিছুই হয় না; লাভে হ'তে যারে খাওয়ায়, সে পেটের ব্যামোতে মারা পড়ে।

কাজ। তবে আর এক রকম জানে, বড় চমৎকার, কিন্তু পাবে কোথা?

মহা। কি রকম?

কাজ। বলে ভূঁইকম্পের সময় উলঙ্গ হ'য়ে সে শেকড় তুল্‌তে হয়। তার পর রাঙাসুতো দে যা মনে ক'রে গলায় প'র্ব্বে, তাই হবে।

মহা। তবেই হ'য়েছে! ভূঁইকম্প কবে হবে, তদ্দিন বাঁচি কি মরি, তার ঠিক্ কি!—আর কিছু সুবিদে মতন জানে তো বল্, নৈলে এ লেঠায় আর কাজ নেই।

কাজ। আর কি ব'ল্‌বো? সবই তো ব'লেছি, কেবল একটা বাকী, সেটায় যে ছাই কি হবে, তা ব'ল্‌তে পারিনে।

মহা। সেটা কি?

কাজ। সে এক রকম গুঁড়ো, দুদের সঙ্গে খাওয়াতে হয়।

মহা। তাতে হয় কি?

কাজ। তাতে হয় এই :—যে দিন যারে খাওয়াবে, সে দিন সে রেত্তের বেলা ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে বেড়াবে, যারে ভালবাসে তারির কাছে যাবে, আর কোথাও যাবে না। কিন্তু ঐ দিন থেকে দু তিন দিন তার মাথা ঘ'রে থা'কবে।

মহা। এ যে বরং ভাল।

কাজ। এ আর ছাই ভাল কি?

মহা। এতে জা'ন্তে পা'র্ব্বো কারে ভালবাসে?

কাজ। তা কি জা'নো জান না? ছোট ঠাকুরুণ একে সোমত্ত, তায় এত রূপসী, বাবু কি তারে ভাল না বেসে তোমায় বা'সবেন?

মহা। ওরে তা নয়; তিনি নাকি গুমোর করেন, যে, আমার কাছে উঁচু নীচু নেই—আমি দুজনকেই সমান দেখি, যখনি এ কথা ওঠে, তখনি বলেন, লোকে দুই বে ক'রে কেন যে এত জালাতন হয় ব'ল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমি তো দেখ্‌ছি দুজনকে সমান যত্ন, সমান সোয়াগ, সমান আদর ক'র্লে কখনই কোনো গোল হয় না। সেই জন্যে যার কথায় কথায় এই শ্লোকটা ব'লে থাকেন;—

“ প্রেমের করাতে মন চিরিয়ে সমান,
“ সমভাবে রব আমি দুজনার স্থান।”

ছোট বৌকে বে কর্ব্বার আগেও ধর্ম্ম কড়ার ক'রে গিছ্‌লেন, যে বে ক'র্লেই বা, তুমি আমার যেমন আছ, তার চেয়েও বড় হ'য়ে

থা'ক্‌বে—তোমায় এখন যেমন ভালবাসি, তখনো তেম্নি বা'স্‌বো। সেইটে সত্যি কি মিথ্যে, একবার পরক ক'রে দেখ্‌বো।

কাজ। হায়! হায়! বড় মা! তুমি বুঝি ঐ কথায় ভুলেছিলে? এও কি কারো কখনো হ'য়ে থাকে গা? মন কি কখনো চেরা যায়? একটা বৈ তো ছুটো নয; এক জিনিষ কি একেবারে ছু ঠাঁই থা'ক্তে পারে? তাব শরীরে কি এতই রস, যে, এক পুকুর ছাপিয়ে উঠে আর এক পুকুর পূরে যাবে? ছি বড় মা! তুমি যে এমন হাবা মেয়ে তা আমি এদ্দিন জা'ন্তেম না, তখন বাবুকে বে ক'র্ত্তে দেওয়াই তোমার অন্যায় হ'য়েছে।

মহা। ওরে সাধ ক'রে কি দিচ্‌লেম? তখন ঠা'ক্‌রুণ বেঁচে, তিনি তো জানিস আমায় হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছেন ব'ল্লেই হয়; আমার ছেলে বেলা মা মরেন, কিন্তু ঠা'করুণের লালন পালনে মার ছুঃখু কক্ষণো পাইনি; তাঁরেই মা ব'ল্‌তেম, তিনিও আমাকে পেটের সন্তানের চেয়ে ভাল বা'স্‌তেন। তিনি এসে হাতে ধ'রে কাঁ'দ্‌তে কাঁ'দ্‌তে ব'ল্লেন, "মা! এ বেতে তুমি মত না দিলে তোমার শ্বশুরের বংশটা যায়।"

কাজ। কেন তখন তোমার বয়েস কত?

মহা। এই দেখ্‌না কেন; এই আশ্বিনে আমার সাত গণ্ডা এক বচর হ'য়েছে। আর ছোট বৌব বে হ'য়েছে ঠিক পাঁচ বছর, তা হ'লে তখন আমার বয়েস ঠিক ছগণ্ডা ছিল।

কাজ। ওমা! ইহাতেই কি তোমার ছেলে হবার বয়েস গিছ্‌লে গা? কত লোক যে গণ্ডা ছেড়ে আদ্ পোন বয়েসে বিয়েন ধরে—মুখুর্য্যে-দের মংলার কি হ'লো?

মহা। সে যে কুলীনের মেয়ে লো, তার বিয়েই তো বুড়ো বয়েসে হ'য়েছে।

কাজ। তবে ঐ কায়েত কামিনী?

মহা। তার সোয়ামী যে বিদেশে ছিল।

কাজ। তা হ'ক্, তোমার তখন ছেলে হবার বয়েস যায় নি!

মহা। যাই হ'ক্, মা এসে অমন ক'রে কা'ত্‌রালেন, তার পর

উনিও কত কাকুতি মিনতি ক'র্‌লেন—দু দিন দু রা'ত্‌ ধ'রে কত কড়ার মাদার ক'রে কত বোঝালেন ; আমার নামে এক খানি তালুক লিখে দিলেন ; তাতে কেমন মন ভিজে গেল, আর "না" ব'ল্‌তে পা'র্‌লেম না।

কাজ। কিন্তু এক সুবিদে এই হ'য়েছে, ছোট মা তোমার খুব বশে আছেন।

মহা। আছে বটে, আমিও মনে করি তারে মা'র পেটের ব'নের মতন দেখি, কিন্তু তবু—কে জানে ছাই কি—তার মুখ দেখ্‌লে যেন বুক শুকিয়ে যায় !

কাজ। তা আর যাবে না গা, একি কম জ্বালা ? লোকে অম্নিই যার বলে—

সতিন সতিন্‌ সতিন্‌। পরী হ'লেও পেতিন্‌।
সতিন্‌ সতিন্‌ সতিন্‌। সুজন হ'লেও দু দিন।

তবু তোমরা সেই বড় ভাল, তাই এখনো বজায় আছে।

মহা। সে বজায় এই পরক দেখা পর্য্যন্ত। যে অসুদের কথা ব'ল্লি, যদি তা এনে দিতে পারিস্‌, তবে যা থাকে কপালে খাইয়ে একবার দেখ্‌বো, কারে ভালবাসে ? এ অসুদের গুণে আমরা দু সতিনে যেন নিক্তির তৌলে উঠ্‌বো, আর তাঁর মন যেন সেই নিক্তির কাঁটা হবে, সেই কাঁটা যদি আমার দিকে ঝোঁকে, তবে সব বজায় থা'ক্‌বে ; যদি সমান থাকে, তাতেও থা'ক্‌বে ; আর যদি ছোটবৌর দিকে ঝোঁকে, তবে সব ম'জ্‌বে !

কাজ। সে অসুদ তো আ'জই পাব অকন।

মহা। কৈ এখনো যে এলো না ?

কাজ। আ'স্‌বে বৈ কি—তারা বেদের মেয়ে, টাকার লোভ পেয়েছে, কা'ল্‌ যখন ব'লে গেছে আ'জ্‌ আ'স্‌বে, তখন আ'স্‌বেই আ'স্‌বে। রাস্তার দিকে কাণ পেতে থাকি ; এলো ব'লে—

(নেপথ্যে—ব্যথা ভাল কো—দাঁতের পোকা বা'র কো—)

ঐ এয়েছে ; ঐ রাস্তায় কত কি ব'লছে, শোনো।

(নেপথ্যে) ব্যথা ভাল কো—দাঁতের পোকা বা'র্ কো—আর যদি ভাতার সো হবি, তবে আয়—মোর [illegible] বনে যাবি—একটা জড়ির গাছ দেখিয়ে দেব, এলো চুলে তুল্বি · তারে ধুবিনে ভুলিয়ে নিবি—ছেঁচ্বিনে ঠকঠকাবি—বা'ট্বিনে ঘস্‌ঘসাবি—গঙ্গাজলে উর্ব্বি—চাঁদামালায় গুল্বি—টোক্ ক'রে গিল্বি, আর ওস্তাদ ব'লে মা'ন্বি! আর এক কাম ক'র্ব্বি—একটা পদ্মফুল আ'ন্বি—পুরুষ ভোমরা ধ'র্ব্বি—লজ্জাবতীর লতা দে ঐ ফুলটাকে বা'ট্বি—বেটে দোলের মাথায় লা'গাবি; ভাতারের বেটা ভাতার অম্নি ছনাসের পথ থেকে, গয়নার বাক্স নে, ভোঁ ভোঁ ক'রে ডিগ্‌বাজী খেয়ে, ঘুরে এসে প'ড়্‌বে।

(গীত)

রাগিণী বেহাগড়া—তাল খেম্‌টা।

ভাঙা মন জোড়া দিতে কার আছে আয় লো ছুটে।
বারমেসে আড়া আড়ি, এক নিমিষে যাবে টুটে॥

এম্নি মোর গাছ গাছ্‌ড়া, তেলপড়া আর ঝাড়ি ঝাড়া,
সতিন হ'য়ে ভাতার ছাড়া, মরে বেটী মাথা কুটে।

এ অষুদ মোর ছুঁতে ছুঁতে, গুড়্‌কো বৌ যায় আপ্‌নি শুতে,
ব'য়ে ফট্‌কা পুরুষ যারা, আঁচল ধরা হ'য়ে ওটে।

মহা। কাজলা! তুই যা, ওরে খিড়কী দে পুরোণো রান্না বাড়ীতে নে যা, আমি এ দিক্‌দে যা'চ্চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনহুগলি—শান্ত বাবুর বাগান।

[শান্ত বাবু ও সদারং বাবু উপস্থিত]

শান্ত। দেখ ভাই সদারং! এই এক মেরাপে দু রকম লতা উঠে কি চমৎকার শোভাই হ'য়েছে! ইটা কাঞ্চন লতা, উটা অপরাজিতা। আবার এক স্থানে তাদের দু রঙের দু প্রকার ফুল ফুটে যে বাহার হ'য়েছে, তার আর তুলনা নাই!

সদা। তুলনা ঘরে আছে, দেখ্‌লেই হয়; যেমন—এক শান্ত বাবুতে মহামায়া আর সরলা!

শান্ত। (সহাস্যে) লতার তুলনা স্বীকার, ফুলের কৈ?

সদা। এক স্বামীতে দুজনের দু প্রকার প্রণয়—হ'লো না?

শান্ত। না, হ'লো না; তারা দুজনেই আমায় সমান ভাবে!

সদা। তবে দুজনের প্রতি তোমার যে দু রকম প্রেম, তাই না হয় ফুলের উপমা হ'ক!

শান্ত। এবারেও হ'লো না; প্রণয় আবার দু রকম কি? আমার দুইই সমান!

সদা। তোমার আপনার মনকে দেবে ফাকি, এতে আর ক'র্ব্বো কি?

শান্ত। বা সদারং! বাহবা কি বাহবা! মাঝে মাঝে রাম ব'স্ হ'তেও যে সাধ যায়!

সদা। রাম ব'স্ হই আর না হই, কিন্তু রাম ব'স্ যে আমার মতের পোষক, তার আর সন্দেহ নাই; তাঁর একটা গানে আছে—

"আমার একটী যে মন, দুজনকে তা দিব কেমনে?"

শান্ত। (সলজ্জভাবে) বেস বেস! এখন এস, আমার সাধের মাধবীকুঞ্জে খানিক বসি। (উভয়েব পরিক্রমণ) এই কুঞ্জে আমার সরলার সঙ্গে এক নিশি যাপন হ'গেছে—এই কুঞ্জেই সেই মানময়ীর মানভঞ্জন করিছি।

সদা। তবে আর এরে "মাধবীকুঞ্জ" বল কেন? "মানকুঞ্জ" বলাই উচিত।

শান্ত। আ'জ্ অবধি নয় তাই ব'ল্বো!

সদা। শুধু তা ব'ল্লেই হবে না; মানকুঞ্জের ইতিহাসটীও এখনি ব'ল্তে হবে।

শান্ত। তুমি শুন্তে চাও, আমার রাধার মান কিসে হ'লো আর কিসে গেল?

সদা। রাধার মানের মূল চন্দ্রাবলী বৈ আর কি হবে?

শান্ত। প্রকৃত নয়, কল্পিত বটে।

সদা। 'কল্পিত' কেমন? আমি তো মহামায়াকেই লক্ষ্য ক'রে চন্দ্রাবলীর নাম ক'রেছি, তিনি ছাড়া আরো একটীর আশঙ্কা হ'য়েছিল নাকি?

শান্ত। আমার পরিহাসে সরলার হ'য়েছিল বটে।

সদা। কিরূপ শুনি?

শান্ত। এমন কিছুই নয়, অতি সামান্য কথা;—তুমি তো জানো, সরলাকে নিয়ে আমি মাঝে মাঝে বাগানে থাকি। গত রাসপূর্ণিমার রাত্রে এই মাধবীকুঞ্জে—

সদা। আবার "মাধবী"?

শান্ত। (সহাস্যে) অভ্যাস এম্নি বস্তু!--ভাল, এই মানকুঞ্জে ব'সে দুজনে কপোত কপোতীর ন্যায় কতই হাস্য কৌতুক রসালাপে মগ্ন ছিলেম। একে শরতের শেষ, তায় পৌর্ণমাসী—নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল বাতাস, নির্ম্মল জলের ধার, নির্ম্মল প্রেম, সুখও যত দূর নির্ম্মল হ'তে পারে, তাই হ'চ্ছিল। এমন সময় আমার গ্রহ-দোষে, কিম্বা সুখের একশেষ হ'লেই নাকি দুঃখ স্বভাবতই এসে থাকে, যে কারণেই হ'ক্, আমি কথায় কথায় পরিহাস ক'রে ব'ল্লেম "দেখ সরল! আমার পুত্র কন্যা হয় নাই, এই জন্যই পুনর্ব্বার বিবাহ ক'রে তোমা হেন অমূল্য

রত্ন পেয়েছি! কিন্তু ভয় করে, যদি তুমিও পুত্রবতী না হও, তবে পাঁচ জনে মিলে আমাদের এমন প্রণয়-রাজ্যে এক ভাগীর উপর আবার আর একটী ভাগী বা জুটিয়ে দেয়; তাই বলি, এই বেলা বুঝে সুঝে চল!"

সদা। ছি ছি! এমন কথাও ব'ল্‌তে আছে?

শান্ত। ভাই ব'ল্লে না প্রত্যয় যাবে, যেই এই কথাটী ব'লেছি, অম্নি সেই বিশাল চক্ষু দুটী কপালে তুলে আমার সরলা একবারে বিহ্বলা হ'য়ে এই মার্ব্বেলের উপর প'ড়ে গেল! তখন হায় হায় করি, আর বলি কি কষ্ট! "সুখে থা'ক্তে ভূতে কিলোয়" আমার সেই দশা হ'লো যে!

সদা। তাই তো, কি বালাই! তখন ক'র্ল্লে কি?

শান্ত। কি আর ক'র্ব্বো ভাই! দৌড়ে গে পদ্মপাতা ক'রে জল এনে মুখে বুকে ছিটে দিতে দিতে চৈতন্য হ'লো। নিশ্বাসে বুঝ্‌লেম চৈতন্য হ'য়েছে, কিন্তু বাক্যও নাই—চেয়ে দেখাও নাই। চক্ষে আলস্য ঠোঁট দুটী শুকিয়ে গিয়ে ঈষৎ কাঁপ্‌ছে। মূর্চ্ছার সময় চ'কে জল [illegible] ছিল না, এখন দু কোণে দুটী মুক্তার ন্যায় দেখা দিলে, তার পর দু ধারে দুটী ধারা! ক্রমে দু গণ্ডে দর দর ক'রে প্রবাহিত। সেই ধারা [illegible] হ'য়ে হৃদয়ে শতেশ্বরী হারের শোভা ধারণ ক'র্ল্লে! কিন্তু সরলা তখন এম্নি আচ্ছন্ন—এম্নি বিবর্ণ, যে, দেখে ভয় হ'তে লা'গ্‌লো।

সদা। ভয়েরি তো কথা-----

শান্ত। কিন্তু তখন যে রূপ চমৎকার রূপখানি দেখেছি, তেমন আর কখনো দেখ্‌লেম না। সেই দিন ভাই নিশ্চয় জেনেছি কবিদের বর্ণনা কিছুই মিছে নয়-কিছুই বাড়ানো নয়; কেননা, সরলাকে দেখে ঠিক বোধ হ'লো, যেন স্থির বিদ্যুৎ প'ড়ে র'য়েছে, কি সুকোমল স্বর্ণলতা আশ্রয়-তরু থেকে ছিন্ন হ'য়েছে!

সদা। এ বর্ণনা তো তোমার এখনকার বিদ্যা, মান ভাংতে তখন কি বিদ্যা খাটা'লে তা বল?

শান্ত। মান ভাংতে যে যে বিদ্যা চাই, তার আর কিছু বাকী রাখি নাই; ভারতচন্দ্রের মানের পালা—ঈশ্বর গুপ্তের মানের পালা, যা যা মনে এলো, সব খাটা'লেম। নিধুবাবুর কত গান গাইলেম—আপনিও

গোটা দুই নূতন বেঁধে গেয়ে দিলেম, তবু ভাই বিষ উঠ্‌লো না, কেবল আকার দেখে বোধ হ'লো ভাবখানা যেন ফিরেছে—

সদা। তবে আরো গান গাইতে হয়; গানে যেমন স্ত্রীলোক ভোলে, এমন আর কিছুতেই না!

শান্ত। সে তো গাইয়ের কর্ম্ম, আমরা কি তা পারি? তবে ভালবাসার মুখে মন্দও ভাল লাগে, এই জন্যেই যা পারি, তার আর কশুর করি নি!

সদা। তার পর?

শান্ত। তার পর আপনার দরাও বক্তৃতা ধ'র্লেম; ব'ল্লেম "তোমার মন বুঝ্‌তেই ব'লেছি, মনের কথা তা নয়।" আবার পুনঃ পুনঃ শপথ ক'রে ব'ল্লেম, "বংশ থাক্, বা যাক্, প্রিয়ে! আর আমি বিবাহ ক'র্ব্বো না। তোমার পুত্র হয় বড় সুখ, না হয় তোমার পোষ্যপুত্র ক'রে দেব—সেই আমার বংশধর হবে—সেই আমার বিষয় রক্ষা ক'র্ব্বে।"

সদা। বোধ হয়, এই কথাতেই মান দান পেলে?

শান্ত। এতে মান পেলেম, কিন্তু মন পেলেম না!

সদা। কেন?

শান্ত। ওরে ভাই! তপ্ততেলে জল ঢেলে রাঁধুনীর যেমন বিপদ হয়, আমারো তাই হ'লো; সরলার দুর্জ্জয় মান প্রতপ্ত তৈলের ন্যায়, আমার পুত্রকামনা আর বিষয়চিন্তারূপ জল পেয়ে একবারে দপ্ ক'রে জ'লে উঠ্‌লো! তাতে আমার হৃদয় আরো দগ্ধ হ'তে লাগ্‌লো।

সদা। কেন? সরলার তো কটু কথার মুখ নয়, তবে তোমায় এমন কি কথা ব'ল্লে, যে, তোমার এত গাত্রদাহ হ'লো?

শান্ত। আমায় সম্ভাষণ ক'রে কোনো কথা নয়, আপনাকে আর ঈশ্বরকে সম্বোধন ক'রে যে কটী কথা ক'য়েছিল, তা জন্মে কখনো ভুল্‌বো না।

সদা। কি কথা শুনি?

শান্ত। ঠিক এই কটী কথা;—"হা নির্ব্বোধ মন! হা দুরাশা! হা সরলার সরল হৃদয়! তোমরা বিষয়প্রেমিককে প্রেমের রক্ষক ক'রে কি সর্ব্বনাশই ক'রেছ! আ'জ্ দেখসে, তোমাদের সেই বিশ্বাসী রক্ষক

বিষধর তক্ষকের ন্যায় আমার জীবনভক্ষক হ'য়ে ব'সেছে!—হা নিদারুণ বিধি! তোমার মনে এই ছিল! নিতান্ত নূতনের ভক্ত—নিতান্ত রস-শূন্য বিষয়-রসের রসিক, এমন নিষ্ঠুরের সঙ্গে নির্ব্বন্ধ ঘটিয়ে, নিতান্ত পতি-প্রেম-ভিকারিণী দুঃখিনী সরলার সকল সাধ—সকল সুখ নষ্ট ক'রে দিলে, তবে আর এ ছার প্রাণ রেখে ফল কি?" আহা! এই বলে আর চ'কের জলে বুক ভেসে যায়!

সদা। তা তো হবেই—বড় গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক—তাতে উপকারও অনেক—

"বৃষ্টি হ'লে রিষ্টি যায়, সৃষ্টি রক্ষা পায়।"

শান্ত। তাই হ'লো। তবে কিনা,

"—লঘু মধ্য মান নয়, তা হইলে ভাঙ্গিত কথায়।"

আসল গুরু মান—জা'ত্ সাপ! সুতরাং তার যা ঔষধ, তাই প্রয়োগ ক'ল্লেম;—রসিক-চূড়ামণি সুন্দর যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, শেষে সেই দৃষ্টান্তক্রমে, "পায় ধরি ভাঙ্গিনু কন্দল!"

সদা। আর আমিও জা'ন্‌লেম, তোমার সরলা রমণীরত্ন; যেমন রূপবতী, তেম্নি রসবতী, তেম্নি যথার্থ প্রেমবতী! ফলতঃ সুন্দরের গুণবতী বিদ্যার চেয়ে কোনো গুণে কম নন্। কিন্তু তোমার বড় গৃহিণী মহামায়া যিনি, তিনি সাক্ষাৎ মহামায়া—মায়ার পুতুল!

শান্ত। আ'জ্ তার ঘরে আমার বিশেষ নিমন্ত্রণ!

সদা। "বিশেষ" কেমন?

শান্ত। চুপি চুপি একা খেতে হবে—তুমিও নও!

সদা। তবে বুঝি দানপত্র প্রস্তুত হ'য়ে আছে!

শান্ত। কিসের দানপত্র?

সদা। তালুকের!

শান্ত। কোন্ তালুকের? কার তালুকের?

সদা। তোমার তালুকের: কোন্ তালুক তা তিনিই জানেন, কিন্তু "মানগড়েরি" হ'ক্, আর "প্রাণগড়েরি" হ'ক্, একখানি তালুক যে আ'জ্ সই ক'রে দিতে হবে, তার আর ভুল নেই!

শান্ত। সে কি? তুমি কিছু শুনেছ না কি?

সদা। এ আর শুন্তে হবে কেন? এত যত্ন যেখানে—রুদ্ধদ্বারের মধ্যে ব'সে খাওয়ানো—হয় তো মুখে তুলেও দেওয়া হবে—সেখানে ও রকম একটা না হ'য়ে যায় না!

শান্ত। (সহাস্যে) তবু ভাল, তামাসা!

সদা। তামাসা! আচ্ছা, দেখ্‌বেন আমি মানুষ চিনি কিনা?—যাই এখন গাড়ি তৈয়ার ক'র্ত্তে বলিগে।

[প্রস্থান।

শান্ত। (স্বগত) বড় মিছেও বলে নি; সরলাকে যে ক'র্ত্তে যাবার আগে একখানি তালুক লিখে নিয়ে তবে সম্মত হ'য়েছিল। কিন্তু আ'জ্ তা নয়—আ'জ্ আর একখানা কি আছে। ভাল! আর একখানাই বা কি থা'ক্‌বে? মন্দই বা ভাবি কেন? খামকা শত্রুকেও মন্দ ভা'ব্‌তে নেই, এ তো অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী স্ত্রী! না, তবে এ কিছুই না—সে সব কিছুই না; এ কেবল তৃপ্তির জন্য—প্রেমের জন্য—নির্জ্জন সুখের জন্য!

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর--সরলার গৃহ।

[সরলা সূচিকর্ম্মে এবং সুশীলা এক খানি হস্তাক্ষর-পুস্তক পাঠে নিযুক্তা]

সুশী। (পাঠান্তে) ছোট বৌ! তুমিই ভাই সার্থক লেখা পড়া শিখেছিলে, আমাদের মিছে শেখা!

সর। কেন ঠাকুর্ঝি?

সুশী। কেন আর কি—আমরা কি বিষয় কর্ম্মের জন্য শিখি? এমন ক'রে কবিতা র'চ্‌তে না পা'র্‌লে আর মেয়ে মা'নুষের লেখাপড়া শেখা কি?

সর। এমন কথা ব'লোনা ভাই। সকলেই কি কবিতা লিখ্‌বে? বিদ্যা-শিক্ষার ফল যেটী, সেইটী হ'লেই হ'লো; ভাল মন্দ বুঝ্‌বে, উচিত অনুচিত জা'ন্‌বে, জেনে তার মতন কাজ ক'র্ব্বে।

সুশী। তার দৃষ্টান্ত?

সর। কেন? দ্বেষ হিংসা ভুল্‌বে; কোঁদল কচ্‌কচি ছা'ড়্‌বে; পরের ভালতে থা'ক্‌বে, মন্দ ক'র্ব্বে না; পরের যশ গাবে, নিন্দে ক'র্ব্বে না, ঘরকন্নার কিসে ভাল হয়, দেখ্‌বে; যদি ছেলে মেয়ে থাকে, তাদের মানুষ ক'র্ব্বে—সুনীত শেখাবে; গুরুলোককে সেবা ভক্তি ক'র্ব্বে; আর যিনি প্রাণের প্রাণ, তিনি যাতে সুখে থাকেন, একান্ত মনে তার চেষ্টা পাবে—এই সব ক'র্ত্তে পা'র্‌লেই মেয়েমা'নুষের লেখাপড়া শেখা সার্থক হয়।

সুশী। তাতো বটেই, কিন্তু আবার যে যুবতী এমন ক'রে বিধাতার কাছে মনের গুপ্ত ভাবটী প্রকাশ ক'র্ত্তে পারে, তার গৌরব তো রাখ্‌বার স্থান নাই!—আ মরি! কি লেখাই লিখেছ;— (পাঠ)

কমলের খেদ।

১

বালিকা কলিকা আছিনু যখন,
ভ্রমর-ঝঙ্কার-রবেতে তখন,
হ'তো না হ'তো না মন উচাটন,
অলি-সঙ্গ-আশা ছিল না।
অন্ধ ফুল-গন্ধ দেখিলে ভ্রমরে,
ডুবিত না মন বিষের সাগরে
সরল-স্বভাব সলিল উপরে,
ভাসিতাম নব ললনা।

২

মিলনেরি সুখ, বিরহ-বেদন,
প্রেম-আকিঞ্চন, যতন কেমন;
সুধা কি গরল, তার আস্বাদন,
ভেদাভেদ-জ্ঞান ছিল না।
সে কলি ফুটিল—সৌরভ ছুটিল,
প্রিয় মধুব্রত গৌরব করিল,
প্রেম-সুধাস্বাদ-জ্ঞান সঞ্চারিল,
উপজিল সুখ-বাসনা।

৩

গিয়েছে সে দিন, সকলি নূতন,
নবভাবে, মন মগন এখন,
কাছে কাছে থাকে, সাধ সর্ব্বক্ষণ,
তিল আধ ছাড়া সহে না।
আমার রতন, আমারি রহিবে;
আমারি হৃদয়ে আসন করিবে;
কে জানে কুমুদী ভাগিনী হইবে,
এ তাপে কি তনু দহে না?

৪

বলনা হে বিধি! এ কেমন বিধি—
অনেকের নিধি, এক গুণ-নিধি!
তাহাতে উথলে বিষাদ-বারিধি;
এ শুধু তোমারি ছলনা!
হায়! কেন হেন নিদয় হইলে?
এত সুখে কেন এত দাগা দিলে?
অবলা বধিয়ে কি সুখ পাইলে?
কি যশঃ বাড়িল বল না?

এ তো, ভাই! কমলের খেদ নয়, সরলার খেদ বলাই উচিত!

সর। (সহাস্যে) কিন্তু সরলার আর এক মূর্ত্তি যে সুশীলা, তার জন্যে যে এমন ক'রে খেদ ক'র্ত্তে হ'লো না, সেও পরম সুখ!

সুশী। সুশীলার যে খেদ আছে ভাই, তাই যথেষ্ট!

সর। অমন কথাটী ব'লোনা ঠাকুর্ঝি! অবলার যত জ্বালাই থা'ক্, এর কাছে কিছুই নয়! তোমার পতি না হয় একটু অরসিক।

সুশী। একটু?

সর। ভাল না হয়, খুব অরসিক—না হয় লেখা পড়াও অল্প জানে।

সুশী। জানে?

সর। না হয় জানেই না—আর না হয়, দেখ্‌তেও তত সুন্দর নয়।

সুশী। তত?

সর। না হয় সে কুৎসিত, অরসিক, মূর্খ; এ বৈ তো আর কিছু না! কিন্তু সে তো "তোমারি!"

সুশী। তাই বা কেমন ক'রে? আমারি কি সতিন নেই?

সর। বালাই!—রোগ ডেকে আন নাকি?

সুশী। কেন? ডেকে আ'ন্‌বো কেন? আমার সতিন আছে, তা কি তুমি জান না?

সর। ওমা! সে কি? তোমার আবার সতিন কে?

সুশী। কেন—"গুলির আড্ডা!"

সর। এই সতিন! তবু ভাল! সতিনের নাম শুনে আমি আর ছিলুম না!

সুশী। কেন ভাই! উড়িয়ে দেও কেন? সেই কি আমার সামান্য সতিন! তোমার বা কি! তোমার সতিন তো পালার দিন সারারা'ত্ ছেড়ে দেয, আমার সতিন যে প্রতিদিন সারারা'ত্‌টা রেখে কেবল ভোরের বেলা আমার কাছে ঘুমুতে ছেড়ে দেয়!—ভাগীদারেব কাছে, তুমি তবু সমান ভাগ পাও, বরং পাইটে পোন্‌টা বেশী—কেননা, দিনের বেলা দাদা প্রায় তোমারি—আমার যে আনা ছেড়ে কড়াক্রান্তিতে ঠেকেছে!

সর। কেন, দিনের বেলা ঠাকুরজামাই তো আর বেরোন না।

সুশী। বেরোন না, ঝিমোন!

সর। "ঝিমোন" কি?

সুশী। দেখনি?—হুঁকো হাতে ক'রে ব'সে কেবল ঝিমুনি—দেখে গা জ্ব'লে যাব—কেমন ধারা ফ্যাল্ ক্যাল্ ক'রে চাউনি—গেঙিযে গেঙিয়ে কথা—চ'কে যেন কালী ঢেলে দেছে—ঠোঁট দুটী যেন পুড়ে গেছে—নীচের ঠোঁট উল্টে যা'চ্ছে—সকল মুখ তেল চুক্ চুক্ ক'চ্ছে—পোড়া কপাল! পোড়া কপাল!

সর। আমি আরো বলি, তোমার যত্নে ঠাকুরজামাই এখন শুধ্‌রেছেন।

সুশী। শুধ্‌রেছেন আমার মাথা—তখন দিনে রেতে পাকা খেতেন; এখন দিনে কাঁচা, রেতে পাকা—শোধ্‌রাবার মধ্যে এই!

সর। "পাকা কাঁচা" কিসে?

সুশী। তাও বুঝি জাননা?—সাত জন্মে যেন জা'ন্তেও হয় না!—তবে বলি শোনো। কথকেব কথা শুনেছ তো?

সর। সে কথা এলো কেন?

সুশী। বলি, আর বৎসর মানগড়ের বাড়ীতে মা যে কথা দিছ্‌লেন তা তো শুনেছিলে?

সর। হ্যাঁ।

সুশী। যে দিন সমুদ্র-মন্থনের পালা হয, সে দিন তো ছিলে?

সর। ছিলেম।

সুশী। যখন শ্রীকৃষ্ণ মোহিনীবেশে দৈত্যাদের কাছ থেকে অমৃত এনে দেবতাদের বেঁটে দেন, তখন এক দৈত্য ছদ্মবেশে সেই অমৃত খেয়েছিল; এ কথা মনে আছে তো?

সর। আছে।

সুশী। তখন চক্রপাণি চক্র দে সেই দৈত্যকে কেটে দুখণ্ড করেন, বটে তো?

সর। হাঁ।

সুশী। তার এক খণ্ডের নাম?

সর। রাহু।

সুশী। আর এক খণ্ডের নাম?

সর। কেতু।

সুশী। সেই এক রাহু দুটো হ'য়ে যেমন জগতের নানান্ খানা অমঙ্গল ঘটা'চ্চে, এই পোড়া দেশে তেম্নি এক আফিং দুই মূর্ত্তি ধ'রে সর্ব্বনাশ ক'চ্চে! ব'লতে ঘৃণাও করে, পেয়ারার পাতা, গোলাপের পাপ্ড়ি, কি পানের সঙ্গে ভাজা হ'য়ে যে মূর্ত্তিটী হন, তিনিই "পাক।"—তাঁর ডাক নাম "গুলি!" আর যে মূর্ত্তিতে ভাজা টাজা না হ'য়ে অম্নিই থাকেন, তিনিই কাচা—তাঁর ডাক নাম "আফিং!"—এখন বুঝ্লে তো?

সর। ছি ছি ছি! ঠাকুরজামা'র যে এত নীচ প্রবৃত্তি, তা আমি জা'ন্তেম না। এমন সরল লোকের এমন গরল খাওয়া বড় দুঃখের কথা। আ'জ্ তাঁরে খুব তিরস্কার ক'র্ব্বো—যাতে এ কাজ ছেড়ে দেন, তার চেষ্টা পেতে হবে—আপনি পারি, বা তোমার দাদাকে দে পারি, নিবারণ ক'র্ত্তেই হবে।

সুশী। (সহাস্যে) ছোট বৌ! গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় একটা গান গায়, যে,—

"বল বল আবার বল,
ভাল কথার মিছেও ভাল!"

তেম্নি আ'জ্ তোমার মুখে মিছামিছি একটা ভাল কথা শুনেও মনটা

অনেক ভাল হ'লো!—যা'ক্ সে কথায় আর কাজ নেই। এখন দেখি তুমি আর কিছু নূতন লিখেছ কিনা? (দৃষ্টি পূর্ব্বক) এই যে আবার একটী কবিতা—

সর। (সহাস্যে) কবিতা নয়, ভাই, উটী গান।

সুশী। (দেখিয়া) গানই তো বটে।—বা! বা! গান বাঁ'ধ্‌তেও যে শিখেছ! কার্ কাছে শিখ্‌লি ভাই?

সর। কে আর শেখাবে ভাই, আপনার কথা আপনিই জুড়ে তেড়ে নিয়েছি!

সুশী। সুর পেলে কোথা?

সর। কেন? আমাদের বামুনঠা'কুরুণের কাছে।

সুশী। আহা! বামুনঠা'কুরুণ কি মিষ্ট গায় ভাই! যেন মধু ঢেলে দেয়! মেয়ে মা'নুষে যে এমন গাইতে পারে, তা আমি জা'ন্তেম না—যেন শেখা বিদ্যা!

সর। শেখাই তো।

সুশী। গৃহস্থের মেয়ে, কার কাছে শিখ্‌লে ভাই?

সর। কেন? ওর স্বামীর কাছে।

সুশী। ওর স্বামী এখন কোথায়?

সর। আহা! ঐ দুঃখেই তো মরে। সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে র'য়েছে—আছে কি নেই—তার কোনো ঠিকানাই পায় না।

সুশী। সে হঠাৎ বিবাগী হ'য়ে গেছে, না আর কোনো কারণ আছে?

সর। না, বিবাগী নয়, আপন ইচ্ছাতেও নয়, বড় বিপদে প'ড়েই ছাড়াছাড়ি।

সুশী। কি বিপদ্?

সর। ওর স্বামী ওরে নিয়ে পশ্চিমে ছিল। সেখানে ভাল চাকরী ক'র্ত্তো। বলে বড় সৌখিন পুরুষ—নিজেও গানবাজনা শিখ্‌তো, ওরেও শেখাতো। তার পর যখন সেপাইয়ের হেঙ্গামা উঠ্‌লো—সেই যে একবার চা'রদিকে সেপাই টেপাই খেপে উঠে কত ইংরেজ, কত বিবীকে কেটে ফেলেছিল শোনা গেছে—যারে বলে "সেপাই বিদ্রোহ"—সেই হেঙ্গামাতে ওর স্বামীকে তারা ধ'রে নিয়ে গেল, আর ওর বাড়ী ঘর লুট্‌তে আরম্ভ

ক'ল্লে। ও তখন করে কি; জা'ত্ মানের ভয়ে ওর সেদেশী একজন চাকরাণী ছিল, তারির পোষাক প'রে তারির সঙ্গে পালিয়ে গেল। বলে, তিন চা'র্ দিন জনারের ক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে ছিলেন।

সুশী। ঈস্! শুনেই যার বুক ধড়্ফড়্ করে, ও যে বেঁচে ছিল এই তারিপ। তার পর কি হ'লো?

সর। তার পর, এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী ওর দুঃখ দেখে, দয়া ক'রে ওরে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে রেখে যান। সেখানে নাকি অত গোল ছিল না, আর বাঙালীও অনেক। প্রায় দুই তিন বছর সেই কাশীতেই থাকে। পরের বাড়ী ভাত রেঁধে, কিছু সঙ্গতি ক'রে দেশে এলো। এসে দেখে, পৃথিবীর মধ্যে যারা আপনার ব'লতে ছিল, তারা আর কেউ নেই।

সুশী। কারা ছিল?

সর। এক মা, আর একটী ছোট ব'ন্;--মা মাগী ম'রে গেছে, ছোট ব'ন্টীর কোন্ বড় মা'নুষের ঘরে বে হ'য়েছে।

সুশী। তবে সেখানেই কেন গেল না?

সর। যাবে কি, ওর ব'ন্ ওরে চেনে না—আর ওতো তারে কচি দেখে গেছে।

সুশী। পরিচয় দিলেই তো হ'তো?

সর। বলে, কুটুম্বাড়ী গে থা'ক্তে লজ্জা করে।

সুশী। বাড়ী কোথায়?

সর। ওর এত কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'চ্চিস্ ঠাকুঝি?

সুশী। কারণ আছে, বলনা ওর বাড়ী কোথা?

সর। শান্তিপুর।

সুশী। এখানে জুট্লো কেমন ক'রে?

সর। সদারং বাবুর পিসীও পশ্চিমে থা'ক্তেন কিনা, তাই তাঁর সঙ্গে কিরূপ জানা শুনা ছিল। তিনি তাঁর গুরুর বাড়ী শান্তিপুরে গে ওরে দেখ্তে পান। ওর দুঃখ শুনে সঙ্গে ক'রে এনে বাবুকে ব'লে ক'য়ে রাখিয়ে দেছেন।

সুশী। তিনি অবশ্য ওরে ভাল জেনেই এনেছেন?

সর। ওর সুখ্যাতির সময়, তাঁর এক মুখ ঘুচে শত মুখ হয়।

সুশী। আমিও দেখ্‌ছি, লোকটী বড় ভাল—মনটী খুব শাদা—এত ক্লেশ তবু সদাই হাস্যমুখ। আবার হাস্‌বার সময় মুখের আদলখানি ঠিক তোমার মতন দেখায়।—ভাল, ছোট বৌ! তোমারো না বাপের বাড়ী শান্তিপুর?

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) হঁ্যা ভাই, এক কালে ছিল বটে!

সুশী। ভাল! তোমার এক দিদীও না তাঁর স্বামীর সঙ্গে ওদেশে ছিলেন? তার পর দুজনেই না নিরুদ্দেশ হন?

সর। ওরে ভাই! তুমি যা ব'ল্‌বে, তা কি আমি ভাবিনি; ওর কাহিনী আর আমার মেজ্‌দিদীর কাহিনী—যা মার মুখে শুনেছি—তাতে এক চুলও তফাত্‌ নেই। সেই জন্যেই তো ক দিন ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে সব শুন্‌ছি। কিন্তু নামে নামে মেলে কৈ?

সুশী। তাঁর কি নাম ছিল?

সর। তাঁর নাম ছিল "তরলা।" মা ব'ল্‌তেন, ছেলেবেলা মেজ্‌দিদী আমার বড় অভিমানিনী ছিলেন—কথায় কথায় চ'কের জলে বুক ভেসে যেতো, তাই বাবা সাধ ক'রে নাম রেখেছিলেন "তরলা!" তার পর আমি হ'লে আমার নাম "তরলার" মিল "সরলা" রা'খ্‌লেন।

সুশী। যদি নাম ভাঁড়িয়ে থাকে? বাপের নাম কেন জিজ্ঞাসা ক'র্লে না?

সর। তাও মেলে না!

সুশী। আমার তো বেস ঠাহর হ'চ্ছে, নাম ভাঁড়িয়েছে!

সর। ভাঁড়া'ক্‌ আর যা করুক, আমি সহজেই ওরে যে ভালবেসেছি, আর যে মান্য করি, আমার সেই দিদী হ'লেও এর বেশী হ'তো না!

সুশী। তুমি কারেই বা না ভালবাস? কারেই বা না মান্য কর?

সর। তা নয় ভাই! ওরে যে আমি কি চক্ষে দেখেছি, তা ব'ল্‌তে পারিনে;—আমি কা'ল্‌ থেকে ওর রান্নার চাকরী ছাড়িয়েছি—আপনার যেমন সাধ্য, তার মতন দু এক খানা কাপড় চোপড় দিয়েছি—আ'জ্‌ আবার দু চা'র্‌খানা গয়না পরিয়ে, চুলটী বেঁধে, টিপ্‌টী কেটে, মুখখানি তুলে যেমন দেখ্‌লেম, অমি ফিক্‌ ক'রে হা'স্‌লে, দেখে বড় সুখ হ'লো, কিন্তু তখনি অমি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে, তাতে বড় দুঃখ হ'লো!

সুশী। রান্নার চাকরী ছাড়িয়েছ বেস করেছ, কিন্তু দাদাকে ব'লে ক'ল্লে না কেন? বড় বৌ পাছে বেজার হন, সেই ভয়।

সর। তাঁরে না ব'লে কি ক'রেছি? সেদিন রাত্রে বেস ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেম, যে, নূতন ব্রাহ্মণীটী বড় ভাল, সে যে কাজ ক'র্ত্তে এসেছে তার যোগ্য নয়—তার চেয়ে উঁচু লোক;—তার এমন এমন গুণ আছে—সে কারিকুরী গান বাজনা বেস জানে, আমার ইচ্ছে, তারে আর রাঁধুনী না রেখে আমার প্রিয়সঙ্গিনী করি।

সুশী। তাতে দাদা কি ব'ল্লেন?

সর। তাঁর যেমন কথা জানইতো—

সুশী। হাঁ! বুঝিছি! তিনি আর কি ব'ল্‌বেন? ব'ল্লেন;—"সরলার যার মত শান্ত-চৌধুরীর সাধ্য কি তায় অমত করেন?" কেমন এই না?

সর। ভেলা! ভেলা! ভেলা! অবাক ক'ল্লে ভাই! ভা'যের ব'ন্ কিনা, সকল তাতেই রং! সে যা হ'ক্ গে, এস ভাই, আ'জ্ থেকে ব্রাহ্মণীকে নিয়ে আমোদ প্রমোদ গান বাজনা করা যা'ক্।

সুশী। তবে ডাকাও। তোমার নিজের বাধা এই গানটী দিয়েই সুরু করা যা'ক্। আগেতো প'ড়ে দেখি, গানটাই কি? (পাঠ)

"চাতকিনীর আক্ষেপ গীত।

রাগিণী পিলুবারোঁয়া—তাল ঢিমা তেতালা।

না চাহিতে নীর, অকালে উদয় কান্ত—নব নীরধর।
নিরখিয়ে চাতকিনীর প্রফুল্ল অন্তর॥

প্রেমানন্দে চমকিত, আশাতে বিমোহিত,
সুখাবেশে সকম্পিত, অঙ্গ থর থর। ১॥

হেন কালে, হায়! হায়! প্রলয়-ঋতু-প্রায়,
প্রবল পবন তায়, করিল অন্তর। ২॥

এ গানের মানে তো বুঝ্‌লেমও বটে, বুঝ্‌লেমও না।

সর। যত দূর বুঝেছ, সেই ভাল!

সুশী। তা হবে না, ভেঙে ব'ল্‌তে হবে।

সর। লজ্জা করে যে!

সুশী। আমার কাছে তোমার লজ্জা! এই বুঝি ভালবাসা?

সর। তবে ব'ল্‌তেই হ'লো;—কা'ল্ রাত্রে, ভাই, এক কাণ্ড হ'য়ে গেছে;—কা'ল্‌তো ও ঘরের পালা, আমি একা, তবু অনেক রা'ত্ পর্য্যন্ত ঘুমুইনি। যে কবিতাটা আগে প'ড়্‌লে, ঐটে লিখ্‌ছি ব'সে, এমন সময় বারাণ্ডার তাঁর মতন পার শব্দ শুনে চ'ম্‌কে উঠ্‌লেম। উঠে গিয়ে সাসীদে দেখি, তিনিই বটেন, এই ঘরের দিগেই আ'স্‌ছেন—

সুশী। তাই বুঝি—"না চাহিতে নীর, অকালে উদয় কান্ত নব নীরধর!"

সর। (সহাস্যে) শেষটা শোনো আগে;—দেখ্‌লেম, ঠিক যেন ঘুমুতে ঘুমুতে আ'স্‌ছেন!

সুশী। সাসীদে, রেতের বেলা, এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি!

সর। বারাণ্ডায় সারি সারি লাণ্ঠন জ্ব'ল্‌ছে, দেখ্‌বার ভাবনা কি? দেখে, দৌড়ে দোর খুল্‌তে যাই আর কি, এমন সময় দেখি, দিদী এসে তাঁর হাত ধ'রে ফিরিয়ে নে গেলেন! ঠিক বুঝ্‌তে পা'র্লেম না, রাগ ক'রে এসেছিলেন, কি লুকিয়ে আ'স্‌ছিলেন!

সুশী। রাগে ক'রেই আ'স্‌ছিলেন।

সর। না, তা হ'লে হাত ধর্‌বামাত্রই যেতেন না—আমার বোধ হয় লুকিয়ে আসা! তা দিদী খুব সজাগ্ কিনা, অম্নি টের পেয়ে ধ'রে নে গেলেন! আহা! না জানি তা'র পর কত গঞ্জনাই পেয়েছেন!

সুশী। তাই বুঝি "হেন কালে হায় হায়, প্রলয় ঋতু প্রায়, প্রবল পবন তায়, করিল অন্তর!" খাসা বেঁধেছ।

সর। বা'ধ্‌লেম আর কি ভাই, ভাব দেখে ঐ ভাবের কথা আপনিই এসে যোগালো, লিখে রা'খ্‌লেম। সকাল বেলা চন্দ্র দেখ্‌তে পেয়ে একটা সুরের সঙ্গে মিল্ জুল ক'রে নে গাইলে।

সুশী। ব্রাহ্মণীর নাম বুঝি চন্দ্রমণি?

সর। না চন্দ্রকলা।

সুশী। ও বুঝি লেখাপড়াও জানে?

সর। বেস জানে।

সুশী। তাইতো ভাই, চন্দ্রকলা যে যথার্থই শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার মত দিন দিন আমাদের কাছে বা'ড়্তে লা'গ্‌লো!

সর। আমি তারে কা'ল্ অবধি চন্দ্রদিদী ব'লে ডা'ক্‌ছি।

সুশী। তবে তো দাদার আবার পালা খাটনী বেড়ে গেল!

সর। কেন ব'ন্, তোমাকেও তো সুসন্ধ্যা দিদী আর ব'ন্ ব'লে থাকি, তাতে যদি তাঁর পালা খাটা বেড়ে থাকে, তবে এতেও বা'ড়্‌বে!

সুশী। এবার ভাই আপনার কথায় আপনিই ঠ'কেছি—আপনিই স্বীকার ক'র্চ্ছি, হেরে গেলেম—ভাল এর শোধ নেব!

সর। ঐ আমার চন্দ্রদিদী আ'স্‌ছেন--

সুশী। আমিও তবে দিদী ব'লে ডা'ক্‌বো।

[চন্দ্রকলার প্রবেশ]

এস, দিদি এস। (উঠিয়া হস্তধারণ)

সর। এস দিদি এস, তোমায় দেখ্‌লেই প্রাণ জুড়োয়!

চন্দ্র। (স্বগত) আ! এ আহ্লাদ রাখি কোথা!

সুশী। ও কি? চ'কে জল?

চন্দ্র। (অশ্রু মুছিয়া) না দিদি, তা নয়, এ আহ্লাদের জল!

সুশী। (সরলার প্রতি) ও কি? তোমার চ'ক্ও যে ছল ছল?

সর। কারোর আহ্লাদ দেখ্‌লে কি আহ্লাদ হয় না?

সুশী। চন্দ্র দিদি! ওসব কথা থা'ক্, এই গানটা ভাই আগে গাও তো। (পুস্তক দান এবং চন্দ্রকলা কর্ত্তৃক ঐ গীত গাওয়া)

[গান সমাপ্তি কালে নটবরের প্রবেশ]

নট। বা! বা! বেস হ'চ্চে! কি আশ্চর্য্যি! মেয়ে মা'নুষে গান গাচ্চে!

সুশী। (জনান্তিকে) এই এলেন হাড় জ্বা'লাতে।

সর। কেন ঠাকুরজামাই, এতে আর দোষ কি?

নট। দোষ কি? তবে যাও ঝুমুরের দল কর গে!

সর। "ঝুমুর" কি ঠাকুরজামাই?

নট। তাও আ'জো জান না? তবে দেখ, (উরুদেশের দুই পার্শ্বে চাপড়-বাদ্যপূর্ব্বক) এই ঝাঁ, ঝাঁ, ঝ্যানর, ঝ্যানর—ঝ্যানর, ঝ্যানর, ঝাঁ! ঝ্যানর ঝ্যনর ঝাঁ! ঝ্যানর ঝ্যানর ঝাঁ! এম্নি ক'রে বাগ্‌দী খুলি খোল বাজাবে, তোমরা সেই সঙ্গে তালে তালে না'চ্‌বে, আর এম্নি ক'রে চিতেন মা'র্ব্বে;—(দক্ষিণ বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে)

"আমার ভাগ্যে ওমা দুগ্‌গে জেগে ঘুমিও না!"
"কিস্ কিসিন্দে কিসের কথা, আর কথা মনে এলোনা।"

(মুখে অঙ্গুল দানপূর্ব্বক সরলা ও চন্দ্রকলার হাস্য)

সুশী। ছি, ছি, ছি, গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

সর। ছি ঠাকুরজামাই! আমাদের কাছে কি অমন ক'রে অসভ্যতা ক'র্ত্তে হয়?

নট। এ কি "অসভ্যতা"? তবে রসিকতা কারে বল? আমি যার এই সব রকম সকম দেখিয়ে নোকগুনোকে হাসিয়ে মারি; এই সব রকমে আড্ডায় কত বাহবা পাই—আমায় যার তারা "রসিক নটবর" ব'লে ডাকে!

সর। তুমি আর আড্ডায় মাড্ডায় যেওনা মেনে।

নট। যাবনা তো কোথায় যাব—ব্রেহ্মসভায় যাব বুঝি? হা! হা! হা!

সর। তাই তো প্রার্থনা!

নট। বেস ব'লেছ! তোমার কথায় বাপ পিতোমোর নাম ডুবুই—বাম্‌নাই ছেড়ে মোগ্‌লাই ধরি—তা হ'লেই হয় আর কি?

সর। তা এতে যে তোমার নিন্দে হয়।

নট। নিন্দে করে কে?

সর। সকলেই করে—ঠাকুর্ঝিও কত কাঁদে!

নট। উনি এম্নি নেমোখারামই বটে; আমি নাকি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান হ'য়ে কুল ভেঙে ওঁরে বে করেছি, আর ওঁর জন্যে নাকি কত নোকের কত সাধা পাড়াতেও আর বে ক'ল্লুম না, তাই ওঁর এত গ্যাদা! তবে দেখ্‌বে মজা—দেখ্‌বে একবার বেরিয়ে গে কটা বে ক'রে আ'স্‌তে পারি?

সর। না, না, আমার মাথা খাও, ও কথাটী ব'লো না। ঠাকুর্ঝি তোমায় যে ভালবাসে, তাতে কি আর ও নাম ক'র্ত্তে আছে?

নট। (সহাস্তে) তা অধ'ম্মে কথা ব'ল্বো না—সেবা ভক্তিটী করে বটে!

সর। তবে?

নট। তা, আমি বুঝি ভালবাসিনে?

সর। তুমি যদি ভালবা'স্তে তা হ'লে ওঁর কথাও শুন্তে!

নট। আবার কেমন ক'রে শুন্তে হয়? ওঁর কথাতেই তো দিনের বেলা এত হাই ওঠে, তবু যাইনে!

সর। শুধু হাই—আবার নাকি ঝিমোও?

নট। তা একটু ঘুমবো না—রেতে জা'গ্‌বো, দিনেও জা'গ্‌বো?

সর। রেতেই বা জাগ কেন? না বেরুলেই তো হয়?

নট। আমি তো ওঁর দাদার গমস্তা নই, যে, এত নিকেশ দেন! আমার খুসি!—উঃ! কি আল্লাদ রে! দিনে থাক, আবার রেতে থাক—পায়ের ঘুমুর হ'য়ে থাক—জোড় জোড় হ'য়ে থাক—চাট্টি খেতে দেন ব'লে একেবারে গোলাম হ'য়ে থাক! আমি যেমন একটাকে নে আছি, কুলীনের ছেলে হ'য়ে এমন কোন্ শালা থাকে বল দেখি?—তারে শালা ব'লে ব'ল্‌ছি—সাত বছরে শ্বশুরবাড়ী একবার মাড়ায় না!

সর। ঠাকুরজামাই! রাগ ক'রো না, আমি ভাল ভেবেই ব'ল্‌ছি—ঠাকুর্ঝিও তোমার ভালর জন্যে বলে। এই দেখ দেখি সে দিন কাঁচের গ্লাসের উপর প'ড়ে গে, গা কেটে সারা হ'লে! আহা! স্বামীর এ দশা দেখেও কি স্ত্রীর মনে দুঃখ হয় না গা? স্বামী যে কি পদার্থ, তা সাধ্বী স্ত্রী বৈ আর কে জা'ন্‌বে?

নট। ছোট বৌ! আমি তোমায় ভালবাসি ব'লেই এত বরদাস্ত ক'চ্ছি; নৈলে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান নটবর মুখুয্যেকে এমন শক্ত শক্ত কথা বলে কার সাধ্যি?

সর। কেন, আমি তোমাকে কি শক্ত কথা ব'ল্লেম?

নট। ব'ল্লে না? "মাগের পদার্থ" ব'ল্লে, আবার শক্ত কথা কারে

বলে? আমি যেন "বোদোদয়" বই পড়িনি, যে, "পদাত্ব" কাকে বলে বুজ্‌তে পারিনে!

সর। কারে বলে বল দেখি?

নট। কেন, জন্তুকে বলে—তবে বুঝি আমি তোমার ঠাকুর্ঝির জন্তু?

সর। (স্বগত) বড় মিছেও নয়! (প্রকাশে) তা হ'লেই বা—আর কারুর তো নও—শয্যাগুরুব, তার দোষ কি?

নট। ছি! ছি! আর তোমার সঙ্গে কথা কব না; আবার তুমি ওরে আমায় "গুরু" ক'রে দিচ্চ? ও গুরুলোক, না আমি গুরুলোক? এই বুঝি তোমার বিদ্যে হ'য়েছে—ইশ্‌তিই বুঝি সবাই তোমায় ভাল বলে!

সর। (সহাস্যে) ঠাকুরজামাই! রাগ ক'রো না, আমি তামাসা ক'চ্চি! তোমার সঙ্গে যে আমার ঠাট্টা কর্ব্বার সম্পর্ক, তা কি জান না?

নট। তবে আমিও ঠাট্টা করি?

সর। কর না কেন?—আমোদের কথায় কে না আমোদ করে?

সুশী। (জনান্তিকে) ওরে না না! এখনি কি ব'ল্‌তে কি ব'লে ফেল্‌বে!

সর। (জনান্তিকে) কি বলে, শোনাই যা'ক্ না।

নট। আ! ছোট বৌর কি মিষ্টি কথা—যেন গোলাপী জাম্ব! সেই জাম্ব দে, ঠাট্টার খোলায় কড়া কড়া ক'রে আমায় ভা'জছেন, তবে তো মজা "গুলি" পা'চ্ছেন। (সকলের হাস্য)

সুশী। ছি! ছি! ছি!

সর। (জনান্তিকে) এ কথা উড়িয়ে দিই। (নটবরের প্রতি) ভাল ঠাকুরজামাই! তুমি ছেলে মানুষ নও—এত বড় সোমত্ব মিন্‌সে—তবে কেমন ক'রে সে দিন প'ড়ে গেলে?

নট। কেমন ক'রে দেখ্‌বে? এই এম্নি ক'রে, উবু হ'য়ে খাটের ওপর ব'সে তামাক খা'চ্ছি আর ঝিমুচ্ছি; ঝিমুতে ঝিমুতে বাঞ্চৎ মাথাটা ঝুঁকে ঝুঁকে এত নীচে প'ড়ে গেল, যে, আর সাম্‌লাতে পা'ল্লুম না, একেবারে এমিন্‌ ধারা (প্রদর্শন) ডিগ্‌বাজি খেয়ে উল্টে প'ড়ে গেলুম।

সুশী। ছোট বৌ! আমি আর সৈতে পারিনে—আর আমি এখানে থা'ক্তে চাইনে—

[চাঁপার প্রবেশ]

চাঁপা। ছোট মা! এখানে রঙ্গ ক'চ্চো কি? বাবুর ভারি ব্যামো হ'য়েছে—কা'ল্ রা'ত্ থেকে; মাথার কামড়ে একেবারে খুন হ'য়ে যা'চ্চেন—কত ডাক্তার, কত ক'বরেজ আ'স্ছে; দেওয়ানজী আর সদারং বাবু কত অষুদ খাওয়াচ্চেন- কত বেগেস্তারা দিচ্ছেন, কিছুতেই কিছু হ'চ্চে না।

সর। সে কি?— (দ্রুত প্রস্থান)

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—শান্তবাবুর বাটীর ছাদ।

[মহামায়া ও কাজলা উপস্থিত]

কাজ। ক বার খাওয়ানো হ'লো?

মহা। এই দেড় মাসের মধ্যে তিন বার হ'য়েছে—বার বার তিন বার পরক দেখা হ'য়েছে—বেশ ক'রে দেখা হ'য়েছে—রকম বেরকম ক'রে দেখা হ'য়েছে! প্রথম বারে তো আমার ঘরের পালা, আমার কাছ থেকেই মরদ উটে ও ঘরে চ'ল্লেন, প্রায় ছোটবৌর ঘরের গোড়া থেকে হাত ধ'রে ফিরিয়ে আ'ন্‌লেম!

কাজ। ফিরিয়ে আ'ন্‌লে কেন?

মহা। না আ'ন্‌লে যদি ছোটবৌর দরজায় গে কপালে ঘা লা'গ্‌তো, তা হ'লে তো জেগে উঠ্‌তেন! কি আপনিই গে যদি কপাটে ঘা মা'ত্তেন, তাতেও ছোটবৌর চেঁচাচেঁচিতে জাগ্‌বার আশ্চজ্জি কি? বেদেনী ব'লেছিল শুনিস্‌নি, যে, সহজ কথা কও, জবাব দেবে—সহজ কাজ সব ক'র্ব্বে—কিন্তু চেঁচাচেঁচি, গোলমাল, কি মা'র্ ধ'র্ ক'ল্লেই জেগে উঠ্‌বে!

কাজ। তাও বটে—তার পর?

মহা। তার পর, দুবারের বার, আমাদের দু-সতিনেরি ব্যামোর ছুতো ক'রে, ওঁর নিজের দোছত্‌রির বৈঠকখানায় শোয়ালেম; সেখান থেকেও উঠে, আমার ঘর পার হ'য়ে একেবারে ছোটবৌর ঘরের দিগে চ'ল্লেন। হাত ধ'রে এনে শোয়ালেম। ওমা! দেখি, আবার সেই দিগে! সেই রা'ত্ এম্নি ক'রে পাঁচ বার যান, পাঁচ বার ফিরুই! তখন ভয় পেয়ে দোরে চাবি দে' রা'খ্‌লেম।

কাজ। "বেঁধে রাখ লম্বা দড়ায়, ঘুরে ফিরে খোঁটার গোড়ায়!"—তার পর?

মহা। তার পর, এই শেষবারে যে দিন খাওয়াই, সে দিন ছোটবৌর পালা। ভা'ব্‌লেম, আ'জ্ মেনে আমার ঘরে আ'স্‌তে পারেন। ও মা! সে গুড়েও বালি—সেখানকার মানুষ সেখানেই থা'ক্‌লো—পাও উঠলো না, কপাটও ন'ড়্‌লো না!

কাজ। ভাল, বড় মা! হাত ধ'রে যখন ফিরিয়ে আনো, তখন কি তাঁর কিছু হুঁশ হয় না?

মহা। কিছু না।

কাজ। মা গো, শুনে ভয় করে—যেন দানোয় পাওয়া!

মহা। দানো তো পাইনি—এখন পাবে! আর কিসের উপরোধ? যা দেখ্‌বার, তা দেখ্‌লেম—যা জান্‌বার, তা জা'ন্‌লেম—যা বোঝ্‌বার, তা বুঝ্‌লেম।

কাজ। কেন? তখনি তো ব'লেছিনু, বাবু কি নতুন ফেলে পুরোণো প'র্ব্বেন?

মহা। সেই নতুন ছাড়াব—সেই পুরোণো পরাব, তবে আমার নাম! আমি আ'জ্ অবধি রাক্ষসী হব—আর কিসের দয়া মায়া? পিথিমি ওলোট পালাট ক'র্ব্বো—রাজ্যে আগুণ লাগাব—সোণার সংসার ছার খার দেব—চৌধুরীবংশ নিব্বংশ ক'র্ব্বো, তবে ছা'ড়্‌বো! (দন্তকড়মড়ি)

কাজ। না মা, রাগ ক'রে ঝক্‌ড়াঝাঁটী ক'রো না—

মহা। ঝক্‌ড়া কি? আমি আসল ডা'ন্ হব—আঠার মায়া দেখাব—ও'র ভালবাসার মা'গকে বাইরে খুব ভালবাসা জানাবো—তার চুল বেঁধে দেব, মাথা ঘ'সে দেব, ভাল খাওয়াবো, ভাল পরাবো, হাঁ'টলে ব্যথা পাব, মিষ্ট কথায় ভুলোবো, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সব্বনাশ ক'র্ব্বো! যেমন বিশুতে বোড়া ধুলোর ভেতর লুকিয়ে থেকে কামড়ায়—কেউ দেখতে পায় না, তেম্নি ক'রে বিষদাঁত বসাব, তবে গার ঝাল মিটবে!—এ যদি না করি, তবে আমি বা'মুনের মেয়ে নই—

কাজ। অমন্ দিব্বি ক'রো না মা, অমন দিব্বি ক'ত্তে নেই।

মহা। ক'ত্তে নেই? কেন নেই? যার দিব্বির মতন কাজ কর্ব্বার সাধ্যি নেই, তাব্বির নেই! তুই দ্যাথ্ দেখি আমি এই দিব্বি রা'খতে পারি কিনা? দেখিস্ তখন, মহামায়ার মায়া বিদ্যে আছে কিনা? যা যা ক'র্ব্বো তার সব মতলব এঁটেছি—বজ্রের মতন শক্ত ক'রে এঁটে রেখেছি, তার কি আর নড়ন চড়ন আছে? কেবল তুই সহায় থা'ক্লেই হয়—

কাজ। আমায় মা, যা ব'ল্বে তাতেই আছি; তবে কিনা—

মহা। "তবে কিনা" কি? তুই যত টাকা চা'স্ তাই দেব—তোরে বড় মানুষ ক'রে দেব—তোর মেয়েকে সোণায় মুড়ে দেব—তোর ঝিজামা'য়ের কোটা ক'রে দেব—তোরে সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা ক'রে রা'খবো!

কাজ। আর ব'ল্তে হবে না মা, আর ব'ল্তে হবে না। আমি তোমার কেনা দাসী—যা ব'ল্বে তাই ক'র্ব্বো—প্রাণ দিতে হয়, তাও দেব।

মহা। তবে যা যা ব'ল্বো—যা যা ক'র্ব্বো, তা কারো আছে ফুটিস্ নে!

কাজ। (দন্তে রসনা কাটিয়া) ওমা! সে কি? তুমি কি আমায় ছেলে ছেব্লা পেয়েছ? এ কথাও কি ঠোঁটের বা'র্ ক'ত্তে আছে? আপনা আপনি ভা'ব্তে গেলেও এম্নি ভয় হয়, যেন কে শুন্লে, কে শুন্লে।

মহা। তা হ'লেই হ'লো।—তবে আপাতক্ তো আ'জ্ এই কর্;—ছোটবৌকে চুপি চুপি ব'ল্গে যা, "বাবু আ'জ্ রেতে তোমার ঘরে লুকিয়ে আ'স্বেন, দোর খুলে রেখো, কোনো সাড়াশব্দটী যেন না হয়, বড় গিন্নি যেন টের না পান!"

কাজ। কেন, আ'জ্ বুঝি তাঁর পালা নয়?

মহা। তার আর আমার কি? ডাক্তারের কথায় সকলের পালাই উঠে গেছে। ডাক্তার ব'লেছে, বাবুর যদ্দিন না মাথার রোগ সারে, তদ্দিন একা শুতে হবে!

কাজ। (সহাস্তে) ভাল! ডাক্তার বাবু একে কি ব্যামো বল্লেন? কি বা বুঝ্লেন?

মহা। (সহাস্যে) বলেন তাঁর মাথা, আর বুঝেছেন তাঁর মিট্রিকেল কালেজের মুণ্ডু। কেবল রা'শ্ রা'শ্ টাকা খা'চ্চেন, আর রা'শ্ রা'শ্ অষুদ গিলুচ্চেন! কিন্তু যে সাপে কা'ম্ড়েছে, সে সাপে বিষ না তুল্লে, অমন হুশো ডাক্তারের বাবারো সাধ্যি নেই, যে ভাল করে!

কাজ। তবে তোলনা কেন?

মহা। সময় হ'লেই তুল্বো!

কাজ। যা জানবার তা তো জানা হ'য়েছে, তবে আবার সময় কি?

মহা। যা জানবার তাতো হ'য়েছে, জেনে যা কর্ব্বার তাতো এখনো হয়নি! ডাক্তার যে ওঁবে একা শুতে ব'লেছে, আর সেই জন্যে যে উনি দোছত্রির ঘরে শুচ্চেন, তাতে আমারি মনস্কামনা সিদ্ধি হবার বেস যো হ'য়েছে।

কাজ। কিসে?

মহা। আয় তোরে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলি। (কাণে কাণে কথন।) কেমন বুঝ্লি তো?

কাজ। বুঝ্লেম তো! কিন্তু তা হবে না হবে ঠিক কি?

মহা। হবেই হবে;—ছেলে হবার যে যে লক্ষণ চাই, ওর তা বেস আছে। আর যদি তা নাই হয়, তবে তখন আর কোনো মতলব ক'র্ব্বো!

কাজ। কেন? এক মন কর, এইটেতেই মনস্কামনা সিদ্ধি হবে!—তবে যাই বলিগে?

মহা। আর যেতে হবে না—ঐ যে সিঁড়িতে মলের শব্দ—আপনিই ফাঁদে পা দিতে আ'স্ছে!—আমি এই ফুলের টব্গুনোর আড়ালে লুকুই, তুই ওরে এইখানেই বল্। (লুকায়িত)

[সরলার প্রবেশ]

কাজ। কেও ছোট মা! এস, এস, বেস হ'য়েছে! আমি আরো ভা'ব্ছিনু, কোথায় তোমায় নিরিবিলি পাব?

সর। কেন কাজল, কোনো কথা আছে নাকি?

কাজ। যেমন তেমন কথা তো নয়—মস্ত কথা—কথার মতন কথা, শোনালে ব'কশিস পাব!

সর। কি লো—এমন কি কথা? আমার নিরুদ্দেশ দিদীর কোনো সংবাদ? না, আমার ভগ্নীপতির কোনো সন্ধান পেয়েছিস্?

মহা। (স্বগত) তোমার মরণের সন্ধান পেয়েছি!

কাজ। তার চেয়েও সু খবর!

সর। তার চেয়েও সু খবর, কাজল! তোর বাবুর নীরোগ সমাচার বৈ আর কি হ'তে পারে?

কাজ। তারির কাছাকাছি বটে!

সর। আমার মাথা খা, খুলে বল্।

কাজ। খোলাখুলি আর কি, আ'জ্ রে'ত বাবু তোমার ঘরে আ'স্‌বেন!

সর। দূর! ডাক্তারের যে মানা?

মহা। (স্বগত) ডাক্তারের মানা হ'লে কি হয়, তোমার যমের যে ইচ্ছে!

কাজ। তা কি আমি বলিনি?

সর। শুনে কি ব'ল্লেন?

কাজ। শুনে ব'ল্লেন, ডাক্তারের মত না নিয়েই কি হ'চ্চে?

সর। তবে তিনি আপ্‌নি আমায় ব'ল্লেন না কেন?

কাজ। তাও বলি শোনো—(কাণে কাণে কথা) এই জন্যে এ কথার উচ্চু বাচ্চা দিনের বেলা তার কাছেও ক'বো না, তাতে তিনি বড় লজ্জা পাবেন। যখন যে দিন আ'স্‌বেন, আমি এসে তোমায় এম্নি ক'রে ব'লে যাব—আর কাউকে কিছু ফুটো না।

মহা। (স্বগত) বেস ব'লেছে!

সর। ভালুই!

কাজ। তবে ঘরের আলো নিবিয়ে রেখো—আমিও বড়গিন্নি ঘুমুলে বারাণ্ডার আলো সব নিবিয়ে দেব অকন—

সর। একটু চুপ্ কর্, বৈঠকখানায় কি গান হ'চ্চে, শুনি।

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী মুলতানী—তাল জলদ তেতালা।

সাধ মনে মনে,—রাখি, সদত সাধেরি ধনে হৃদয়ে গোপনে।
যেন, এসুখ মিলন, প্রতিবাদী জন, কেহ নাহি জানে॥
প্রেম-দেবে মনোপুরে, পূজা দিব মনঃ পুরে :—
মাখি, কুসুমপরাগ—চিত-অনুরাগ, সোহাগ-চন্দনে। ১।
কুমুদী জানিবে বলি, মুদিত কমলে অলি,
তার, হৃদয় কন্দরে, যেমন বিহরে, মত্ত মধুপানে। ২।

কাজ। কেমন, শুন্‌লে তো ?—এখন সাবুদ পেলে তো ?

সর। ও কে গা'চ্চে ?

কাজ। যে গা'ক্, বাবুর মনের কথা বাবুর এয়ারেদ্দের মুখ দিয়েই বেরুচ্চে—ফূর্ত্তি না হ'লে কি এমন ধারা গান বাজ্‌না হয় ?

সর। ভালুই!—তবে যাই এখন, বেলা গেল, চুল টুল বাঁধিগে।

কাজ। আমার ব'ক্‌শীস ?

সর। পাবে পাবে—

[প্রস্থান।

মহা। (প্রকাশ হইয়া) কি কাজল! দো তরফা ?

কাজ। আমার কর্ত্তাটী যে থানার জমান্দার ছিলেন, এ শিক্ষে তাঁরির কাছে!

মহা। বেস্ বেস্! ওতে আমি খুসী আছি। তা চল্, এখন নীচে যাই—ফাঁদ পাতা তো হ'লো!

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—শান্ত বাবুর বাটীর সম্মুখে কালীবাড়ী।

[সাধুর প্রবেশ]

সাধু। (কালীপ্রণাম পূর্ব্বক) মা কালি! আমার বাবুকে শীগ্‌গির ভাল ক'রে দেও, আমি তোমার পূজো দেব ব'লে জোড়া পাঠা পুষে রেখেছি—

[ডালি হস্তে চাঁপার প্রবেশ এবং ডালি রাখিয়া কালী প্রণাম]

কি চাঁপা! মুখখানা যে বড় ভারি ভারি দেখ্‌ছি?

চাঁপা। বাবু কোথায় সাধু?

সাধু। সদারং বাবুর সঙ্গে হাওয়া খেতে গেছেন। তাঁরে কেন চাঁপা?

চাঁপা। আমি কেবল তাঁরে ব'লে যাব ব'লেই আছি, নৈলে এতক্ষণ চ'লে যেতুম।

সাধু। কেন চাঁপা—কি হ'য়েছে?

চাঁপা। বার বার এত অপমান আর সয় না—

সাধু। কেন? ছোটমা কিছু ব'লেছেন?

চাঁপা। অভাগ্যি! ছোট মা! তাঁর মুখে কড়া কথা!—মোচাকে সজ্‌নার আটা।

সাধু। তবে তোরে যে কড়া কথা কয়, এমন নোক তো দেখিনে—তুই ছোট মার নিজের দাসী—তুই নিজেও ভাল, তবে তোর অপমান কে ক'ল্লে?

চাঁপা। আর কে? বড়মার দুলালী—বিটী একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছে।

সাধু। কে, কাজলাকাণী?

চাঁপা। তা না তো আর কে? এখন কি আর কাজলাকাণী আছে,

কাজলা-রাণী হ'য়ে ব'সেছে! সোণার হার ঝুলিয়েছেন গলায়, সোণার গোট্ ঝুলিয়েছেন কোমরে, গরদ প'চ্চেন, তসর প'চ্চেন, যা মনে আ'স্‌ছে তাই ক'চ্চেন, তাইতে গ্যাদায় ফেটে মরেন—মানুষকে মানুষ গ্যান করেন না! বেঁকে বেঁকে চলেন—থেকে থেকে আড়া মোড়া খান—চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কন, যেন আমাদের মেজো মাঠা'কুরুণ্ হ'য়ে ব'সেছেন!—বিটী যে হ্যানেস্থা করে গো, তা আর কি ব'ল্‌বো।

সাধু। তাই তো ব্যা, ওর ভাব খানা যেন ফিরে গেছে। যে অবুদি বাবুর ব্যামোটা হ'য়েছে—সেও তো চা'র্ মাস হ'লো—সেই অবুদি যেন সে কাজলা আর নেই। ওর মেয়ের গায়েও আ'জ্ কা'ল্ দু এক খানা সোণা দানা দেখ্‌তে পাই; ওর জামাই বেটা তো চিরকাল দাঁড় টেনে বেড়াতো, সে বেটাও এখন ভাল কাপড় পরে, ভাল বাজার করে, লম্বা লম্বা কথা কয়, বুট জুতো পায় দেয়! বেটী কোথেকে যে রাতারাতি ফেঁপে উট্‌লো, বুঝ্‌তে পারিনে।

চাঁপা। ও হারামজাদী কি জানে গো কি জানে! বড় মা ঠা'কুরুণকে তো অনেক দিন হাত ক'রেছে, এখন মাস দুই ধ'রে আবার ছোট মাকেও এট্টু এট্টু বশ ক'রে তুলেছে। তাঁদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কয়—চুপি চুপি পরামর্শ করে—কখনো কখনো ধমক টমকও দেয়! তাঁদের সঙ্গে যে রকম করে গো, তাঁদের সমজুড়ি ভালমা'নসের মেয়েরাও তেমন পারে না—দেখে আমার গায় যেন কাঁটা দেয়!

সাধু। এটা বড় মন্দ।

চাঁপা। মন্দ আমাদেরি, আর কার? সব চাকর চাকরাণীকে—বাড়ার ভাগ আমায় তো দু পা দে ছ্যাঁচে! আ'জ্ খানকা যে নাঞ্ছনাটা ক'ল্লে, কেবল ধ'রে মারিনি। কাঁ'দ্‌তে কাঁ'দ্‌তে ছোট মাকে গে বল্লু, তিনি ব'ল্লেন, গিন্নির কাছে যা; তাঁরে গে বল্লু, তিনি ব'ল্লেন "যা, যা, এখন বকিস্‌নে!" তবে আর এ সংসারে থাকা যায়?

সাধু। না রে, এমন সংসার ছাড়িস্ নে। আমি তখন সময় বুঝে বাবুকে সব বুঝিয়ে ব'ল্‌বো অকন।—এমন বাবু নন, যে, শুন্তে পেলে কারুর অন্যায় সহ্য ক'র্ব্বেন!

চাঁপা। তবে সাধু আমার মাথা খাও! তুমি যদি বাবুকে ব'লে ক'য়ে' এর যা হয় একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে দেও, তবেই থাকি; নৈলে—

[হুপ্ করিয়া লম্ফ দিয়া নটবরের প্রবেশ]

ওমা এ কে গো?

নট। কেমন ভয় দেখিয়েছি!—কেমন আড়ালে থেকে সব শুনে নিয়েছি!

চাঁপা। পিসে বাবু! আমার মাথা খাও, যা শুনেছ, তা কাজলাকে ব'লো না।

নট। হি! হি! হি! এখুনি ব'লবো! এখুনি ব'লবো!

চাঁপা। না, না, তোমার পায় পড়ি। সে শুনলে একাবারে আমায় গিলে খাবে। (সাধুর প্রতি) আমার হ'য়েছে সাধু, চোরার মার কান্না—ওকুরাবারো যো নেই! ফোকরাবারো যো নেই!

নট। আমি উকরেও দেব অকন; ফুকবেও দেব অকন!

চাঁপা। কেন পিসে বাবু, আমি তোমার কি করিছি? পিসীমা আমায় এতটা ভালবাসেন, তুমি কেন দেখ্তে পার না?

সাধু। (স্বগত) বাগ্ ফিরুতে হ'লো। (প্রকাশে) ও চাঁপা তুই এমন হাবা! বাবুর মুখ দেখেও বুঝ্তে পা'চ্চিস্ নে, যে, উনি তোরে নে রং ক'চ্চেন। কাজলা ওঁরেও যে অগ্রাজ্জি করে, তা কি উনি জানেন না? আর ওঁর কি চাকর চাকরাণীদের ওপর দয়া নেই, যে, উনি তার দিকে হবেন? ওঁর মতন দয়াল মানিব কে? তোরে আমি যা বলি, তাই কর্; ছোট মাই হ'ন, আর বাবুই হ'ন, বড় মার ভয়ে কাজলাকে কেউ কিছু ব'ল্তে পা'র্ব্বেন না। তুই জামাই বাবুকে ধর্, যে কাজ হবে—উনি মনে ক'ল্লেই এখুনি দুষ্টুর দমন হবে, আর কারুর সাধ্যি নেই।

নট। আমি তো কারোকে ভয় করি নে!

সাধু। তা কি আমি জানিনে বাবু—

চাঁপা। (করজোড়ে) তবে পিসে বাবু, গরিবকে এ দয়াটী ক'ত্তে হবে, নৈলে আর আমরা তার জ্বালায় টিঁক্তে পারি নে।

নট। তুই ঠিক ব'ল্‌চিস্, বেটী এক মৌতোত চ'ড়ে উঠে চাকর বাকরকে জ্বা'লাচ্চে ?

চাঁপা। আমি যদি বে বেজায় ক'য়ে থাকি, তবে যেন এই জিব্‌খানা খ'সে পড়ে—তবে যেন আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব অব্যের্থায় যায় !

নট। আচ্ছা ! র'স্, তবে ঠাউরে দেখি, বেটীকে কিসে জব্দ করি। (ঊর্দ্ধমুখে চিন্তা)

[এক জন খঞ্জ যাচকের প্রবেশ]

খঞ্জ। বাবু মোশাই ! খোঁড়াকে একটী পয়সা দেও, তোমার সোণার দ'ত্ কলম হবে !

নট। দূর বেটা ! সোণার তোড় জোড় হবে বল্—সোণার মেরু হবে বল্—সোণার লুট্‌কি হবে বল্, দ'ত্ কলম নে কি স্বর্গে যাব ? হি ! হি ! হি ! (পুনশ্চ চিন্তা)

খঞ্জ। তবে তাই হ'ক্ বাবু, তাই হ'ক্— একটী পয়সা দেও—

নট। (করতালি পূর্ব্বক) হাঁ৷ হ'য়েছে—বেস ঠাওর হ'য়েছে—এই খোঁড়াকে দিয়েই কাজ হবে! ওরে বাপু খোঁড়া ! তুই একটী পয়সা চা'চ্চিস, যদি এক কাজ ক'ত্তে পারিস্ তো তোরে আমি একটা টাকা দেই।

খঞ্জ। কি কাজ বাবু ?

নট। এই দিগে স'রে আয় বলি। (কাণে কাণে কথা) রাজি ?

খঞ্জ। সে কে বাবু ?

নট। আমাদের চাকরাণী—তা তোর কিছু ভয় নেই।

খঞ্জ। যে আজ্ঞে! (স্বগত) যা থাকে কপালে, খামকা এক টাকা ছাড়া যায় না।

নট। (চতুর্দ্দিগ দৃষ্টিপূর্ব্বক) এখানে ছোঁড়া ফোঁড়া কেউ নেই কি ?—ঐ যে পূজুরি ঠাকুরের চাক্‌রাণী মাগী আছে—ও ফেলির মা !

নেপথ্যে। কেন গা জামাই বাবু ?

নট। ওরে, তুই একবার আমার নাম ক'রে কাজলাকে এখানে ডেকে আনতো।

নেপথ্যে। এই যাই।

নট। শীগ্‌গির ক'রে যা।

চাঁপা। (জনান্তিকে) ও সাধু! এ কি করে গো?

সাধু। (জনান্তিকে) দেখ্‌না কি হয়, জামাই বাবু তার খুব। তুই একটু গা ঢাকা থা'ক্, নৈলে কাজলা ব'ল্‌বে, এ তুরির কাজ।

চাঁপা। ঠিক্ কথা।

[প্রস্থান।

নট। ও সাধু! কৈ এখনো যে এলো না?

নেপথ্যে। ওগো জামাই বাবু! কাজলা ব'ল্লে, যার গরজ থাকে সে আমার কাছে আসুক, আমি কারুর কাছে যেতে পারিনে।

সাধু। দেখ্‌লে বাবু! বেটীর কত বড় তেজ!

নট। বেটীর নিতান্ত মরণ ঘুনিয়েছে—(উচ্চৈঃস্বরে) ও ফেলির মা!

নেপথ্যে। আবার কেন গা?

নট। ওরে, তুই আবার একবার গে বল্, যে বড় দরকার, না এলে নয়। বলিস্ তারির ভালোর জন্যেই ডা'ক্‌ছি। (সাধুর প্রতি) সাধু! তুমি এক খানা বেঁটে খেঁটে দেখে বাঁশ এনে রাখ তো।

সাধু। কেন? তাকে মা'র্ব্বে না কি?

নট। না, মা'র্ব্বো না, তা হ'লে লাঠি চাইতেম। তুমি আননা, আর একখানা মৈ এনেও আড়ালে রেখো—

[সাধুর প্রস্থান।

ওরে বাপু খোঁড়া! দেখিস্, যেন তার চাউনি দেখে হা ক'রে পড়িস্ নে, সে বড় বজ্জাত, খুব সাবধান; আমি আছি তোর ভয় কি?

খঞ্জ। বাবু! তোমায় যা দেখ্‌চি, তাতে তুমি সহায় থা'ক্‌লে, যম এলেও ভয় করিনে!

নট। বেস বেস! তবে এই বেলা এই পৈতেটা গলায় দে, আর এখন থেকেই কোঁতাতে আরম্ভ কর্।

খঞ্জ। করি, (পৈত্তা পরিয়া উদর ধরিয়া) আঃ ! উঃ ! ও মা ! ও বাবা ! গেলুম গো মলুম গো !—

[কাজলার প্রবেশ]

কাজ। কেন গা জামাই বাবু, তুমি আমায় কথায় কথায় ডেকে পাঠাও ? আমি কি তোমার ছেব্‌লামির যুগ্‌গি ?

নট। না কাজল, এ ছেব্‌লামি নয়, দেব্‌লামি কাজে ডেকেছি ! ঐ দেখ—(খঞ্জকে নির্দ্দেশ)

খঞ্জ। (সকাতরে) বাবু গা, ইনিই কি মা কাজলমণি ?

[সাধু ও অন্যান্যের প্রবেশ]

কাজ। এ আবার কি ঢং ?

খঞ্জ। (কাজলার পদতলে পড়িয়া পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন পূর্ব্বক) মাগো ! আমায় রক্ষা কর মা !—মাগো ! আমার মাথায় একটা নাথি মেরে পাপের বাসাটা ভেঙে দাও মা !

কাজ। কে তুমি ? কোত্থেকে এসেছ ?

খঞ্জ। মাগো ! আমি তোমার পাদপদ্ম দেখ্‌বো ব'লে সাত রা'ত্ সাত দিন ম'রে ম'রে আ'স্‌ছি—আমি আর জন্মে তোমার সন্তান ছিনু মা ! বাবা তারকনাথ আপনি ব'লে দেছেন, আর কেউ নয় মা ! আর জন্মে আমি চাষা ছিনু মা ! তোমার ঐ পেটে জন্মেছিনু মা ! তুমি এক বামুনকে আমার ক্ষেতের একটী শসা দিছ্‌লে ব'লে আমি তোমায় মেরেছিনু মা ! সেই মা'র্ খেয়ে ছমাস তোমার পেটে ব্যথা ছিল মা ! (স্বীয় উদর ধরিয়া) ওমা, বড় ব্যথা গো—প্রাণ যায় গো !—সেই পাপে কলির বামুন হ'য়ে জ'ন্মেছি মা ! সেই পাপে সব্বনেশে শূলরোগ ভুগ্‌ছি মা ! (পদতলে লুণ্ঠন) ওমা ! জননি ! এ রোগ থেকে মুক্ত কর মা !

কাজ। (পা ছাড়াইয়া) ওমা ! আমি যাব কোথায় ? বামুন হ'য়ে পায় ধরে !

খঞ্জ। কোনো দোষ নেই মা—আমি তোমার পেটের ছেলে মা !

বাবার হুকুম, তোমার পায় ধূলো নেব, তোমার মহাপ্রসাদ খাব, তবে এ পাপে উদ্ধার হব—

কাজ। ও সাধু! দাঁড়িয়ে রৈলি কেন? কি জিগ্যেসা ক'ত্তে হয়, কর্‌না—এ কি জ্বালায় ঠেক্‌লেম!

সাধু। বলি, ও ঠাকুর! তুমি তাড়কেশ্বরে হত্যে দে কোনো স্বপ্ন পেয়েছ নাকি?

খঞ্জ। পেয়েছি বৈ কি বাবা!

সাধু। কি স্বপন? ভাল ক'রে বলনা, আদ্‌গো আদ্‌গো বল কেন?

খঞ্জ। বলি বাবা! হুকুম হ'লো তুই কাশীপুরে যা; সেখানে মানগড়ের জমীদার কি বাবু—

নট। শান্ত বাবু?

খঞ্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ, শান্ত বাবুর ঘরে তোর আর জন্মের মা আছে, তার এ জন্মের না[illegible] কাজলমণি! তুই বড় পাপিষ্টি, তারে মেরেছিলি, সেই পাপে এমন যে চাষা জন্ম, তা ঘুচে কলির বামুন হ'য়ে জন্মিছিস্! তুই তার পায় ধ'রে—পায় ধুলো মেখে—তারে মা ব'লে তুষ্টু ক'র্গে যা; শান্ত বাবুর কালী-বাড়ীতে একটা বেল গাছ আছে, তার দক্ষিণের ডালে একটা বেল পেকেচে দেখ্‌গে যা; সেই বেলটী তারে দে পাড়িয়ে তারে আগে খাইয়ে তার সেই "বেল প্রসাদ" খেগে যা; তা হ'লেই তোর পাপ কেটে রোগ ভাল হবে। এই তো সব কথা বল্লুম মা!—এখন রাখ তো থাকি—মার তো মরি!

সাধু। রা'খ্‌বেন বৈ কি—সে কি?

সকলে। এ ক'ত্তে হবে বৈ কি! একটা বামুন মরে, সে কি?

কাজ। ওমা! তোমরা বল কি গো? বামুনকে প্রসাদ দেব!

সকলে। ও কি তোমার কাছে বামুন? ও যে তোমার পেটের সন্তান! বাবার হুকুম, শুন্‌লে না?

নট। হায়! আমি যদি কাজল হ'তেম, তবে এখুনি বামুনকে কোলে নে চুমো খেতেম! তার পর এখুনি অম্নি বেল পেড়ে প্রসাদ দে ওর প্রাণ বাঁচাতেম!

খঞ্জ। (কাজলার পদ-ধারণ পূর্ব্বক) ওগো মা! রক্ষা কর মা! আর

সে জন্মের রাগ রেখো না মা! "কুপুত্তর যদি হয়, কুমাতা কভু নয়"; বাঁচাও মা! বাঁচাও মা! বাঁচাও মা!

কাজ। পা ছাড়! পা ছাড়! ঠাণ্ডা হও—সব ক'চ্চি।

খঞ্জ। আগে বল, আমার পাপগুলি মাপ ক'ল্লে, তবে পা ছাড়ি মা!

কাজ। মাপ কল্লু—মাপ কল্লু—মাপ কল্লু! ছাড়, ছাড়!

খঞ্জ। বেল পেড়ে এনে প্রসাদ দেবে বল, তবে পা ছাড়ি মা!

কাজ। বাছা! আমি মেয়ে মানুষ, অত উঁচু গাছে বেল পাড়ি কেমন ক'রে? আর কেউ পেড়ে আ'ন্‌লে হয় না?

খঞ্জ। না মা, তা হবে না—তা হবে না—বাবার হুকুম, তোমাকেই পা'ড়্‌তে হবে মা।

নট। কেন, আমরা মৈ ধরি, তুমি ওঠো—মন থা'ক্‌লে সব হয়!

সকলে। তা বৈ কি—এ আর কাজটা কি?

প্রথম প্রতিবাসিনী। সাধু! তবে একখান মৈ আন—

[সাধুর প্রস্থান।

আহা! মরি মরি, ব্রাহ্মণের কি দুঃখু!

দ্বি, ঐ। ওমা! কাজলের যে এমন পুণ্যির শরীর, তা আমরা এদ্দিন জা'ন্তেম না—এই দেখগো মানুষ চেনা ভার!

প্র, দর্শক। আ'জ্ অবধি প্রাতঃকালে অহল্যা দ্রৌপদীর সঙ্গে কাজলকেও গেঁথে নেওয়া যাবে!

দ্বি, ঐ। তা কেমন ক'রে হবে? বচনের ভেতর গাঁথ দেখি?

প্র, ঐ। কেন এই যে;—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।
সকাজলা স্মরেন্নিত্যং মহাপুণ্যং বিনশ্যতে॥

দ্বি, ঐ। "মহাপুণ্যং" না "মহাপাপং"?

প্র, ঐ। ঐ যা বলুন—

[মৈ লইয়া সাধুর প্রবেশ]

সাধু। কেউ ধরগো, ভারি মৈ, সাম্‌লা'তে পারি নে।

নট। আমি ধ'চ্চি, ব্রাহ্মণের জন্যে সব করা যায়!—একটু বেঁকিয়ে সাধু!—হ্যাঁ, এম্নি ক'রে!—কাজল ওটো তবে—

কাজ। (উত্তর পশ্চিমাভিমুখে—করজোড়ে) হে বাবা তাড়কনাথ! তোমার কাজ তুমিই জান, আমার অপরাদ্ নিও না বাবা! (দক্ষিণাভিমুখে) মা কালিঘাটের কালি! আমি কিছু জানিনে মা—তিনি বাবা, তুমি মা, এর দোষ গুণ, তোমরাই জান মা! (উত্তরমুখে) মা বাবুদের কালি! তুমিতো স্বকর্ণেই সব শুনলে মা! (পূর্ব্বাভিমুখে) হে ঠাকুর আনরপুরের একদিল সাহেব! তোমার সিন্নি মেনে অনেকবার অনেক ফল পেয়েছি, এবারেও সওয়া টাকার সিন্নি দেব মান রেখো ঠাকুর! (সকলের প্রতি) তবে উঠি গা?

নট। সকলকে ব'লে গেলে, মা গঙ্গাকে ব'লে গেলে না?—বাপ্‌রে! বেটা যেন মনুমেণ্টের চূড়োতে উট্‌তে যা'চ্চেন, তাই এত ভিরকুটী! উট্‌বি তো ওট্; নৈলে আমরা চ'লে যাই। আমাদের যেন তিনকুল উদ্ধার ক'র্ব্বেন, নই ও'র জন্যে মৈ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাক!

কাজ। এই যে উট্‌ছি গা—ব্যস্ত হও কেন? (ক্রমে আরোহণ) ওগো! কোন বেল্‌টা পাকা গা?

নট। ঐ ছোট ডালের অ্যাকেনেটা। (প্রদর্শন)

কাজ। ঐটে? তবে একটু মৈ সরাও, নাগা'ল পাইনে যে।

নট। আর মৈ সরাবার যো নেই; ঐ বড় ডালটা বাঁ হাতে ধর, ডা'ন্ হাতে বেল পাড়।

কাজ। তবে তাই কবি। (বাম হস্তে শাখা ধারণ) ওমা! গা টল টল্ করে যে—ও কি কব গো? মৈ নাড়া দেও কেন? (নটবর কর্ত্তৃক মৈ হরণ এবং কাজলার চীৎকারপূর্ব্বক শূন্যে ঝুলন) বাবারে! মারে! গেনুরে! মনুরে! থেকারে!—

নট। (করতালিপূর্ব্বক) হো! হো! হো! বাহবা কি বাহবা! হায়! হায়! হায়! (জনান্তিকে) সাধু! বাঁশখানা কৈ?

সাধু। এই নেও।

নট। (বাঁশ দিয়া দোল দিতে দিতে) দেখ সব তামাসা দেখ, ভেল্‌বাজী দেখ, আত্মারাম সরকারের শাশুড়ীর চ'র্কিবাজী দেখ! বা! বা! বা!—

তেঁতুল গাছে বাদুড় ঝোলে—
দোল্ দোলা দোল্ কাজল্ দোলে।

(পুঃন পুনঃ ঐ)

কাজ। বাবা রে! গেনু রে! হাত ছ'ড়ে গেল রে! নড়া খ'সে যায় রে! ও জামাই বাবু, তোমার পায় পড়ি।

নট। কেমন বেটী বজ্জাত্! তুমি আমার ছেব্‌লামির মুগ্‌গি কিনা, দেখ দেখি? এখন কার্ গরজ কার্ কাছে যেতে? এখন মানুষকে মানুষ জ্ঞান হয় কিনা দেখ দেখি? অধ্যারে মাটীতে পা দেওনা যে—তবে আর মাটীতে আ'স্‌বে কেন? ঐ আকাশেই থাক! (দোল দিতে দিতে)— হায় হায়—

আগে ছিলে কাজলা কাণী!
এখন তুমি কাজল মণি।
তার পরেতে স্বর্গে যেতে, চ'ড়েছ ঐ আলোক রথে।
তবে কেন কাঁদ ধনি?
তবে কেন কাঁদ ধনি?

নাগর দোলায় দোল তুমি,
চাক্ ডুবাডুব্ বাজাই আমি।
ড্যাং নাদল, ড্যাং নাদল, ড্যাং নাদল, ড্যাং।
আস্‌মানেতে ঝুল্‌ছে দেখ কাজলা কাণীর ঠ্যাং।
হো হো, ড্যাং ড্যাং ড্যাং, হো হো, ড্যাং ড্যাং ড্যা'!

কাজ। দৈ কোম্পানির দৈ—দৈ শান্তবাবুর দৈ!

নট। দৈ আর খৈ—কাজলার শ্রাদ্ধ ঐ! (প্রহার)

কাজ। (রোদনপূর্ব্বক) ওমা মহামায়া গো! দেখ এসে, তোমার কাজল ম'লো! তোমার সাধের কাজল অপঘাতে মরে গো!

নট। বেটি! তুমি অপঘাতে ম'র্ব্বে না তো কি সজ্ঞানে গঙ্গা পাবে বুঝি? তোমার মরণ ঐ গাছের আগায়! ঐ দেখ গলায়দ'ড়ে বেলগাছে— ঐ না'চ্‌ছে—ঐ দড়ি হাতে ক'রে আ'স্‌ছে—ঐ ফাঁস দিচ্ছে—

আয় রে আয় গলায়দ'ড়ে—
কাজলাকালীর ঘাড়ে চ'ড়ে,
ফাঁস জড়িয়ে লাগা টান্—
হুস্ ক'রে তার বেরুক প্রাণ!!

কাজ। ওমা! কি হবে গো? ওমা ভয়ে মরি গো! ওগো পরাণ যায় গো—দাঁতের গোড়ায় এয়েছে—বেরোয় বেরোয় হ'য়েছে গো! ও জামাই বাবু! তোমার পায় পড়ি—তুমি আমার ধরম বাপ—নাবাও, নাবাও, বাঁচাও, বাঁচাও!

নট। তবে আর বজ্জাতি ক'র্ব্বিনে?

কাজ। না গো না।

নট। তবে আর কারোকে অগ্রাজ্জি ক'র্ব্বিনে!

কাজ। ওগো আমি যে সব্বাইকে গ্রাজ্জি করি গা!

নট। তেজ ক'রে চাকর চাকরাণীদের আর অপমান ক'র্ব্বিনে?

কাজ। কোন্ আবাগী এমন ক'রে মিছে ঠক্ নাগিয়েছে, তারে পাই তো, তার মাথা কচ্‌মচ ক'রে চিবিয়ে খাই।

নট। ও হারামজাদি! তুমি আস্‌মানেই এই, ভূঁই পেলে যে কি ক'র্বে, তার ঠিক নেই--তবে র'সো—

কাজ। না, না, আর কিছু ক'র্বোনা--আর কিছু ক'র্বোনা।

নট। তবে দিব্যি কর্—

কাজ। কি দিব্যি?

নট। বল্ "আর যদি করি, তবে ভালবাসার মাথা খাই—ঝি জামা'র মাথা খাই!"

কাজ। হে ধম্ম! তুমি সাক্ষী, তুমি এর বিচের ক'রো—আমায় মিনি তক্কিরে এত যন্তনা দিচ্চে!

নট। কৈ দিব্বি ক'ল্লিনে? তবে মারি?

কাজ। তোমার পায় পড়ি, আর কোনো দিব্যি বল।

নট। না, ঐটী।

কাজ। ওকি মা'নুষে পারে গা?

নট। এই কোঁৎকার জোরে পায়ে! (প্রহার)

কাঙ্গ। না, না, না, মেরোনা ; মেরোনা—সেই দিব্যি! সেই দিব্যি!

নট। কোন্ দিবিা ?

কাঙ্গ। সেই—তোমার দিবিা!

নট। ও হারামজাদি! আমার দিব্যি! এখনো জব্দ হওনি ?—

সাধু। জামাই বাবু! ওদিকে দেখ, বাবু আ'স্‌ছেন—

নট। কৈ ? (দৃষ্টিপূর্ব্বক) বটেই তো!

[বেগে প্রস্থান।

খঞ্জ। ও বাবু! আমার টাকা কৈ ? ও বাবু আমার টাকাটা দে যাও—দোহাই, আমার টাকা দে যাও—

[নেংচাতে নেংচাতে পশ্চাতে ধাবমান।

[সদারং ও শান্তবাবুর প্রবেশ ; পশ্চাতে দ্বারবান ও হরকরা]

শান্ত। এ কি, গাছে মানুষ কেন ?

সদা। কে বুঝি গলায় দড়ি দিয়েছে!

শান্ত। ঐ যে এখনো ন'ড়্‌ছে, শীঘ্র শীঘ্র দড়ি কেটে নামাও! (সাধু ও হরকরা কর্ত্তৃক বৈ ধাবণ ও কাঙ্গলার অবরোহণ) না, তা নয়, এ যে কাঙ্গলা!

সদা। কাঙ্গলা ?—তবে বুঝি কালীর কাছে ঝুল মানা ছিল!

কাঙ্গ। (বক্ষে করাঘাত, গড়াগড়ি ও চীৎকার পূর্ব্বক) আমি এ প্রাণ আর রা'খ্‌বো না! এত অপমান!—গুলিখোরের হাতে এত অপমান!—বাবু আমায় বড় করেন, গিন্নি আমায় বড় করেন, আমি ঘরের নায়েব গিন্নি, আমার এত অপমান! ডেকে এনে এত কারসাজী! এত মা'র্—চোরের মা'র্ আমাকে! হায়! আমি যাদের জন্যে মরি, তাদের হাতেই অপঘাতে মরি, এ দুঃখু কি কম দুঃখু ? এ নেমখারামি কি প্রাণে সয় ?

শান্ত। কেন হ'য়েছে কি ? কারখানাটা কি ?

কাজ। দৈ ধম্মোবতার! এর বিচের ক'ত্তে হবে! হলুই বা তোমার ভগিন্প'ত্—তা ব'লে কি দুষ্টুর দবন ক'র্ব্বে না? যদি না কর, তবে এই পয্যন্ত, আর না! নাকে খত! (নাকে খত)

সদা। (সহাস্যে) বুঝেছি। এ নটবরের নাট্য—ওর আর শুন্‌বে কি?

শান্ত। কাজল! ক্ষান্ত হও, বাড়ী এস, সেখানেই সব শুন্‌বো। (সাধুর প্রতি) সাধু, ওরে লয়ে এস, যদি কোনো খানে দরদ লেগে থাকে, তবে সেই আরকটা দেওগে।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—শান্তবাবুর বোছতরির বৈঠকখানা।

[শান্তবাবু ও দেওয়ানজী উপস্থিত]

দেও। আজ্ঞে না, তার কিছুতেই ত্রুটী হবে না; তবে কিনা—আমাকে বড় উদ্বিগ্ন হ'য়ে থা'ক্তে হ'লো।

শান্ত। তা কি ক'র্ব্বে, সব দিক্‌তো রক্ষা করা চাই।

দেও। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? কিন্তু একটী অনুমতি চাই, যে, মাঝে মাঝে গে দেখে আ'স্তে পারি—এখন কলের গাড়ীর প্রসাদে যাতায়াতের তো ভাবনা নাই।

শান্ত। এই আখিরী কিস্তি গুলি দেওয়া হ'লেই যেতে চাও, যাবে। তার পর সেখানে গে যে পরামর্শ হয় তাই হবে। কিন্তু প্রত্যহ পত্র লিখ্‌বে।

দেও। অধীনের জবাবের আশাও ঐরূপ।

শান্ত। তা হবে।

দেও। আমি বলি, পরিবার নিয়ে যাবার কোনো আবশ্যক নাই; সেখানে লোক জনের এমন বন্দোবস্ত ক'রে দেব, যে, আপনার কোনো রকমেই কষ্ট হবে না।

শান্ত। তোমার—যা—মত—তাই—হবে, তবে কিনা—

দেও। সদারং বাবু যাবেন তো?

শান্ত। তার আর জিজ্ঞাসা কি? তাঁর বাটীর সর্ব্বদা তত্বাবধান ক'র্ব্বে—মাসিক যেমন দেওয়া হয়, তেম্নি দেবে—এ বাড়ী যেমন, ও বাড়ীরও সকল ভার তোমার উপর—সদারং স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণীর ভিক্ষাপুত্র সুধু নন, আমার সহোদরের অপেক্ষাও বেশী, অধিক আর ব'ল্বো কি!

দেও। এ অধীনের অগোচর কিছুই নাই। তবু আপনার যে কর্ত্তব্য বিষয় আদেশ ক'র্ত্তে ভুল হয় না, সে আরো আহ্লাদ! (স্বগত) আঃ কর্ত্তা ঠাকুরও সদারং বাবুর ঠাকুরের উপর এম্নি দয়া ক'র্ত্তেন—এ বংশের দয়া কার্ প্রতিই বা নয়?

শান্ত। তবে যা যা ব'লে দিলেম, তার উদ্যোগ কর গে, আর লোক জনকে প্রস্তুত হ'তে বল। তাদের সকলেরি বাটীতে দে যাবার জন্য, আগামী বেতন যে যেমন চায়, বিবেচনা পূর্ব্বক তারে তেম্নি দিও। আর আমার সঙ্গে তারা যে ক মাস বিদেশে থা'ক্বে, তাদের সে ক মাসের বেতনও বেশী দিতে হবে।

দেও। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

শান্ত। আর এক কথা শুনে যাও—সকলকে ডাকাও গে, আমি কিঞ্চিৎ পরেই বাইরে যা'চ্ছি।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে।

[মহামায়ার প্রবেশ]

শান্ত। কেও, বড় বৌ! এস, এস, আমি আরো তোমায় ডেকে পাঠা'চ্ছিলেম।

মহা। কেন ভাল আছ তো?

শান্ত। হ্যাঁ আগেকার চেয়ে এখন অনেক ভাল বটে—আগে পক্ষান্তে হ'তো, এখন মাসান্তে হ'চ্ছে—সেও মন্দর ভাল।

মহা। ইটী দুর্গাচরণ ডাক্তার হ'তেই হ'য়েছে!

শান্ত। (সহাস্যে) কিন্তু তাঁর কথায় তোমাদের সঙ্গে যে আমার "চকাচকীর" সম্পর্ক হ'য়ে উঠ্‌লো, সেইটিই দুঃখ!

মহা। তা হ'ক্! তাতে কিছু এসে যাবে না—ভাল হ'লেই বাঁচি! কত দেবতার দোরে যে ধেরো হ'য়ে আছি, তা ব'ল্‌তে পারিনে! কালীঘাটের মার জন্যে সীঁতের সিঁদুর তুলে রেখেছি, হাতের বাউটী খুলে রেখেছি, এখন মা দিন দিলেই তাঁদের ধার শুধে খোলসা হই!

শান্ত। ডাক্তার বাবু তো বার বার স্থান বদলের কথা ব'ল্‌ছেন।

মহা। তবে চল মানগড়ের বাড়ীতে যাই।

শান্ত। না, তিনি বলেন উপর অঞ্চলে যেতে হবে।

মহা। তবে মুঙেরের পাহাড়ে আমাদের যে বাড়ী আছে, সে তো ভাল?

শান্ত। আমিও তাই স্থির ক'রেছি। দেওয়ানজীকে ডেকে এখানকার সকল ব্যবস্থা ক'রে দিলেম। দু তিন দিনের মধ্যেই যাত্রা ক'র্ব্বো।

মহা। কিসে? গাড়ীতে না নৌকোয়?

শান্ত। শীঘ্র যেতে গাড়ীই ভাল।

মহা। আমি বলি নৌকোয় যাওয়া যা'ক্।

শান্ত। "যাওয়া যা'ক্" কেমন? তোমরা এখানে থাক।

মহা। বাপ্‌রে! আমি না গেলে কি সেবা চলে?

শান্ত। দেওয়ানজী সেখানকার এমন বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন বলেছেন, যে, কিছুতেই ক্লেশ হবে না।

মহা। হাজার করুন, সে এক, আর এ এক—আর কোন্ প্রাণেই বা এখানে থাকি?

শান্ত। তবে সরলাও যেতে চাবে?—তা হ'লে থা'ক্‌বেই বা কে?

মহা। সে ছেলেমানুষ, গিয়ে কি ক'র্ব্বে? (স্বগত) তারে যে চাই বটে! (প্রকাশে) তা যায় যাবে, ক্ষেতিই বা কি? এখানেই বা সমস্ত বৌ রেখে যাই কেমন ক'রে?—আমি এখনি তার সঙ্গে পরামর্শো ক'রে আ'স্‌ছি।

[প্রস্থান।

শান্ত। (স্বগত) আহা! আমার কি সৌভাগ্য! বিধাতা আমায় বিশেষ অনুকূল! লোকে দুই বিবাহ ক'রে কত যন্ত্রণাই ভোগ করে, কিন্তু আমার কোনো জ্বালাই সৈতে হ'লোনা—মহামায়া সরলাকে যেমন দয়া মায়া করে, সরলাও মহামায়াকে তেম্নি ভয় ভক্তি করে! দুজনের এম্নি মিল, যেন এক গর্ভের যমজা ভগ্নী! পরস্পরের মত না নিয়ে কোনো বিশেষ কাজ কেউ করে না! দেখা যা'ক্ এখন কি পরামর্শ ক'রে আসে। ততক্ষণ আমি কেন আমার "ইন্দ্রিয়-সভার" সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করি না? দেখি, এরাই বা কি বলে?—

হৃদয়! কি বল? সরলাকে রেখে যেতে পার কি?—না!—তোমার কম্প দেখেই বুঝেছি, তা পার না! তবে দেওয়ানজীকে যে ব'ল্লে, "তাঁর মতেই মত।" তুমি ব'ল্ছো, "সে তো আমি বলিনি, চক্ষু-লজ্জা ব'লেছে।" তা সত্য বটে!—মন! তুমি কি বল? মহামায়াকে রেখে যেতে চাও কি?—তোমার উত্তর শুনেছি, তুমি ব'ল্ছো, "তা হ'লে অপক্ষপাতের অভিমানটী থাকে কৈ?" তা বটে! এ যুক্তি কেমন ক'রেই বা স্বীকার না করি?—নয়ন! তুমি কি বল? যদি একা যাই, তবে সেই আনন্দগিরির শেখর থেকে প্রকৃতির শোভা দেখে সুখী হবে তো? তুমি ব'ল্ছো, "না, তা হব না! সরলার আঁখির সঙ্গে মিল্তে না পেলে কিছু দেখেই সুখী হব না! কেননা, আমার পক্ষে জগতের সর্ব্ব-প্রধান শোভা যে বিধুমুখ, তা অভাবে অন্য শোভায় কিসের সুখ?" হাঁ, এ আপত্তি গুরুতর বটে!—রসনে! তোমার ভাব কি? সীতাকুণ্ডের নির্ম্মল বারিপানে সুখী হবে তো?—তোমার অভিপ্রায় বুঝেছি; তুমি ব'ল্ছো "হাঁ হব, যদি সরলার রসনাকেও সেই পাত্রের ভাগ দেও!!" তা তো ব'ল্বেই জানি!—শ্রবণ! এইবার তোমার মত জা'ন্লেই হয়; বল দেখি, সেই গিরি কানন-বাসী বিহঙ্গমগণের সুমধুর কলধ্বনি শুনে সুখী হবে কিনা? তুমিও ব'ল্ছো "হাঁ হব, যদি সরলার সুধাসিঞ্চিত স্বর সেই সঙ্গে থাকে!"—তবে তো এ প্রস্তাব সভার সর্ব্ব-বাদী-সম্মত! আমি সভাপতি, আমারও ঐ মত! তবে ধার্য্যই হ'লো, যে সরলা কখনই থা'ক্বে না—অবশ্যই যাবে—অবশ্যই ছায়ার ন্যায় আমার সহবর্ত্তিনী হবে!—

সরলা। (প্রবেশ পূর্ব্বক) হবেই তো, না বলে কে?

শান্ত। (সচকিতে) এ কি? এ দৈববাণী নাকি?

সর। রামচন্দ্রকে দৈববাণী হ'য়েছিল, এ তাই নাকি?

শান্ত। কোন্ সময়?

সর। সীতার পরীক্ষার সময়!

শান্ত। প্রিয়ে! সে দৈববাণীতে আমার কাজ কি? রামের মন সংশয়-দোলায় দুল্‌ছিল, সেই জন্যেই দৈববাণী হয়, যে "সীতা পবিত্রা—সীতা নির্ম্মলা!" কিন্তু আমার সরলা যে নির্ম্মলা, তা আর কারোকে এসে ব'লে দিতে হয় না—আমার আত্মসংস্কারই সে বিষয়ে মহা মহা দৈববাণী! গগনের চাঁদ কলঙ্কী—নির্ম্মল আকাশে আরো। (সরলার চিবুক ধারণ-পূর্ব্বক) আমার এ চাঁদ নিষ্কলঙ্কী, আমার নির্ম্মল হৃদাকাশে আরো! গগ-নের চাঁদ শুদ্ধ রজনীতে উদয় হয়—তাও সকল দিন নয়—এ চাঁদ আমার দিন রা'ত্ সমান উজ্জ্বল! সে চাঁদ কুমুদিনীকে প্রফুল্ল করে, কিন্তু কম-লিনীকে ম্লান করে, এ চাঁদ আমার তৃপ্তি-কুমুদের সঙ্গে যশঃপদ্মকেও বিক-শিত করে!

সর। বেস্! বেস্! খুব ভাট হ'য়েছ যা হ'ক্! এখন যা ব'ল্‌তে এলেম, তা শোনো;—দিদীর সঙ্গে আমার কথা হ'য়েছে; তিনিও যাবেন, আমিও যাব।

শান্ত। (সহাস্যে) তোমার চন্দ্রকলা যাবেন তো?

সর। (সহাস্যে) তোমার সদারং যাবেন তো?

শান্ত। (সহাস্যে) ঠিক উত্তর হ'য়েছে!

সর। ঠাকুর্ঝিও যে যেতে চা'চ্ছেন।

শান্ত। যদি নটবর যায়, তবে তারও যাওয়া হবে, নচেৎ নয়।

সর। আমিও তাই ব'লেছি। ঠাকুর্ঝি তাঁরে ব'ল্‌তে গেছেন।

শান্ত। তবে এই ধার্য্য! এখন আমি একবার বাইরে যাব।

[প্রস্থান।

সর। (স্বগত) পরমেশ্বর করেন, ঠাকুরজামাই যেতে চান্, তা

হ'লেই ঠাকুর্ঝিকে পাই—তাঁরে রেখে গেলে অর্দ্ধেক সুখ থেকে গেল—এই যে তিনি আ'স্‌ছেন—

[সুশীলার প্রবেশ]

কি হ'লো ঠাকুর্ঝি ?

সুশী। (ম্লানমুখে) আর কি হবে ? যা ব'লেছিলেম, তাই হ'লো—আমার মাথা হ'লো আর মুণ্ডু হ'লো।

সর। যেতে চা'ন্ না ?

সুশী। কোনো মতেই না।

সর। কি ব'ল্লেন ?

সুশী। বল্লে আমার মাথা—

সর। তবু ?

সুশী। তবু আর কি, বলে এখানকার এত আমোদ ফেলে সেই বনে গে' কি ক'র্ব্বো ?

সর। আমি যেমন ব'লে দিছ্‌লেম, তেম্নি ক'রে বুঝিয়েছিলে তো ?

সুশী। তার চেয়েও বেশী—পায় ধরা পর্য্যন্ত, তবু "না" বৈ "হাঁ" বলাতে পা'র্লেম না!

সর। শুন ভাই ঠাকুর্ঝি! তোমার যাওয়া হবে না শুনে, আমি যে কি ব্যাকুল হ'লেম, তা যদি দেখাবার হ'তো, তবে এখনি বুক চিরে দেখাতেম! কিন্তু কি করি ? স্বামীর অবাধ্য হ'য়ে, কি তাঁরে ছেড়ে যেতে তোমায় কখনই ব'ল্‌বো না! তোমার দাদাও তাই ব'লে গেলেন। যতক্ষণ না তাঁর মত ক'র্ত্তে পার, ততক্ষণ তোমায় এখানেই থা'ক্তে হবে। আবার বল—আবার বুঝাও—আবার সাধ্য সাধনা কর, আমাদের যাওয়ার মধ্যে না হ'য়ে উঠে, আমাদের যাওয়ার পরেও যদি মত ফিরুতে পার, তবে তাঁরে নিয়ে তোমার যেতেই বা কতক্ষণ ?

সুশী। আর তাঁর মত ফিরেছে! হয় আমার, নয় তাঁর মরণ না হ'লে কি সে মত ফের্‌বার!

সর। ছি, ছি, ছি! অমন কথা ব'লো না ঠাকুর্ঝি! স্বামী যেমন

হ'ক্, অশ্রদ্ধা করা কি মন্দ বলা মহাপাপ। পতি-নিন্দা সতীর ধর্ম্ম নয়। সে দিন তাঁর আফিং খাওয়ার কথা নে তুমি যে সব রং তামাসা নিন্দে বান্দা ক'র্লে, আমি জানি সে সব তুমি মনের দুঃখেই ব'লেছ, কিন্তু ভাই, তবু তা ভাল না—তবু তাতে তোমার উপর আমার বড় রাগ হ'য়েছে। অন্যে বলে বলুক, তোমার বলা উচিত নয়। ভাল ভাল বইতে বলে, স্ত্রী পুরুষে এমনি সম্বন্ধ, যে একজন মন্দ হ'লে আর একজন তারে ঘৃণা না ক'রে যাতে সে ভাল হয় তার চেষ্টা পাবে। আমি "পতিব্রতোপাখ্যান" নামে এক খান বইতে প'ড়েছি, সতী তিন প্রকার;—"তামসিক, রাজসিক, আর সাত্ত্বিক।" যে সতী প্রিয়কারী পতির অপ্রিয় করে, তারে বলে, "তামসিক সতী।" যে সতী পতির প্রিয় আচরণে প্রিয়, আর অপ্রিয় আচরণে অপ্রিয়কারিণী হয়, তারে বলে "রাজসিক সতী।" এর প্রথমটী তো অতি নিন্দিত, শেষেরটীও প্রশংসার নয়; কিন্তু যে সতী অপ্রিয়কারী পতিরও প্রিয়কারিণী হয়—অহিতাচারী অত্যাচারী পতিরও হিতকারিণী হয়—সুখহন্তা পতিকেও সুখী করে—মন্দ স্বামীকেও ভাল ক'র্ত্তে চেষ্টা পায়, সেই নারীই "সাত্ত্বিক সতী!" সেই সতীই জগৎ-পূজ্য—তারির চরণামৃতই খেতে ইচ্ছা করে!

সুখী। (সহাস্যে) এমন সতী হয়ওনি—হবেও না!

সর। সে কি? মহাভারত আর রামায়ণ প'ড়ে দেখ, শত শত পাবে! কত কুমতি পুরুষ এমন সকল সতী স্ত্রীর গুণে সুমতি হ'য়ে উঠেছে!

সুখী। কৈ?

সর। যখন নল রাজা ঘোর বনের মধ্যে ঘুমোন্ত দময়ন্তীর আধ খান কাপড় পর্য্যন্ত ছিঁড়ে নিয়ে তাঁরে একা ফেলে পালিয়ে যা'ন্, তখন বল দেখি, নলরাজাকে মানুষ জ্ঞান হয়, না, নির্দ্দয় পিশাচ ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে?—পিশাচেরাও এমন কাজ করে না! কিন্তু দময়ন্তী জেগে উঠে যখন এ কথা টের পেলেন, তখন কি তিনি "ম'রে যা'ক্, দূর হ'ক্, মুখে ছাই, তার মুখ আর দেখ্‌বো না" এম্নি সব মন্দ কথা ব'লে রাজাকে গা'ল্ দিলেন; না, যাতে রাজার সুবুদ্ধি আর সু সময় হয়, দেবতার কাছে তাই মা'ঙ্গ্‌তে লা'গ্‌লেন? তার পর কত দৈব, কত কৌশল, কত যত্ন ক'রে নল-

আমরা সিদ্ধ হ'লো! তিনি সেরূপ ক'রেছিলেন ব'লেই না একাল পর্য্যন্ত তাঁর নাম ক'র্লে ভক্তিরসে গা শিউরে উঠে?

সুশী। হাঁ, এ এক রকম দৃষ্টান্ত বটে।

সর। আরো আছে, "সীতার বনবাস" তো প'ড়েছ? রাম বিনা-দোষে গর্ব্ভবতী স্ত্রীকে বনবাস দিলেন—আবার এটাও ভেবো, সে স্ত্রী যেমন তেমন স্ত্রী নয়—সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী! ধ্রুবর মাকে উত্তানপাদ রাজা কি ক্লেশ না দিছ্লেন? রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় এম্নি মতিচ্ছন্ন হ'য়েছিলেন, যে, সাধ্বী স্ত্রীকে পর্য্যন্ত পণে হেরেছিলেন, তাতে সভার মধ্যে দ্রৌপদীর কি অপমান না হ'য়েছিল? তবু তাঁরা কি কেউ পতি-নিন্দা মুখে এনেছিলেন? যে পতির নিন্দা শুনে সতীকুলের ঈশ্বরী দাক্ষায়ণী প্রাণ-ত্যাগ ক'রেছিলেন, তুমি সমুখে সেই পতির নিন্দা ক'র্চ্ছো, এতে যে কত অপরাধ হ'চ্ছে, আপনিই কেন ভেবে দেখ না?

সুশী। ও সব দেবতার কথা—

সর। দেবতা কারে বলে? ভাল লোক হ'লেই দেবতা; মন্দ হ'লেই অসুর; মাঝারি হ'লেই মানুষ! তুমি যদি সেইরূপ পতি-ভক্তি, আর সেইরূপ গুণ দেখাতে পার, তুমিই দেবী হও! তাঁরা এমন কি কাজ ক'রেছিলেন, যে মা'নুষে তা পারে না—তবে কেন "ও সব দেবতার কথা" ব'লে উড়িয়ে দেও? আর ঠাকুর্ঝি, ঐ সব প'ড়ে শুনে যদি নীতি-শিক্ষাই না হবে, তবে আমাদের বই পড়ার আবশ্যক কি? ঠাকুরজামা'র যে দোষ আছে, সে তো সামান্য দোষ, সে যেতে কতক্ষণ? তুমি তাঁরে ভালবাস, তা আমি জানি, কিন্তু সে সঙ্গে ঘৃণাও আছে! ভাতে ধান্ থা'ক্লে, সে ভাত কি ভাল লাগে? দুধে জল দিলে সে দুধ কোন্ কাজের? সেই ঘৃণাটুকু ত্যাগ কর—নির্জ্জলা ভালবাসা জানাও, দেখ দেখি ভাল হন কিনা? স্বভাব বদ্লাতে পা'র্ব্বে না,—পণ্ডিতও ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে না; কিন্তু কুসঙ্গ আর কুতন্ত্র ছাড়া'তে পা'র্ব্বে! পুরুষ জা'ত্ সহজেই কঠিন, কিন্তু ভালবাসার সোহাগা পেলে সোণার মত গ'লে যায়!

সুশী। ওরে ভাই! যাদের সোণা, তাদের গলে, এ যে লোহা!

সর। তাও তো গলে!

সুশী। এ যে পাত্থর

সর। তাও তো খোদা যায়!

সুশী। না ভাই, এ বড় বেআড়া।

সর। যেমন কেন হ'ক্‌না, আমি যেমন ব'ল্লেম, তেম্নি ভাব ভক্তি কর—তেম্নি ক'রে ভাল বাস, তখন দেখ্‌বে ঐ লোহাই সোণা হ'য়ে উঠ্‌বে!

সুশী। এ পর্য্যন্ত কেউ পার্‌লে না, আমি পার্ব্বো?

সর। তোমারি সাধ্য—আর কারো সাধ্য নাই! অন্যের চেষ্টা মিছে, তোমার চেষ্টাই চেষ্টা! তুমি কি জান না, ভ্রমর কঠিন কাঠ কেটেও বেরিয়ে আসে, কিন্তু পদ্মের যে এমন নরম পা'পড়ি, তা কেটে বেরুতে তার প্রবৃত্তি হয় না!

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুঙ্গের—সীতাকুণ্ডসন্নিহিত রাম-গিরি।

[সরলা ও চন্দ্রকলার প্রবেশ]

সর। কেমন চন্দ্রদিদি, কাশীপুরের চেয়ে এখানকার জল হাওয়া ভাল নয় ভাই?

চন্দ্র। এখানকার জল হাওয়া তো ডাক্‌সাইটে; সীতাকুণ্ডের জল, এই পাহাড়ের হাওয়া, আর তোমার মুখের কথা, এ তিনটী যেমন মিষ্টি, এমন কি আর খপ্ ক'রে পাওয়া যায়!

সর। আঃ! কি নির্ম্মল বাতাস! শরীর জুড়ুলো! চল, আরো উপরে উঠিগে। (উঠিতে উঠিতে) আমাদের আনন্দগিরির চেয়ে এই রাম-গিরিটী আরো উঁচু।

চন্দ্র। কিন্তু এর চেয়ে সে পরিষ্কার।

সর। তাতো হবেই; তাতে মানুষের হাত প'ড়েছে, এ স্বভাবের হাতে অম্নিই আছে। সে উদ্যান, এ অরণ্য। তাতে যা আছে, তার অনেক আমাদের দেশেও দেখা যায়, কি এ নিতান্ত প্রকৃতির সন্তান—এর বন্য শোভার নকল দেখানো শিল্পীর সাধ্য কি? (উভয়ের শিখর দেশে আরোহণ) আমাদের আনন্দ-গিরির অট্টালিকার ছাতের উপর তো প্রত্যহ উঠি, কৈ সেখান থেকে তো এত শোভা দেখা যায় না। তবে আমার শ্বশুর ঠাকুর এ পাহাড় ছেড়ে ও পাহাড়ে যে কেন বাড়ী ক'রেছিলেন, ব'ল্‌তে পারি নে।

চন্দ্র। এ পাহাড়টী নাকি লোকালয়ের একটু দূর, উটী নিকট; বোধ হয় এই তার কারণ। তিনি তো তাঁর বৌমার মতন কবি ছিলেন না, যে, প্রকৃতির শোভা দেখেই অজ্ঞান হবেন।

সর। কিন্তু এক প্রকার ক'রেছেন ভাল; এর উপর বাড়ী ঘর ক'র্লে, এর আর এমন সুন্দর শোভা থা'ক্তো না। আমার এম্নি ইচ্ছা করে, এখানে সারা দিন থাকি, বাড়ীতে কেবল খাবার সময় আর শোবার সময় যাই!

চন্দ্র। প্রায় তো তাই হ'চ্চে! মুঙেরে ছ মাস এসেছ, এই ছ মাসের মধ্যে কোন্ দিন না এখানে বেড়াতে আসা হয়? লোকে বলে, ছোট গিন্নী পাহা'ড়ে দেশে এসে পাহা'ড়ে মেযে হ'য়ে উঠেছেন!

সর। তা বলুক! যিনি ব'ল্লে দোষ, তিনি তুষ্ট আছেন! আমি তো তাঁর সঙ্গ ছাড়া আসি নে; এত দিনের মধ্যে আ'জ্ কেবল তাঁ ছাড়া এসেছি। তিনি বলেন, সকালে বিকালে এসব স্থানে বেড়ালে শরীর সুস্থ হয়, জোর হয়, ক্ষুধা হয়। আর এ সকল দেখে শুনে মন যে কি ভাল থাকে, তা আর কি ব'ল্বো! আহা! এখান থেকে যে দিকে দেখি, সেই দিকেই চমৎকার! ঐ দেখ, তিন দিকে সারি সারি পাহাড়, মাঝে মাঝে ফাঁক, কেমন গোল ভাবে র'য়েছে—ঠিক যেন পৃথিবী মুণ্ডমালা প'রেছেন! কত প্রকার গাছ, কত প্রকার লতা, কত প্রকার ঝোপ। নানা রকমের ফুল, নানা রকমের সৌগন্ধ, নানা রকমের পাখীর গান! কোনো খানে ঝর-ণার জল ঝিঝ্ঝির ক'রে এম্নি সুস্বরে প'ড়্ছে, পোয়াতী যেন ছেলে ঘুমপাড়াবার গান গা'চ্ছে! আবার দেখ, এক দিগে সূর্য্য অস্ত যা'চ্ছেন, আর দিকে চন্দ্র উঠ্ছেন—এক জনের রক্তবর্ণ, একজনের পাণ্ডুবর্ণ—এক জন যেন কুমুদিনীকে সারাদিন দগ্ধ ক'রে এখন তার শাপে আপনি দগ্ধ হ'চ্ছেন, আর এক জন যেন তার বিরহে পাণ্ডুবর্ণ ক'রে এই ভা'বৃতে ভা'বৃতে আ'স্ছেন, যে, "আজ্ ষষ্ঠীর মিলন—কতক্ষণই বা!"

চন্দ্র। তুমি না এর একটা কবিতা লিখেছ?

সর। ভাল হ'ক্, মন্দ হ'ক্, একটা লিখিছি বটে; এখানে এই সব শোভার সঙ্গে মিলিয়ে নেব ব'লে সঙ্গেও এনেছি।

চন্দ্র। কৈ দেখি?

সর। এই নেও—(কবিতার কাগজ প্রদান) তুমি পড়, আমি শুনি আর চা'র্দিগ দেখি; কিন্তু যা দেখ্ছি, আমি তো আমি, স্বয়ং কালিদাস না হ'লে আর এ শোভার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না!

(চন্দ্রকলা কর্ত্তৃক পাঠ)

প্রদোষে গিরি-ভ্রমণ।

ভ্রমণ সুখের কিবা, দেখরে নয়ন!
স্বদেশে লজ্জার পাশে, বাঁধা ছিলে কারাবাসে,
উপকথা উপহাসে, উল্লাসে মগন;
সামান্ত উদ্যান দেখে জুড়াতে জীবন—
হায়! ভুলিতে তখন!

ভাগ্যবলে হেথা তব হ'লো আগমন;
চারি দিকে ফিরি ফিরি, চেয়ে দেখ ধীরি ধীরি,
নদনদী বনগিরি, শোভার সদন;
নানাবর্ণ নানা দিগে, নানা দরশন—
হায়! বিচিত্র রচন।

সুবাসিত, সুভাষিত, কিবা গন্ধবহ,
সৌরভ, সুরব হার, নাসা কর্ণে বার বার,
সুধাময় উপহার, দেয় অহরহ!
অতদূরে শ্যামা মহী, নীলাম্বর সহ,
অই মিলিছে দেখহ!!

বসুমতী উরঃস্থলে, কিবা মনোহর—
এই সব ধরাধর, যেন পীন পয়োধর,
তরুতৃণ নীরধর, কাঁচলি সুন্দর;
অস্তমিত-রবি-করে, মণ্ডিত শেখর—
তপ্ত কাঞ্চন সোসর!

চিত্রিত আকাশখানি ছটা যেন শিরে!
মাঝে মাঝে ঝরণার, নীর ঝরে অনিবার,
যেন শতেশ্বরী হার, আছে কণ্ঠ ঘিরে।
ধৌতশিলা—ধুকধুকী—উজলিছে নীরে,
যেন আভাময় হীরে!

কোনো কোনো শৈলশিরে নিধূ´ম আকাশ।
কিন্তু তার চারি ধার, অতিমাত্র ধোঁয়াকার,
কারো চূড়া অন্ধকার, দেহ সুপ্রকাশ!
কারো শিরে সপ্তবর্ণ, ইন্দ্রধনু-ভাস,
করে একত্র বিলাস!

কোনো গিরি-পাদদেশে তটিনী তরলা—
সুশীতল জলবতী, কভু বা সরলা অতি,
কভু বক্র মন্দগতি, কভু বা প্রবলা—
গৈরিক বালুকা গুণে, নিয়ত নির্ম্মলা—
কাচনীলিম-ধবলা!

পুলিনে নিবিড় বন, নিস্তব্ধ গভীর।
অভ্রভেদী দীর্ঘ শাল, পলাশ তমাল তাল,
মৌয়াকুঞ্জ সুবিশাল, আচ্ছাদে মিহির।
শ্রান্ত পান্থজন-চিত্ত গতমাত্র স্থির,
শান্ত ভাবের মন্দির!

যূথে যূথে নানা জাতি মৃগ চরে বনে।
ময়ূর কর্কশ-স্বরে, যদিও অধীর করে,
তখনি সন্তাপ হরে, পুচ্ছ প্রদর্শনে!
অথবা ভুলায় মন মধুর কূজনে,
যত শাখাবাসিগণে!

সর্ব্ব সুখময়! সুধু শ্বাপদের ভয়;
কিন্তু কলঙ্কের রেখা, চন্দ্রেতে যে যায় দেখা,
তা ব'লে কি সুধাকর মনোহর নয়?
সেইরূপ এই বন জানিবে নিশ্চয়—
শঙ্কা—সুখের নিলয়!

দূরে দেখ, সীতাকুণ্ড সুধাকুণ্ড প্রায়!
পাতাল শীতল স্থল, ভেদিয়া সে রসাতল,
কোথা হ'তে উষ্ণজল উৎসরিছে হায়!
অন্তর্দ্দগ্ধা মানিনীর নেত্র সহ তায়,
হেরি অভিন্ন তুলায়!

অগভীর শিলাময় কূপের তলায়।
এ নহে বিস্ময় অল্প, অনন্ত অজার কল্প,
গন্ গন্ দাহ কল্প, সদা দেখা যায়—
অগ্নি ফুঁড়ে উঠে জল কি আশ্চর্য্য হায়—
হেরে জ্ঞান হ'রে যায়!!

স্নিগ্ধ করি সেই বারি পান করি যদি ;
উদরের আঁতাকল, ঘুরাইয়া অবিরল,
ভুক্ত-ভোগ যে সকল, পেষে নিরবধি!
ভোগে ভোগবতী তুল্য, কিম্বা সুরনদী ;
নাহি গুণের অবধি!

ওহে ভবকান্ত কি অনন্ত তব সৃষ্টি!
কত রূপ হয় দৃষ্ট, ভাবময় এই বিশ্ব,
বিস্ময়ের হই শিষ্য, যত করি দৃষ্টি!
একেবারে করিয়াছ, সৌন্দর্য্যের বৃষ্টি!
হেরে দূরে যায় রিষ্টি!

যা লিখেছ, সকলি সত্য—সকলি মনোহর! (পর্ব্বত-পার্শ্বের নীচে দৃষ্টি-পূর্ব্বক) কেবল এই নদীটী বড় ভয়ানক ; এত উঁচু থেকে অত নীচে চাইতে গেলে গা শিউরে উঠে—যেন পড়ি পড়ি জ্ঞান হয়।

সর। (দেখিয়া) পাহাড়ের এ পাশটা নাকি একেবারে নদীর নীচে থেকে দ্যালের মত সোজা হ'য়ে উঠেছে, তাতেই এত ভয়ানক।

চন্দ্র। যদি একটু ঢাল থা'ক্তো, তা হ'লেই বেস হ'তো।

সর। কিন্তু এ এক নূতন শোভা, ঢাল তো ওপারে র'য়েছে, বালির চড়া তক্ তক্ ক'চ্ছে, কিন্তু তার চেয়ে এ ধারটী কেমন দেখা'চ্ছে—দেখে ভয়ও হয়, আনন্দও হয়! যে ব্যক্তি সংসারের সকল সুখে সুখী, তার এ দিক্‌টে কিছু নয়, ওপারটাই ভাল ; আর যার জীবনে ভার বোধ হ'য়েছে, কি ধিক্কার জ'ন্মেছে, তার এখান থেকে ঝাঁপ খাবার কেমন সুবিধা!

চন্দ্র। তবে তুমি ওপারে যাও, আমি এখানে থাকি!

সর। ভগবানকে এক মনে ডাক, তিনি সদয় হ'লে চাই কি, এখনি আবার তুমিও ওপারে যাবার পাত্রী হবে!

চন্দ্র। চুপ্ কর, কে বাঁশী বাজা'চ্ছে, শুনি।

সর। হাঁ, ঐ ও পাহাড় থেকে।

(নেপথ্যে—বংশীবাদ্য)

চন্দ্র। (কিঞ্চিৎকাল শুনিয়া) এ কি? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?—হায়! আমার কি হ'লো—

সর। কেন চন্দ্রদিদি? এমন হ'লে কেন? একেবারে যে অবশ হ'লে—ও কি? প'ড়ে যাও যে? (চন্দ্রকলাকে বক্ষে ধারণ) হায়! কোন্ বংশীধর আ'জ্ বংশীরব শুনিয়ে আমাদের রাধাকে এমন পাগল ক'রে তুল্লে?

চন্দ্র। (সকাতরে) দিদি! এ আমারি বংশীবদন বংশীবাদন ক'চ্চেন, তার আর ভুল নেই। আমি যে গত্‌টী সর্ব্বদা শুন্তেম, শুনে মোহিত হ'তেম, আ'জ্ অনেক দিনের পর তাই আবার শুনছি! সেই শ্যামের সেই বাঁশী যেন রাধা রাধা ব'লে আমাকেই ডা'ক্‌ছে! হায়! আমি কবি কি?—ওরে নিদারুণ বিধি! দুখানি পাখা দে, একবার উড়ে গে দেখে আসি, সেই মুখের বাঁশী কিনা?—ওরে কাণ! তুইতো ব'ল্‌ছিস্ সেই বটে, তবু চ'ক্ একবার দেখ্‌বে না!—ওরে মন! তুইতো ব'ল্‌ছিস্ সেই বটে, তবু ঠিক জানি কিসে?

সর। ঐ শোনো! বাঁশী ছেড়ে গান গা'চ্চে, এবার কণ্ঠস্বরে ঠিক্ চিন্তে পা'র্ব্বে।

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী পূরবী—তাল একতালা।

(হায়!) কোথায় রহিলে প্রাণপ্রিয়ে?
প্রাণ যায় রে—
তব বিচ্ছেদ দহন, সদা দহিছে জীবন, হৃদয়ে পশিয়ে।

(ফিরি) মণি-হারা ফণী উন্মাদেরি প্রায়,
দশদিকে শূন্য হেরি সমুদায়,
কুহকিনী আশা না ছাড়ে আমায়,
প্রাণ যেতে চায়, রাখে আশা দিয়ে। ১।

(সত) জনপদ নিত্য ভ্রমণ করিয়ে,
প্রাণপ্রিয়ে! তব তত্ত্ব না পাইয়ে,
বিষাদে বিরলে বিপিনে বসিয়ে,
শ্রান্তি দূর করি নেত্রবারি দিয়ে। ২।

(করে) দিনমণি ঐ অস্ত গমন,
মম আশা-ধনে করিয়ে হরণ;
প্রিয়া-সমাগমে দিবা-চর গণ,
চলে কুতূহলে আমারে বধিয়ে! ৩।

(এখন) নিরাশা-রূপিণী যামিনী আসিছে,
হুতাশে আমার জীবন শুষিছে,
সুধা বরিষণে সুধাংশু হাসিছে,
বিষ সম কিন্তু দহে মম হিয়ে! ৪।

চন্দ্র। হায় কি হ'লো, পেয়ে হারালেম! (পতন ও মূর্চ্ছা)

সর। কি সর্ব্বনাশ! এখন করি কি? কেউ যে নেই। এখানে জলও পাবনা, যে, একটু মুখে বুকে দেব। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) একটা শালপাতা এনে তো বাতাস দিই। (উঠিয়া) আর ঐ লেবুগাছ থেকে একটা লেবু এনে পাতর কুচি দে ছাড়িয়ে তো মুখে দিই। (তদ্রূপ করিয়া) চন্দ্রদিদি, চন্দ্রদিদি, উঠ, চেয়ে দেখ!

চন্দ্র। (স্বপ্নাবস্থায় চীৎকার পূর্ব্বক) ওগো যেয়ো না, যেয়ো না— তোমার দুঃখিনী "তরলা" এ পাহাড়ে আছে! ফিরে এস, ফিরে এস, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি যাই, আমি যাই!

সর। (স্বগত) কি—"তরলা"! তবে তো ইনিই আমার মেজ্‌-দিদী!—তবে তো আহ্লাদের সীমা নাই—হা! আমি এঁরে দেখ্‌বো কি, আমায় এখন দেখে কে? আমিও যে আনন্দে ঘুরে পড়ি! আমার সেই মেজ্‌দিদী আমার কোলে, যাঁর জন্যে কেঁদে মরি! আমার সেই ভগ্নীপতি ও পাহাড়ে, যাঁর জন্যে ভেবে খুন হই! তবেতো এক তিলও আর নিশ্চিন্ত থাকা নয়—তবে তো এখনি মিলনের উপায় চাই! কিন্তু দিদী না উঠ্‌লে তো উপায় হয় না! যেমন ক'রে হ'ক্ উঠাতেই হবে। আমি যে চিন্তে পেরেছি, তাও বলা হবেনা। তার সময় অনেক আছে, এর সময় যায়!

চন্দ্র। (স্বপ্নে চীৎকার পূর্ব্বক) ওগো! গেল বুঝি—গেল বুঝি—আমায় ফেলে গেল বুঝি!

সর। না, না, যায় নি, এখনো যায় নি, তুমি উঠ্‌লেই দেখা হয়, নৈলে বুঝি চ'লে যায়—

চন্দ্র। (আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া) আমি উঠ্‌লেই হয়—এই তো উঠ্‌লেম—কৈ? তিনি কৈ?

সর। (স্বগত) এখনো সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় নি। (প্রকাশে) স্থির হও, দিদি স্থির হও, দেখা'চ্ছি—এখনি দেখা'চ্ছি—

চন্দ্র। কৈ দেখালি নে?—দেখাবি তো দেখা, নৈলে—(চক্ষু চাহিয়া) কেও সরলা? (দন্তে জিহ্বা কাটিয়া) ছোড়্ দিদী ঠা'করুণ! আমার অপরাধ নিও না, আমি পাগল হ'য়েছি!

সর। (সহাস্যে) সে কথা এখন থা'ক্, আমি যা বলি তা আগে শোনো।

চন্দ্র। কি বল? ওগো উপায় বল—বল গো শীঘ্র বল?

সর। তুমি গলার স্বরে বেস চিনেছ, যে, উনিই তোমার স্বামী?

চন্দ্র। আঃ! তাও কি আবার কথায় ব'ল্‌তে হবে? আমার দশা দেখেও কি বুঝ্‌ছো না?

সর। তবে তোমার কণ্ঠস্বরও ওঁরে শোনানো উচিত, নৈলে আমরা এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে যেতে যেতেই উনি যদি চ'লে যান?

চন্দ্র। তবে কি হবে গো কি হবে? হায় তবে কি হবে?

সর। তোমার কথা ওঁরে শোনাও—

চন্দ্র। তা কি শুন্তে পাবেন? এত দূরে—

সর। ওঁর গান যখন আমরা শুনিছি, তখন তুমি গান গাইলেও উনি শুন্তে পাবেন বৈ কি—ঐ না মানুষও দেখা যা'চ্ছে?

চন্দ্র। আঃ! দেখা যা'চ্ছে বটে, চেনা যা'চ্ছে না—কি করিগো, কি করি?—হায় আমি কি করি?

সর। কিন্তু যদি তিনি হবেন, তবে সন্ন্যাসীর বেশ কেন?

চন্দ্র। যদি ঐ মুখ থেকে সেই গান বেরিয়ে থাকে, তবে ও সন্ন্যাসী আমারি প্রেমের সন্ন্যাসী!

সর। তবে উঁচু গলায় গান গাও।

চন্দ্র। যদি আর কেউ শোনে?

সর। এ সময় লজ্জা ক'র্লে চ'ল্‌বেনা—গান গাও।

চন্দ্র। কি গাব? কিছুই যে মনে পড়ে না!

সর। এই ভাবের একটা গাও "কে তুমি হে বংশীধারী বংশীরবে মন ভুলাও?"

চন্দ্র। হায়! আমি যে ও ভাবের গান একটীও জানিনা, তুমি ব'লে দেও— যা থাকে কপালে, লজ্জা খেয়ে গাই!

(সরলাকর্ত্তৃক মৃদুস্বরে বলিয়া দেওয়া এবং চন্দ্রকলা কর্ত্তৃক গাওয়া)

রাগিণী গৌরী—তাল ঢিমাতেতালা।

কে তুমি হে কাননে? বংশীধারী—

সর। ও কি? কাঁপো কেন? ভয় কি?

চন্দ্র। এই বার ভাল ক'রে গাই—ব'লে দাও—

(পুনর্ব্বার ঐ গীত)

কে তুমি হে কাননে—

বংশীধারী, মনোহারী, বসিয়ে গিরি-নির্জ্জনে?

মোহন মুরলীতানে, মধুর সুস্বর গানে, যুগল শরসন্ধানে,

বিঁধিলে কুরঙ্গী জনে। ১।

শুনিয়ে চিত চমকে, আশা-দামিনী ঝলকে, পুলকে প্রতিপলকে,

আপনা পাসরি মনে। ২।

সর। বেস উঁচু গাওয়া হ'য়েছে, এ শুন্তে পাবেনি!

চন্দ্র। কি জানি ভাই, কপাল মন্দ!

সর। (করতালি পূর্ব্বক) ঐ শোনো, উত্তর দিচ্চেন—

(নেপথ্যে—গীত)

শ্রীরাগ—তাল ঢিমাতেতালা।

জাগিয়ে স্বপন, এ যদি সম্ভবে;
আগত এ সুখ-ধনে　　মনে স্থান দিই তবে।
চিনেছি সে বীণাস্বর,　　শিখা যারো পঞ্চশর,
তথাপি সন্দেহ-শর, দহে অন্তর;
অভাগারে হারানিধি বিধি কি মিলাবে? ১।
অথবা বিভ্রান্ত আমি,　　মরীচিকা-অনুগামী
বলনা লো চিত্তগামী, সেই কি তুমি?
না হ'লে বধের ভাগী নিতান্ত হইবে। ২।

সর। বার বার দুবার শুন্‌লে, তিনিই তো বটে?

চন্দ্র। ওগো! তার আর এক রত্তি ভুল নেই! যেমন তোমাকে এখানে চ'ক্ দে দেখ্‌ছি, দূরে থেকে তাঁরেও তেম্নি কাণ দে দেখ্‌তে পা'চ্ছি! কিন্তু চ'কের দেখার করি কি?

সর। আবার উত্তর দেও—এবার আ'স্‌তে বল।

চন্দ্র। গান ব'লে দেও?

(সরলার উপদেশে চন্দ্রকলার গীত গাওয়া)

রাগিণী ইমনী—তাল যৎ।

হেরে ও বয়ান্, জুড়াই তাপিত প্রাণ, এসো হে বঁধো এসো এসো।
হৃদয়্-সিংহাসন্ শূন্য আছে হে, রাজা হ'য়ে ব'সো ব'সো—
সেই ভাবে হৃদাসনে আবার এসে ব'সো ব'সো! ১।

দারুণ্ বিচ্ছেদের্ নিদয়্ শাসন্ হে, আসিয়ে নাশো নাশো—
এবারে জন্মের মতন তারে এসে নাশো! ২।

প্রেমের্ কাছে ঋণ্ আছে বহুদিন, মিলনে তারে তোষো—
পুরাও হে প্রেমদাসীর মনো অভিলাষো! ৩।

[সদারং ও শান্তবাবুর প্রবেশ]

শান্ত। দেখ ভাই সদারং! আমার সরলা যেন জয়ার সঙ্গে কৈলাস-বিহার ক'চ্ছে!

সদা। এখন আবার কৈলাসনাথ যেন নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে হরগৌরী মিল্‌তে এলেন!

শান্ত। আপনাকে এত ছোট জ্ঞান?

সদা। যিনি বাড়াবেন, তিনি ছোট ক'র্লে আর কি ক'র্ত্তে পারি?

শান্ত। কেউ তো করেনি ভাই—আপনিই হ'চ্ছো!

সদা। আপনি কেমন ক'রে? পার্ব্বতীর সঙ্গিনী জয়া, সেটী বেস মিল্‌লো! কিন্তু শিবের ভাল সঙ্গী তো ত্রিভুবনে কেউ নাই—হয় নন্দী, নয় ভৃঙ্গী, নয় ভূত প্রেত দৈত্য দানা! তবে এ উপমা এনে প্রকারান্তরে কে কারে কি ব'ল্লে বুঝেই কেন দেখনা?

শান্ত। আমার ঘা'ট্ হ'য়েছে ভাই! না বুঝে ব'লেছি—তোমায় কথায় তো কেউ পা'র্ব্বেনা। এখন চল, উপরে উঠিগে। (আরোহণপূর্ব্বক সরলার প্রতি) সরল! এখনো তোমরা এখানে কি ক'চ্ছো? সন্ধ্যা হ'য়েছে, তোমাদের কি ভয় হয় না? তোমরা এসেছ শুনে, আমরা আরো ভাবিত হ'য়ে এলেম।

সর। বেস হ'য়েছে! ভাল সময় এসেছ! পরমেশ্বর দয়া ক'র্লেন—বাঁ'চ্‌লুম!

শান্ত, সদা। কেন, কি হ'য়েছে?

সর। আমার চন্দ্রদিদীর নিরুদ্দেশ স্বামীর দেখা পেয়েছি!

শান্ত, সদা। কৈ?

সর। ঐ—ও পাহাড়ে।

শান্ত, সদা। একজন মানুষ আছে বটে, কিন্তু চেনা তো যায় না।

সর। তাঁর বাঁশী আর গান শুনে চন্দ্রদিদী চিনেছেন।

শান্ত। তবে আমরা কি ওপাহাড়ে যাব?

সদা। কিন্তু যেতে যেতে যদি উঠে যান?

সর। না, না, না, তা যাবেন না, তিনিও এঁর গান শুনে চিনেছেন; তোমরা কেবল একবার চেঁচিয়ে ডাক।

শান্ত। সদারং! ডাকনা ভাই? আমি কাহিল!

সদা। কি ব'লে ডাকি—নাম কি?

সর। চন্দ্রদিদি! নামটা বল্‌না ভাই?

চন্দ্র। (নম্রমুখী)

সর। এখন আবার লজ্জা! আমার কাণে কাণে বল?

চন্দ্র। (মৃদুস্বরে) তোমার মা'স্‌তুতো দেওরের নাম!

সর। রসিক?

চন্দ্র। হুঁ!

সদা। (চীৎকার-স্বরে) ওগো রসিকবাবু গো! তুমি যদি রসিকবাবু হও, তবে এখানে এসো, তোমার "চন্দ্রকলা"—

সর। না, না, "তরলা" বল!

চন্দ্র। (সচকিতে) তুমি জা'ন্‌লে কেমন ক'রে?

সর। (সহাস্তে) সে তখন পরে ব'ল্‌বো, এখন তো মুখ রক্ষা হ'ক্। (সদারং ও শান্তবাবুর আশ্চর্য্যভাবে সরলার মুখপানে দৃষ্টি) কৈ ঠাকুরপো! ভাল ক'রে ডাক না? কৈ? ও পাহাড়েও তো আর তাঁরে দেখ্‌ছিনে; বোধ করি, তিনি এই দিগে নেমে আ'স্‌ছেন—যে বন, দেখা তো যায় না—ঠাকুরপো! তুমিও খানিক নেমে গে ডাক।

সদা। (নেপথ্যাভিমুখে কিঞ্চিৎ নামিয়া) ওগো! ও পাহাড়ের মানুষটী গো! তুমি যদি যথার্থ সেই সুপ্রেমিক সুরসিক রসিকবাবু হও, তবে এই দণ্ডেই এখানে এসো, তোমার প্রিয়তমা "তরলা" এখানে আছেন!

সর। ও কি ডাক্‌বার শ্রী?

নেপথ্যে। (অতি অলৌকিক গম্ভীরস্বরে) ওগো ও পাহাড়ের মানুষটী গো! তুমি যদি যথার্থ সেই সুপ্রেমিক সুরসিক রসিকবাবু হও, তবে এই দণ্ডেই এখানে এস, তোমার প্রিয়তমা "তরলা" এখানে আছেন!

সদা। (সভয়ে দৌড়িয়া আসিয়া) ও বাবাগো! কে যেন গম্বুজের ভিতর মুখ রেখে আমায় ভেঙা'চ্চে! এখানে ভূত পেত্নী আছে নাকি?

সর। তাইতো, শুনে ভয় করে যে!

শান্ত। (সহাস্যে) ও কিছুই না; দুই পাহাড়ের মধ্যে গে ডেকেছ কিনা, তারির প্রতিধ্বনি হ'য়েছে!

সর। এরেই বলে "প্রতিধ্বনি?"

শান্ত। এরেই বলে "প্রতিধ্বনি!" যদি বড় বড় পর্ব্বত হ'তো, তবে আরো গম্ভীর শুন্তে পেতে। যাও সদারং! ভয় ক'রো না, আবার ডাক গে।

সদা। আমি এখান থেকে ডাকি।

সর। না, সেখানে যাও, প্রতিধ্বনিটী আবার ভাল ক'রে শুনি!

সদা। (নামিয়া) ওগো রসিকবাবু! তুমি কি রসিকবাবু?

নেপথ্যে। (প্রতিধ্বনি) ওগো রসিকবাবু! তুমি কি রসিকবাবু?

নেপথ্যে। আমি সেই বটে, তুমি কে?

নেপথ্যে। (প্রতিধ্বনি) আমি সেই বটে, তুমি কে?

সর। ঐ উত্তর দেছেন!

সদা। আমি তোমার বন্ধু। তোমার তরলা চাতকিনীর মত তোমার আশাপথ চেয়ে আছেন, শীঘ্র শীঘ্র এসো।

নেপথ্যে। (প্রতিধ্বনি) আমি তোমার বন্ধু। তোমার তরলা চাতকিনীর মত তোমার আশাপথ চেয়ে আছেন, শীঘ্র শীঘ্র এসো।

সর। কি চমৎকার!

নেপথ্যে। যদি বন্ধু হও, তবে পথ ব'লে দেও—বনের মাঝে পথ হারিয়েছি।

নেপথ্যে। (প্রতিধ্বনি) যদি বন্ধু হও, তবে পথ ব'লে দেও—বনের মাঝে পথ হারিয়েছি।

শান্ত। চল, আমরা আগিয়ে আনি গে?

সর। সেই বেস!

সদা। ওগো রসিকবাবু! তুমি দাঁড়াও, কোথায় আছ আওয়াজ দেও, নয় গান গাও, আমরা সেই আন্দাজে কাছে যাই!

নেপথ্যে। (প্রতিধ্বনি) ওগো রসিকবাবু! তুমি দাঁড়াও, কোথায়

আছ আওয়াজ দেও, নয় গান গাও, আমরা সেই আন্দাজে কাছে যাই।

[সকলের অবতরণ।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল জলদ তেতালা।

বিরহ-হেমন্ত গত, সুখ-বসন্ত আইল।
ভাব মঞ্জু কুঞ্জ বনে রসতরু মুঞ্জরিল।
নিরাশা-কুহু ঘুচিল, আশা-মলয় বহিল,
বিষাদ তুষার রাশি, আনন্দ-তাপে গলিল। ১।
মন-অলি-মনোলোভা, হৃদি-সরোবর শোভা,
প্রেয়সী-কমল-নিভা, আজু কিবা বিকশিল। ২।
ফুটিল কামনা-কলি, ছুটিল সোহাগ-অলি,
প্রণয়-পিক কাকলী, মন-কানন মোহিল। ৩।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনন্দগিরি—সরলার গৃহ।

[সরলা ও তরলা আসীনা]

তর। যা হ'লো, সে তোমা হ'তেই! তুমি আমার সুধু প্রাণের ভগ্নী নও—অকূলের নৌকা, তোমা হ'তেই কূল পেলেম।

সর। কারো হ'তেই নয় মেজ্‌দিদি—ধর্ম্ম হ'তে! যত কেন দুঃখ হ'ক্ না, ধর্ম্মপথে থা'ক্‌লে শেষ সুখ হবেই হবে। ভগবান ভাল লোককেই ক্লেশ দেন; দিয়ে দেখেন, এতেও ঠিক থাকে কিনা! যে তাঁরে জানে, সে ইটীও জানে; যে ইটী জানে, সে ঠিকও থাকে; যে ঠিক থাকে, সেই সুখ পায়! এই জন্যেই বলে "যে সয়, সে রয়!"

তর। তার কথা কি! ভগবানের দয়া নৈলে কিছুতেই কিছু হয় না।

সর। কিন্তু সে দয়ার মূল, সুধু ধর্ম্মপথে থাকা। দেখ, তোমার উপর তাঁর কি আশ্চর্য্য দয়াই দেখা গেল! আমি একান্ত মনে যেই ব'লেছি, "ভগবান দয়া ক'রে, চাই কি এখনি তুমিও ওপারে যাবার পাত্রী হবে!" অম্নি তোমার মনোমোহনের মোহন বাঁশী বেজে উঠ্‌লো! তখনি অম্নি রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন হ'য়ে গেল!

তর। আর তখনি অম্নি সেই ভগবানের কৃপায় সরলার "চন্দ্রকলা" "তরলা" হ'য়ে উঠ্‌লো—পাতানো দিদী আপনার হ'লো—আবার মানের মনিব প্রাণের ব'নু হ'য়ে উঠ্‌লো!

সর। ভাল মেজ্‌দিদি! তোমার নামটী ভাঁড়া'লে ভাঁড়া'লে; কিন্তু বাবার নামটী ভাঁড়া'লে কি ব'লে?

তর। (সহাস্যে) আমার নামও ভাঁড়াইনি, বাবার নামও ভাঁড়াইনি—আমার যিটী রা'শ্‌নাম, তাই ব'লেছি; বাবার যিটী রা'শ্‌নাম, তাই ব'লেছি; তুমি জা'স্তেনা ব'লেই আমার সুবিধা হ'য়েছিল।

সর। তা হ'ক্, আমাকে এত ভোগা দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। আমি তোমারি সাক্ষাতে তোমারি জন্যে কেঁদেছি, তবু তোমার দয়া হয় নি, ভেলা কঠিন প্রাণ যা হ'ক্! আমি যদি তোমার গুণে না ভুল্‌তেম, তবে তো রাঁধুনীই থেকে যেতে! তা হ'লে উঃ! কি দুঃখই হ'তো?

তর। সুদ্ধ মনের দুঃখে আর লজ্জার জন্যেই পরিচয় দিই নি। ভা'ব্‌তেম, যদি বিধাতা দিন দেন, যদি তাঁরে পাই, তবেই পরিচয় দেব, নৈলে এম্নিই থা'ক্‌বো। তা কি মন্দই বা ছিলেম? আমার সেই এক বছরের সরলা ষোল বছরে কেমনটী হ'য়েছে—তখন যেমন আধ আধ মিষ্ট কথায় আর বুড়ো-ভুলোনো ছেলে খেলায়, আপন পর সকলকেই বশ ক'র্ত্তো, এখন ষোল বছরে তা পারে কিনা, লুকিয়ে দেখে সেটারও তো পরক হ'লো!

সর। এ পরীক্ষা নিষ্ঠুর পরীক্ষা!

তর। তা হ'ক্, কিন্তু এমন না ক'রেও এত জা'স্তে পা'র্ত্তেম না—রাঁধুনীকে ঠাকুরাণী করা—আপনার দিদীর চেয়েও বেশী মান্য করা, এ কেবল তুমিই পার, জগতে আর কেউ পারে না!

সর। ভাল মেজ্‌দিদি! আ'জ্‌ পাঁচ ছ দিন হ'লো, তোমায় দিদী ব'লে জেনেছি—তার পর দিন রা'ত্‌ কত কথাই হ'চ্ছে, কিন্তু তুমি আমাকে "তুমি" বৈ একটীবারও "তুই" কথাটী ব'ল্লে না! মা গিয়ে অবধি, আর ঘর ক'র্ত্তে আসা অবধি, আমার সে আদরের ডাকটী ঘুচে গেছে! "খাও, নেও, এসো, ব'সো" বৈ তেমন ক'রে "খা, নে, আয়, ব'স" আর কেউ বলে না! তোমায় পেয়ে ক দিন ভা'ব্‌ছি, আমার সে দুঃখ ঘুচাবার লোক হ'য়েছে, কিন্তু কৈ? তুমিও তাতে বঞ্চিত ক'র্চ্ছো!

তর। (সহাস্যে) প্রায় বৎসরাবধি মান্য ক'রে কথা কওয়া অভ্যাস ছিল ব'লেই বাঁধো বাঁধো করে। কিন্তু তরলার কাছে সরলার এ তুচ্ছ খেদ আর থা'ক্‌বে না। (চিবুক ধারণপূর্ব্বক) কেন সরল! তোর মহামায়া দিদী তো তোরে "তুই" ব'লে থাকে, তোরে খুব যত্ন করে!

সর। তিনি যা করেন, সে যেন খাপ্‌ছাড়া খাপ্‌ছাড়া—যেন বেশী বেশী! সে কাণে লাগে ভাল, কিন্তু প্রাণে কেন ভাল লাগে না ব'ল্‌তে পারিনে। বোধ হয়, আমারি প্রাণের দোষ—

তর। তোমার প্রাণে যেদিন দোষ হবে, সেদিন সূর্য্যও কালো হবে!

সর। তা নৈলে এমন কেন হয়?

তর। ব'লতে পারি, কিন্তু ভয় করি!

সর। ভয় কি—বল না?

তর। আমি বরাবর তাঁর রকম সকম বেস ক'রে দেখে আ'স্‌ছি, তোমার উপর তাঁর যে মায়া, সে কিসের মায়া জানো?

সর। কিসের?

তর। নাম ক'র্ব্বো না—যার আঠারো মায়া!

সর। এমন কি হবে? এত ভালবাসা—এত যত্ন করা, সব কি কপট হবে? আমার যে দিন খাওয়া ভাল না হয়, সে দিন একেবারে খুন হ'য়ে যান্‌—কোনো অসুখ হ'লে "আহা আহা" ক'রে ম'রে যান্‌।

তর। (সহাস্যে) আগুনের তেজ কম হ'লেই ধোঁয়া বেশী হয়! "যেথানে নেই আসল মায়া, সেই খানেতেই বেশী আহা" ইটী তুলসী দাসের দোঁহা! সতিন যে সতিনকে এত ভালবা'স্‌তে পারে, এ কথনো

দেখিনি—এ কখনো শুনিনি! "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ" এ কথা চির-কালই খেটে আ'স্‌ছে। ওঁর অত স্নেহ দেখে, আমার যে কি ভাবনা, তা তোরে কি ব'ল্‌বো! তার চেয়ে, সতিনে সতিনে সব ঘরে যেমন কোঁদল কচ্‌কচি হয়, তোদের যদি তা হ'তো, তবে এত ভয় হ'তো না—উনি যে কিসে কি ক'রে তুল্‌বেন তাই ভেবে ভেবেই আমার ঘুম হয় না।

সর। অতশত বুঝিনে, যা আছে কপালে তাই হবে! আমি তো কারো মন্দ করিনে—কারুকে মন্দ ভাবিনে, তবে আমায় মন্দ অপরে যে কেন ক'র্বে, বুঝ্‌তে পারিনে।

তর। ওরে ব'ন্‌! হিংসা যাদের ইষ্টদেবী, পরের মন্দ তাদের মূল মন্ত্র! তাদের কাছে ভাল লোকের আরো বিপদ! যার দোষ আছে, হিংসা তারে ছোঁয় না; কিন্তু যার যশ আছে, কি গুণ আছে, তারেই পেয়ে বসে। ধন থা'ক্‌লেই সিঁধের ভয়, দুঃখী লোকের ভয় কি?

সর। (সহাস্যে) কিন্তু কবে চোর আ'স্‌বে ব'লে কি নিত্যই জাগা যায়? ধর্ম্ম-প্রহরী থা'ক্‌লে হিংসা-চোরকে ভয় কি? হিংসাতে ক'রে ভালকে মন্দ ঘটায় তা জানি, কিন্তু সে ক দিনের জন্যে? অত্যন্ত ঘন মেঘ হ'লেও সূর্য্যকে চিরকাল ঢেকে রা'খ্‌তে পারে না!—মোদ্দা মেজ্‌ দিদি! যে যা করে করুক, আমার দেখে কাজ কি? আমি আপনি ঠিক থা'ক্‌লেই হ'লো!—যা'ক্‌, ও কথায় আর আবশ্যক নেই। তুমি না ব'ল্‌ছিলে, রসিক বাবু কোথায় যাবেন?

তর। হ্যাঁ, কোথায় জিনিষ পত্র রেখে এসেছেন, তাই আ'ন্‌তে যাবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় যে আর ছেড়ে দিই।

সর। জিনিষের জন্যে? জিনিষের জন্যে নিজের যাবার আবশ্যক কি? চিঠি লিখে লোক পাঠালেই তো হয়?

তর। সেখানে নাকি অনেক গুলি টাকাও গচ্ছিত আছে। বলেন, আপনি না গেলে পাওয়া যাবে না।

সর। টাকা পেলেই তো হ'লো? কত টাকা বলুন, আমি তার উপায় ক'রে দিই।

ত্তর। বলেন, আপনার থা'ক্তে পরের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। এ কথা আর কাটি কিসে ?

[নটবরের প্রবেশ]

নট। ছোট বৌ! আমি এইছি।

সর। (উঠিয়া) কৈ ঠাকুর্ঝি কৈ ?

নট। (অধোমুখ)

সর। কেন ঠাকুরজামাই, উত্তর দেওনা কেন ? ঠাকুর্ঝি তো ভাল আছেন ?

নট। তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কব না!

সর। ওমা সে কি ? কথা কবে না!—কেন, কি হ'য়েছে ?

নট। আমি কিনা আমোদ ক'রে এসে ব'ল্লুম " ছোট বৌ, আমি এইছি " তাতে একবার জিগ্যেসাটা ক'ল্লেন না, আমি কেমন আছি। আমায় উড়িয়ে দে একেবারে নেচে উঠলেন " ঠাকুর্ঝি কৈ ? ঠাকুর্ঝি কৈ ? " তবে যেন আমি শালা কেউ নই! তবে যেন আমার চেয়ে সে বড় হ'লো! তার এত আদর, আমি কুলীনের ছেলে, আমার এটুও নয়! এ রাজ্যে এম্নি বিচেরি বটে!

সর। (মৃদুহাস্যে) ঠাকুরজামাই! তাঁরে বড় ক'ল্লে কি তোমার রাগ করা উচিত ? তাঁরে বাড়ালেই যে তোমায় বাড়ানো হয়, তা কি আ'জো জান না ?—তোমার তেজ পেয়ে তাঁর তেজ বটে, কিন্তু তোমার তেজ পেয়েছেন ব'লেই তোমার চেয়েও তিনি বড় হ'য়েছেন।

নট। আমার চেয়ে সে বড় হ'লো ?

সর। হ'লো না ?—রৌদ্রের তাত পেয়ে বালি তাতে, তাতো জানো; কিন্তু সেই তাতা-বালি রৌদ্রের চেয়েও কি বেশী তেজালো হয় না ?

নট। আমি ওসব বুঝিনে। তুমি সাদাসিদে বল, সে বড় কি আমি বড় ?

সর। বের সময় যখন পিঁড়িতে তুলে " বর বড় কি ক'নে বড় ? "

ব'লেছিল, তখনি তো তিনি বড় হ'য়েছেন, আর তুমি ছোট হ'য়েছ!—তা কি মনে পড়ে না?

নট। আচ্ছা তাই যেন হ'লো; কিন্তু আমি আগে, না সে আগে?

সর। বল দেখি, রাধা আগে না কৃষ্ণ আগে? লক্ষ্মী আগে না নারায়ণ আগে? সব শাস্ত্রে আর সব লোকে রাধাকৃষ্ণ, আর লক্ষ্মীনারায়ণ ব'লে আ'স্‌ছে—কৃষ্ণরাধা কি নারায়ণলক্ষ্মী কি কেউ ব'লে থাকে?—তেম্নি আমরাও "সুশীলানটবর" বলি। যদি দেবতাদের তাতে গৌরব নষ্ট না হ'য়ে থাকে, তবে ঠাকুর্ঝিকে আগে রা'খ্‌লে তুমিও ছোট হবে না!

নট। (সহাস্যে) তবে তাই কর।

সর। তবে এখন বল, ঠাকুর্ঝি কোথায়?

নট। ঐ মায়াপী মহামায়ার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে গেছে।

সর। তা তুমিও কেন গেলেনা?

নট। আমি অমন মাকাল ফল দেখ্‌তে যাইনে!

সর। সে কি?

নট। "মুখে যারা মিষ্টি চাট্, পেটে পেটে তেলের কাট্!" আমি তেমন সব লোককে দু চক্ষু পেড়ে দেখ্‌তে পারিনে। আমি যারে ভালবাসি, এখানে এসে আগে ভাগে এই তারির কাছেই এইছি! দেওয়ানজী এসেই আগে বাবুর কাছে গেল, আমায় ব'ল্লে এসো, আমি যার তাও গেলুম না!

সর। তবে তুমি আমায় ভালবাস?

নট। বাসিনে তো এদ্দুর হ'লো কিসে?

সর। কি হ'লো?

নট। আ'স্‌বের সময় যে কি মন্তর শিখিয়ে দিয়ে এইছিলে, মনে পড়ে না? সে আমায় সব ব'লেছে। সেই মন্তর প'ড়ে প'ড়ে ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে, পা টিপে টিপে আমার সক্ টক্ সব ছাড়িয়েছে, আর ভূতচালার মতন এখানে চেলে এনেছে!

সর। তবে এখন সে সব কুসঙ্গ ছেড়েছ?

নট। ছেড়েছি কি অম্নি ছেড়েছি? সে রাক্ষসদের সোণার লঙ্কা

পুড়িয়ে ছার খার ক'রে এইছি ; যে দিন এলুম, তার আগের রেতে চুপি চুপি আড্ডা ঘরের মট্‌কায় উটে টীকের আগুন গুঁজে দে পালিয়ে এসে তফাত্‌ থেকে দেখি, ধূ ধূ ক'রে জ্ব'ল্‌ছে ! কেমন, ভাল করিনি ?

সর। ওমা ! সে কি ? সেই সঙ্গে পাড়ার আর কারো বাড়ীতো পুড়িনি ?

নট। তার চা'র্‌ দিগে যে বাগান। আব বাগানেব আশ পাশে যাদের ঘর, তাদের তখনি ডেকে তুল্‌লুম ; তারা অগ্নি গে ঘরখানা কেটে ফেলে দিলে, আর আমি আড়ালে এসে না'চ্‌তে না'গ্‌লুম !

সর। তবে তুমি এখন কুতন্ত্র সব ছেড়েছ ?

নট। এখন ঘরে যা কাঁচা খাই, আড্‌ডায় মাড্‌ডায় আর যাইনে।

সর। বেশ ক'বেছ, আমি শুনে লক্ষ টাকা পেলেম ! রোগের শেষটুকু এখন কা'ট্‌লে হয় !

নট। তোমার মতন জাম্বুবান মন্ত্রী থা'ক্‌লে তোমার সুশীলে শূপনখা তাও ক'রে তুল্‌বে !—দেখ ছোট বৌ ! আমি রামায়ণও শিকিছি !

সর। (সহাস্যে) তোমার মুখে রামের নাম শুনেও তুষ্ট হ'লেম !

[সুশীলার প্রবেশ—সরলার সহিত আলিঙ্গন]

নট। এই ন্যাও, তোমার পরাণের ঠাকুঁর্ঝিকে ন্যাও—আদাছেনার মোণ্ডা ন্যাও—এতক্ষণ তেতো মুখ ছিল, এখন মেটো মুখ কর, আমি দুষ্‌মন্‌ দূর হই।

[প্রস্থান।

সর। বালাই ! দূর হবে কেন ? বারাণ্ডার সব পূর্ব্বদিগে যে ঘর, সেই ঘর তোমাদের জন্যে সাজিয়ে রেখেছি ; সেখানে যাও। সব প্রস্তুত আছে, মেন্‌কার মা ব'লে ডাকগে, সে এসে তা'মাক্‌ টা'মাক্‌ দেবে এখন। (সুশীলার প্রতি) তবে ঠাকুর্ঝি ! কেমন আছ বল ?

সুশী। তোমারি গুণে এখন অনেক ভাল আছি ; বড় বাদ্‌লার পর ছেয়ানি পেয়েছি।

সর। (সহাস্যে) অপেক্ষা কর, রৌদ্রও পাবে !

সুশী। (সহাস্যে) হ্যাঁ! আকাশ খোলসা হ'য়েছে বটে!—এখন তুমি কেমন আছ বল?

সর। দেবতার প্রসাদে আমরাও বেস আছি।

সুশী। দাদা?

সর। গত বারের পালার সময় তো স্বচ্ছন্দে গেছে—কোনো অসুখ হয় নি—ইইতেই বোধ হ'চ্চে, বিধাতা দয়া ক'র্লেন।

সুশী। তবে তো বড় সুখের কথা! আর আর সব ভাল? চন্দ্র-দিদী ভাল আছেন?

তর। আপনার দর্শনেই মঙ্গল

সুশী। তবু?

তর। আপনাদের ছোট বৌর কাছে মন্দও ভাল থাকে, তা কি জানেন না?

সুশী। তবে সব দিকেই সু?

সর। এত সু, যে ব'ল্‌তে সাহস হয় না।

সুশী। কেমন?

সর। তবে একে একে বলি শোনো;—প্রথমে তো তোমার দাদার পীড়ার সু রাহা।

সুশী। আঃ! তার চেয়ে আর সু কি?

সর। দ্বিতীয়, যে মেজ্‌দিদীর জন্যে এত কেঁদেছি, সেই মেজ্‌দিদীকে পেয়েছি!

সুশী। (সহর্ষে) পেয়েছ? কৈ?

সর। এই যে! (তরলাকে নির্দ্দেশ)

সুশী। (তরলাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) তোমার পেটে এত কারসাজি? (সরলার প্রতি) কেমন, ছোট বৌ! আমি তো ঠিক ধ'রেছিলেম!—তার পর তৃতীয়?

সর। তৃতীয়, আমার মেজ্‌দিদীর হারানিধি রসিক বাবুকেও পেয়েছি।

সুশী। তাঁরেও পেয়েছ? এর বাড়া আর আহ্লাদ কি? তিনি কোথায়?

সর। এখনি দেখ্‌তে পাবে।—তার পর চতুর্থ শোনো—শুন্‌লেম ঠাকুরজামাই নীচ সঙ্গ—নীচ কর্ম্ম সব ছেড়েছেন!

সুশী। (সহাস্যে) তার পর পঞ্চম?

সর। পঞ্চম? পঞ্চম, সরলার দুই দেহ দু ঠাঁই ছিল, আ'জ্ আবার এই এক হ'লো! (আলিঙ্গন)

সুশী। তার পর আর কি?

সর। আর কি থা'ক্‌বে ভাই? আর বেশী কাজও নাই! সুখ আর মধু দুই সমান; মধু অল্প খেলে তুষ্টিও হয়, পুষ্টিও হয়: কিন্তু বেশী খেলে গা জ্বালা করে। সুখও তেম্নি একেবারে বেশী হওয়া কিছু নয়! তোমায় যে পাঁচটী শোনালেম, তারি জন্যেই যার ভাবনা হ'চ্ছে—লোকে বলে, পঞ্চ অমৃত এক ঠাঁই হ'লে বিষ হয়!

তর। তবে আমি পঞ্চের উপর আর একটী বাড়িয়ে দিই?

সুশী। কি? কি?

সর। আর কি মেজ্‌দিদি?

তর। আর একটী হ'লে তো পঞ্চ অমৃতের দোষ থ'তে যায়?

সুশী। তা যায় বৈ কি—

তর। তবে পঞ্চামৃতের সংবাদ!

সুশী। সে কি? বুঝ্‌তে পা'ল্লেম না!

তর। তোমার দাদা কাণার বাপ হ'য়েছেন, এই আমার ষষ্ঠ সুসংবাদ!

সুশী। সুধু ষষ্ঠ কেন—শ্রেষ্ঠও বল। কিন্তু কাণার মা কে? ছোট বৌ তো?

তর। চেয়ে দেখ মধ্যদেশ, টের পাবে সবিশেষ!

সুশী। তবে ছোট বৌ! ডাক্তারের মানাও মাননি?

সর। (লজ্জাবনতমুখী)

তর। "লুকিয়ে থায়, শুকিয়ে যায়!"

সুশী। ক মাস?

তর। এই যে ব'ল্লেম, পঞ্চামৃতের সময় হ'য়েছে, তা হ'লেই পাঁচ মাস হ'লো না?

সুশী। দাদা শুনেছেন ?

শুর। আ'জ্ শুন্‌বেন, এই তার বিজ্ঞাপন! (হস্তে একখানি পত্রপ্রদান)

সুশী। (শিরোনামা পাঠ)

"জীবন-যৌবন-মন-প্রাণেশ্বর

শ্রীযুক্ত শান্তশীল রায় চৌধুরী

মহাশয় শ্রীপদপ্রান্তেষু।"

(মোড়ক খুলিয়া পাঠ)

কি বলিব প্রাণকান্ত! বলিতে সরম পাই;
কিন্তু না বলিলে আর, নিতান্ত উপায় নাই।
কি জ্বালা ঘটিল, হায়! এ দেখি বিষম দায়!
এত যে সবশ তনু, হ'য়েছে অবশ প্রায়!
বসিলে উঠিতে নারি, উঠিলে বসিতে চাই;
বদনে নিঃসরে নীর, ঘন ঘন উঠে হাই।
যে কিছু সরস ছিল, বিরস হ'য়েছে তাই;
শয়নে, ভোজনে, শুধু জানকী-জননী চাই!
গোপন-মিলন কথা, গোপন রহেনা আর;—
শুক্তি মাঝে মুক্তা হ'লে, ধীবরে করে শীকার!
নাভীতে কস্তুরী হ'লে, মৃগী কি লুকাতে পায়?
জলভারে কাদম্বিনী, আপনি পড়ে ধরায়!
চোরের চাতুরী বল, কত কাল ছাপা রয়?
চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা ধরা না পড়িলে হয়!
শুন চোর-চূড়ামণি! যেরূপে হ'য়েছ চোর,
সেরূপে আসিবে আ'জ্ না হইতে নিশি ভোর;
হৃদি-কারাগারে বেঁধে, শাসিব যথা সম্ভব;
শুনিব শুনাব তবে, বুঝিব বুঝাব সব!
অধিনী সরলা ব'লে, মান রেখো মতিমান্!
দ্বিজরাজ-ধ্বজানুজা-বধূ-ভ্রাতৃ দিয়ে দান!!

সর। (তটস্থভাবে) পত্রখান লুকাও ভাই! দিদী আ'স্‌ছেন—

[পত্র গোপনকালে মহামায়া ও কাজলার প্রবেশ]

মহা। ছোট বৌ! তোর মুখখানি আ'জ্ শুক্‌নো শুক্‌নো দেখা'চ্চে ক্যান্‌র‍্যা? আ'জ্ বুঝি খাওয়াটা ভাল হয় নি? আমি পোড়ারমুখী নানান্ কাজে ব্যস্ত, খাবার সময় আ'জ্ একবার গে দেখ্‌তেও পা'ল্লেম না!

কাজ। আহা! অ্যাকলা আর কত ক'র্ব্বে? যে দিগ না দেখবে, সেই দিগেই একেবারে দ প'ড়ে যাবে!

মহা। দূর মাগি! ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? বালাই! দ প'ড়্‌বে কেন?

কাজ। তা নয়, বলি এমন গিন্নেপানা কার্ সাধ্যি করে? সতিনের ওপর এত মায়াই বা কে কোথা ক'ত্তে পারে?

মহা। ওরে! আমি কি নোক-দেখানে করি? আমি আপনার টানে আপনিই করি!

কাজ। তবে নোকে কেন বলে, সতাসতিনে ঘর মজায; এমন ধারা সতিন হ'লে তো মজা'নে ঘর বজায় হয়!

মহা। যারা আমাদের এঁচে বলে, তাদের মুখে আগুন!

সর। চল ঠাকুর্ঝি! আমরা একটু বেড়িয়ে আসিগে।

মহা। না ব'ন্! তখনকার মতন এখন আর বড় বেড়িও টেড়িও না, মা ষষ্ঠী যা দেছেন, তার মঙ্গল আগে চাই!

সুশী। হ্যাঁ বড় বৌ! দাদাকে এ কথা শোনাও নি কেন? তিনি শুনে কত সুখী হ'তেন।

মহা। এ সব কথা কি ব'ন্, হ'তে না হ'তেই পুরুষ মানুষকে আগে ভাগে শোনায়? (সহাস্যে) তায় আবার তিনি নাকি আমার সঙ্গে একটু লুকোচুরি খেলেছেন, আমিও একটু খেলি! কিন্তু ঠাকুর্ঝি! আমার কোনো কথা লুকোনো তাঁর অন্যায়; আমি কি ছোট বৌকে সতিন ভাবি যে, তিনি ভয় করেন। ছোট বৌ তো আমার ছোট ব'ন্, তরলা মেঝো, আর আমি বড়। আমরা তিন জনে এক মার পেটে জ'ন্মেছি ব'লেও বলা যায়। তোর দিব্বি ঠাকুর্ঝি! আমি তাঁরে আর স্বোয়ামী

জ্ঞান করিনে, যেন ভগ্নীপ'তু ভাবি। আমার ঘরে তাঁর সেজ পা'ড়্‌তে আর এক দণ্ডও সাধ নেই ; যাতে সরলা সুখে থাকে, যাতে ওর মন ভার না হয়, তিনি তাই করুন, আমি তা হ'লেই হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাব ! (সরলার চিবুক ধারণপূর্ব্বক) সরলা আমার ঘরের লক্ষ্মী—সরলা হ'তেই আমার শ্বশুরের বংশ রক্ষা হবে—সরলা ভাল থা'ক্‌লেই আমার সব বজায় থা'ক্‌বে !

[শান্তশীল, সদারং ও রসিকের প্রবেশ]

রসি। আমার ভাগ্য ভাল ! একস্থানে একবারে সকলের কাছেই বিদায় নিতে পা'র্ব্বো।

সর। রসিকবাবু ! এই আমার ঠাকুর্ঝি, আ'জ্ এসেছেন।

(রসিকবাবুকে সুশীলার প্রণাম)

রসি। আঃ ভগ্নি ! তোমাদের গুণ যা শুনেছি তা জন্মে ভুলবোনা। তোমাকে দেখে আ'জ্ বড় সুখী হ'লেম, ভায়া নটবরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হ'লে আরো সুখী হ'তেম ; কিন্তু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, আর এখন সময় নাই—ভাল ! ফিরে এসেই হবে।

মহা। রসিকবাবু ! এর মধ্যেই তুমি কোথায় যাবে ?

রসি। কেবল তিন দিনের জন্য—

মহা। যেথানে যাও, কিন্তু আ'স্‌ছে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ের দিন আ'স্‌তেই হবে। সে দিন বাবুর জন্মতিথি পূজো। ঠা'ক্‌রুণ গেছেন বলে কি তাঁর নেম নিমেশ্যা যাবে ? তা যাবেনা—যেমন হ'তো তেম্নিই হবে।

সদা। (স্বগত) ভেলা যা হ'ক্—সাক্ষাৎ মায়ার প্রতিমা !

রসি। দেখি ;—আ'জ্ হ'লো চতুর্দ্দশী, কা'ল্ অমাবস্যা, পরশু প্রতিপদ, তার পর দিন দ্বিতীয়া। তা সে দিন আ'স্‌তে পা'র্ব্বো। তবে এক্ষণে বিদায়—

শান্ত। চল ভাই সদারং ! গাড়ী ক'রে দাদা মহাশয়কে কলের গাড়ীতে তুলে দে আসি।

রসি। তবে সকলকেই আমার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ।

[শান্তশীল, সদারং ও রসিকের প্রস্থান।

সর। ঠাকুর্ঝি, তবে চল ভাই, আমরাও ছাতে থেকে দেখিগে। মেজ্‌দিদি, এসো—

[সরলা, তরলা ও সুশীলার প্রস্থান।

মহা। কাজল! দেখ্‌তো, ঐ গা'ল্‌চের নীচে আমায় দেখে কি কাগজ খানা লুকিয়ে রা'খ্‌লে?

কাজ। (তুলিয়া) এ যেন এক খানা চিটী—

মহা। কৈ দেখি—(পত্র গ্রহণ ও পাঠারম্ভ)—ওবে এ যে দেখ্‌ছি উরির হাতেরি লেখা—এ যে বাবুর নামেই শিরনামা—

কাজ। তুমি কি প'ড়্‌তে জানো?

মহা। জা'ন্তেম না, জেনেছি; ওর সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বো ব'লেই কিছু কিছু শিকিছি!

কাজ। ওর সর্ব্বনাশ তো ওর পেটেই জ'ন্মেছে?

মহা। পেটে জন্মালে কি হয়? ঘুমের ঘোরে ঘবে আসাব কথা যদি বলে, বাবুর তায় কতক পেত্যয় হ'লেও হ'তে পারে। এন্নি চক্কবর্টী করা চাই, যাতে আর ও কথাটীও বল্‌বার যো না থাকে। আবার ওর সঙ্গে আর এক শত্তুরকে নিপাত ক'র্ত্তে হবে, জানিস্‌নে?

কাজ। কে? সদারং তো? তা যদি পারো, তবে কি না হয়! ও ড্যাক্‌রা যখন তখন আমাকে আর তোমাকে ঠাট্টা করে, এন্নি খট্‌মটিয়ে চায়, যেন নাড়ীর কথা দেখ্‌লে দেখ্‌লে বোধ হয়—গোল্লায় যা'ন্! গোল্লায় যা'ন্!

মহা। সেই গোল্লায় দেবার জন্তেই তো এই সব লেখা কাগজ হা'ত্‌ড়ে বেড়াই। (পাঠারম্ভ)

কাজ। একটু চেঁচিয়ে পড় না?

মহা। (গেঙিয়ে গেঙিয়ে পাঠ করিয়া) আঃ! এতদিনের পর হা'ড়্‌কাটে গলা দিয়েছে—আ'জ্ মা দুষ্টু সরস্বতী ওর ঘাড়ে চেপেছেন! আমোদ ক'রে ভাতারকে পেটের খবর লেখা হ'য়েছে—আদর ক'রে ভাতারকে আবার চোর বলা হ'য়েছে! কিন্তু জানেন না মহামায়ার মায়াবিদ্যের জোরে উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে যাবে! ভাগ্যিস্ চিটীখানা আমার হাতে

প'ড়্লো, নৈলে তো সব ফেঁসে গিছ্লো!—এই পত্র, আর সেই মোড়ক, তা হ'লেই হবে!

কাজ। কোন্ মোড়ক?

মহা। সেই যে রে, বাবু একদিন মাথার কামড়ে আপনি নিথ্তে পা'ল্লেন না, তাই ছোট বৌকে দে সদারং পোড়ারমুখোর নামে একখান পত্র নেখান; এমন সময় পোড়ারমুখো আপনিই এলো, আর সে চিটী পাঠাতে হ'লো না; সে খানা আমি যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি; আ'জ্ তার মোড়ক খানি কাজে না'গ্‌বে!

কাজ। কেমন ক'রে?

মহা। এই পত্রের মোড়ক খানা ফেলে দেব, সেই পত্রের মোড়ক খানি এতে পরাব, তা হ'লে ছোট বৌ যেন সদারংকে এই পত্র নিকেচে এম্নি হবে! তা হ'লেই এক খুরে দুজনের মাথা মুড়োবো! আয়, ঘরে গে পরামশো আঁটি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আনন্দগিরি—মহামায়ার গৃহ।

[মহামায়া ও কাজলা উপস্থিত]

মহা। কাজলমণি! আ'জ্ বাছা আমাবস্যা, আজি উত্তম!

কাজ। হ্যাঁ, এসব কাজ এম্নি দিনেই ভাল বটে, চোর ডাকা'তেরা আমাবস্যের নিশিতেই কালীপূজো দে ডাকাতি ক'ত্তে যায়!—তবে আমাদেরও তো কালীপূজো দিতে হবে?

মহা। দিতে হয় দিয়ে আয়! যাতে যত টাকা চাই, তাই দেব!

কাজ। তবে কালীপূজোর যা দেবে দেও, আর সেই নোকটার পোষাকের যা কম প'ড়েছে, তাও দেও।

মহা। কেমন নোককে ঠিক্ ক'রেছিস্?

কাজ। দেখ্‌তে প্রায় সদারং পোড়ারমুখোরি মতন! উঁচু অম্নি, কেবল রং কিছু ময়লা, হাত পা কিছু সরু, আর পেট্‌টা কিছু মোটা! কিন্তু আঁধার রেতে তার মতন জামাযোড়া গায় থা'ক্‌লে, ঠিক তারির মতনি দেখাবে!

মহা। সে যে বড় রাজি হ'লো?

কাজ। কাজলের কুহকে, আর তার নিজের দরকারে! একে তো গাঁজা গুলি মদ, তার আবার জুয়ো খেলা, এমন নোকের টাকা চাইনে তো কি তোমার আমার চাই? ওগো! টাকা বড় জিনিষ!

মহা। বেছে বেছে নোকটী জুটিয়েছিস্ ভাল, কিন্তু যেন নেশা টেসা ক'রে আসে না, তা হ'লে ঠিক্ থা'ক্‌বে না।

কাজ। হাঁ! তা কি ক'ত্তে দিই? এর জন্যে যার একশো টাকা বেশী

ক'ব্‌লিছি, নৈলে আগে তো স্থধু পাঁচশোর কথা হ'য়েছিল! (স্বগত) যো পেলে ছা'ড়্‌বো কেন? যত দুয়ে নিতে পারি!

মহা। কত রাত্রে আ'স্‌বে?

কাজ। ঠিক্ দুপুর রেতে।

মহা। কোথায় দাঁড়া'বে?

কাজ। কেন? ছোটমার ঘরের পেচনে।

মহা। তুই থা'ক্‌বি কোথায়?

কাজ। ওপরের খড়্‌খড়িতে, আর কোথায়?

মহা। ছোট বৌর ঘরে যে এখন তরলা পোড়ারমুখী থাকে, তার কি ক'র্ব্বি?

কাজ। তারে ফিকির ক'রে তাড়াবো।

মহা। কি ফিকিরে?

কাজ। বাবু আ'স্‌বেন ব'লে তারেও তাড়াব, ঘরও আঁধার ক'রে রা'খ্‌তে পা'র্ব্বো! (সহাস্থে) এত দিন যদি দূতীগিরি ক'ত্তে পেরে থাকি, আ'জ্ আর পা'র্ব্বো না?

মহা। ছোটবৌ যদি জেগে থাকে?

কাজ। তাঁরে ঘুম পাড়াবো।

মহা। কেমন ক'রে?

কাজ। এক রকম আফিমের আরক পেয়েছি, যখন চা খাবেন, সেই সঙ্গে ঢেলে দে একেবারে নিঁদিপি দেব!

মহা। ছোট বৌর যে পোষাকটী তোরে দিইছি, সেটী প'র্‌বি কখন?

কাজ। তিনি ঘুমুলে।

মহা। নীচের লোকটীর সঙ্গে কি কথা কবি?

কাজ। তা তখন শুন্তে পাবে!

মহা। ছোট বৌর মতন গলার স্থর ক'ত্তে পা'র্ব্বি তো?

কাজ। চুপি চুপি বৈ তো চেঁচিয়ে কথা নয়, তার ভাবনা কি?

মহা। এ সব বেস হ'য়েছে, কিন্তু আর একটী কাজ ক'ত্তে পা'ল্লেই ভাল হয়, সেটা আগে ওবুজাইনি—

কাজ। কি কাজ ?

মহা। আ'জ্ রাত্রে সদারং এখানে না থাকে, এমন কোনো ফিকির হয় তো বড় ভাল হয়!

কাজ। (চিন্তা করিয়া) এর আর আশ্চর্জ্জি কি ? ওর পিসী তো বেটো বামুনী—কেবল তিথি তিথি ক'রে বেড়ায়! ওর পিসী যেন মুঙেরে এসে ওরে ডেকে পাঠিয়েছে, এম্নি এক খানা চিটী সন্ধ্যের আগে যাতে ওর হাতে এসে পড়ে, তা ক'র্ব্বো অক্কন। তা হ'লে ও তখুনি মুঙেরে যাবে; ঘুরে ঘুরে রা'ত্ হবে, আর আ'জ্ আ'স্‌তে পা'র্ব্বে না!

মহা। কাজল রে! তুই আমায় মিনি মূলে কিনে রা'খ্‌লি! তুই আছিস্, তাই আছি! তুই আমার ডা'ন্ হাত—তুই আমার অন্ধের নড়ি—তুই আমার বিকারের বিষবড়ি—বাড়া আর ব'ল্‌বো কি! এখন কাজটা ক'রে তুল্‌তে পা'ল্লেই হয়।

কাজ। তুলিছি আর তুল্‌বো কি ? এতে আমার যে আহ্লাদ হ'চ্ছে গো বড় মা, তা আর কি ব'ল্‌বো!! এতে মনিষ্যি জন্মের একটা সাদও মিটিয়ে নিতে পা'র্ব্বো।

মহা। কি সাধ কাজল ?

কাজ। নিদেন দু দণ্ডের জন্যেও বড় মা'নুষের মা'গ্ হ'য়ে নেব!

মহা। দূর পোড়ার মুখি! এখন কি রং কর্ব্বার সময় ? আমি যার ভয়ে ম'চ্ছি।

কাজ। কিসের ভয় ? সব তো ঠিক হ'য়েছে!

মহা। সব হ'য়েছে কৈ ? আসল কাজ এখনো বাকী!

কাজ। আমার যা যা কর্ব্বার, তা তো সব হ'য়েছে; তোমার কাজই বাকী; তুমি এখন বাবুকে মাতিয়ে দিতে পা'ল্লেই হয়। তোমার যে বুদ্ধি, তাতে তোমার কাছে সে আর কাজটা কি ?

মহা। দেখি কি হয়—মিছে ক'রে আমার ব্যামোর খবর তো শুনিয়েছি, দেখ্‌তে একবার আ'স্‌বেই। তুই এখন স'রে যা—যেমন শিখিয়ে দিছি, ঠিক তেম্নি সময় এসে তেম্নি ক'রে ঘুরে বেড়া'স্!

কাজ। তার ভাবনা নেই।

[প্রস্থান।

মহা। (স্বগত) শক্ত পালা! এখন! এখন সামলানোই সামলানো! শুনে যে কি কারখানা ক'র্ব্বে, তার ঠিক কি? আমিও যে কি ব'ল্‌বো—কি ক'র্ব্বো, সেই ভাবনাই ভাবনা! যদি দপ্‌ ক'রে বড় জ্ব'লে ওটে, তবে চাপা দিতে হবে—একেবারে মট্‌কা না ধরে! যদি বেশী ধোঁয়া হয়, একটু ফুঁ দেওয়াও চাই! মোদ্দা যাতে কুমোরের পণটী হয়ে ওটে, তাই ক'র্ত্তে হবে—ঐ আ'স্‌চেন।

[শান্ত বাবুর প্রবেশ]

এসো এসো, তবু ভাল! আ'জ্‌ কোন্‌ ঘাটে মুখ ধুয়েছি, সেই ঘাটে নয় রোজ ধোবো।

শান্ত। শুন্‌লেম, তোমার নাকি বড় অসুখ হ'য়েছে? মাথা ধ'রেছে না?

মহা। তাই হ'ক্‌—তোমার বালাই আমার ঘাড়েই আসুক্‌!

শান্ত। কি অসুখ হ'য়েছে বল দেখি?

মহা। একটু হ'য়েছিল বটে, সেরে গেছে; আ'জ্‌ যে সুমঙ্গলের কথা টের পেলুম, তাতে কি কোনো অসুখ থা'ক্তে পারে?

শান্ত। কি সুমঙ্গলের কথা? আমি শুন্তে পাইনে?

মহা। তুমি নাটের গুরু! তুমি আর শোননি?

শান্ত। সে আবার কি?

মহা। ভেলা যা হ'ক্‌! যেন কিছুই জানেন না! ডাক্তারের মানা, তবু লুকিয়ে স্থাকয়ে এই কারখানা!

শান্ত। (সাদরে হস্তধারণপূর্ব্বক) সত্য ব'ল্‌ছি বড় বৌ! ডাক্তারের যা মানা, তা আমি কিছুই করিনি!

মহা। (সহাস্যে) ইটী তোমার মিষ্টি চাতুরী!

শান্ত। তোমার কাছে চাতুরী কখনো করিছি?

মহা। চাতুরী দু রকম আছে; টক্‌ আর মিষ্টি! টক্‌ চাতুরী সয়না, মিষ্টি চাতুরী সওয়া যায়! তাতে এবারকার চাতুরী তো খুব মিষ্টি লা'গ্‌ছে; কেননা, যে চাতুরীতে বংশরক্ষার সোপান হ'য়েছে, তাতো সৈতেই হবে!

শান্ত। তুমি হেঁয়ালি দে আমার বিদ্যা পরীক্ষা ক'র্চ্চো নাকি?

মহা। তুমি বিদ্বান্ পুরুষ—তুমি রসিক পুরুষ, আমি মুক্‌খু মেয়ে মানুষ, তায় আদ্‌বুড়ো, আমি তোমার মেয়েলি হেঁয়ালি দে কি ঠকাব? সে বরং ছোট বৌ হ'লে এক দিন সা'জ্‌তো।—আহা! তারও এখন সে রস নেই—রা'ত্ দিন কেবল গা জড়িয়ে জড়িয়ে বমি ক'রে ক'রে খুন হ'চ্চে। একে ছেলেমানুষ, তায় প্রথম, কষ্ট তো হবেই! আমারো এম্নি পোড়া মন, তার একটু অসুখ দেখ্‌লে আর বাঁচিনে! সতিনের জন্যে যে এত ক'রে ম'ত্তে হবে, তা স্বপ্নেও জা'স্তেম না!

শান্ত। তোমার এ গুণতো এ জন্মে ভুল্‌বোই না; যদি পরজন্ম থাকে, তখনো এ কথা জপমালা হবে! কিন্তু ও কথাটা কি ব'ল্লে বুঝ্‌তে পা'র্লেম না;—"একে ছেলেমানুষ, তায় প্রথম, কষ্টতো হবেই!" কিসের প্রথম? কিসের কষ্ট?

মহা। তবে সুতিাই কি তুমি শোননি? কিন্তু আমারো ভুল, যে তোমায় আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্চি। সে কি তোমায় ব'ল্‌তে পারে? সে যার আমাদের কাছেই লজ্জায় ম'রে যা'চ্চে!

শান্ত। কেন কি হ'য়েছে?

মহা। ছোট বৌ যে পোয়াতি!

শান্ত। (সবিস্ময়ে) সে কি? না! তাও কি সম্ভব? যদি দশ মাসের পূর্ব্বে হ'য়ে থাকে, তবে সম্ভব বটে। কিন্তু যদি দশ মাসের মধ্যে হ'য়ে থাকে, তবে অসম্ভব!

মহা। সবে এই পাঁচ মাস।

শান্ত। তবে কোনো পীড়া হ'য়ে থা'ক্‌বে—তা হ'লে এখনি ডাক্তার আনিয়ে দেখাতে হবে!

মহা। (সহাস্যে) আমার কাছে এত লজ্জা কেন? যা হ'য়েছে—ভালুই হ'য়েছে—যা কামনা তাই হ'য়েছে! তাতে এত অপ্রস্তুত হবার আবিশ্যক কি? বরং সুখের কথা!

শান্ত। আমি তোমার কাছে শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, তা নয়।

মহা। আমিও তোমার কাছে দিব্যি ক'রে ব'ল্‌তে পারি, হ্যাঁ তাই!

শান্ত। (সক্রোধে) এ কথা অলীক! এমন কথা আর মুখে এনোনা!

মহা। তবে নাকি মিথ্যা কথা কওনা? তবে নাকি প্রবঞ্চনা জান না?

শান্ত। (অতিক্রোধে) প্রবঞ্চনা আমার চৌধুরীবংশে স্ত্রী পুরুষে কেউ কখনো জা'ন্তোনা, কেবল আমার কপালদোষে তুমিই যা আ'জ দেখা'চ্ছো।—ছি! তোমার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মা'লো—

[কাজলা প্রবেশপূর্ব্বক যেন নষ্টদ্রব্যের অন্বেষণে ইতস্ততঃ নিযুক্তা]

মহা। (কপট কোপে) কাজলা! কি চা'স্ র্যা?

কাজ। বড় মা! চাঁপা কি এ ঘরে এইছিল?

মহা। হাঁ এসেছিল। সে কথা কেন?

কাজ। সে একখান চিটী কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। বলে ছোট মার বড় দরকারী পত্তর। বাড়ীময় খুঁজে ম'চ্চে। আমায় ব'ল্লে, হয় তো বড় মার ঘরে ফেলে এইছি, দেখে আয় দিদি ভাই! তাই আমি খুঁজ্‌ছি।

মহা। তুই যা, এখন চিঠি খোঁজ্‌বার সময় নয়—আমার ঘরে কিছু প'ড়ে ট'ড়ে নেই!

কাজ। এই যে, দোরের পাশে একখানা কি র'য়েছে না? (উত্তোলন) হয় তো এই খানাই হবে।

মহা। কৈ? দেখি—ও তো আমার ভাইপোর চিঠি নয়? বাবু! পড়ে দেখ তো? (পত্রদান)

শান্ত। না! এ যে সরলার হাতের লেখা। চাঁপা তবে এই খানাই হারিয়ে থা'ক্‌বে। দেখি, কারে লিখেছে? (পাঠ)

"পরম প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সদারং চট্টোপাধ্যায়।"

সদারংকে সরলা পত্র লিখেছে না কি?

মহা। না, এমন হবেনা! খুলে দেখ না—

শান্ত। (পত্র খুলিয়া) একটা কবিতা যে। সরলার এ বড় অন্যায়! সদারংকে কবিতা লেখা কেন? (চুপি চুপি পাঠ ও কম্প—পাঠ ও ঘন ঘন কম্প—পতন ও মূর্চ্ছা)

মহা। কাজল! শীগ্‌গির ঐ নিমেদলের শিশিটে দে।—(শিশির ঘ্রাণে শান্তবাবুর চৈতন্যোদয়) ওকে কাজল! কি চিঠি দেখালি? এখনি দুঃখি-

নীর কপালে আগুন লেগে গিছ্‌লো! হে মা কা'ল্‌কে মঙ্গলা! আমি আ'জ্‌ অবধি তোমার উদ্দেশে বে'ল্‌ভাতা নেব মা! আর ভয় দেখিও না। (শান্তবাবুর প্রতি) কেমন বাবু! এখন একটু সা'ম্‌লেছ তো?

শান্ত। (মহামায়ার কণ্ঠে বাহুবেষ্টনপূর্ব্বক সকাতরে) বড় বৌ! আমি অতি দুষ্কর্ম্ম করিছি—আমি তোমায় মন্দ বলিছি—তোমায় তিলেকের জন্যও মন্দ ভেবেছি, আমাব দোষ মার্জ্জনা কর।

মহা। সে কি? তুমি হ'লে কি? আমায় অমন কথা কেন? ওতে যে আমার অপরাদ্‌ হয়! আমি তোমার দাসী, আমায় মন্দ ব'লেছ, বেস ক'রেছ; অমন মন্দ জন্ম জন্ম ব'লো, আমি তাতে প'চ্‌বোনা! কিন্তু তুমি অমন হ'লে কেন, তা বল? ও চিঠিতে এমন কি বিষবাণ আছে, যে দেখ্‌বামাত্রেই চ'লে প'ড়্‌লে?

শান্ত। আঃ! বিষবাণই বটে! এ বিষবাণ আবার আমারি মৃত্যু-বাণ! রাবণের মন্দোদরী না জেনে দিছ্‌লো, আমার পাপিষ্ঠা মন্দোদরী জেনে দিয়েছে! তাতে শত্রুর ছল, এতে মিত্রের ছল! কেমন মিত্র? মিত্র-দ্রোহী মিত্র—বিশ্বাস-দ্রোহী মিত্র—ধর্ম্ম-দ্রোহী মিত্র—আততায়ী মিত্র! (ক্রোধে কম্পিত ও সহসা দণ্ডায়মান) আর সহ্য হয় না, এখনি প্রতীকার ক'র্ব্বো; যে বিশ্বাসঘাতক নরাধম আমার নির্ম্মল হৃদয়ে এমন বিষবাণ বিদ্ধ ক'রেছে—আর যে বিশ্বাসঘাতকী নারী পিশাচী সেই বিষ-বাণের তূণ-ধারিণী হ'য়ে এখনো আমার ঘরে ব'সে আছে, আমি এই দণ্ডেই তাদের জীবন দণ্ড ক'রে আত্মজীবন পরিত্যাগ ক'র্ব্বো! (গমনোদ্যমে মহা-মায়া কর্তৃক ধৃত ও শান্ত বাবুর ছাড়াইবার চেষ্টা)

মহা। আমার মাথা খাও, আমার রক্তে পা ধোও, আমি ম'লে হত্যে লাগে, এখন যেয়োনা; এ উগ্রমূর্ত্তিতে এখন যাওয়া হবে না, আমি প্রাণ থা'ক্তে কখনই ছেড়ে দেবনা, আমায় আগে বধ না ক'ল্লে আর কারুকে বধ ক'ত্তে পা'র্ব্বেনা! আমি আট্‌কোলেই সব বুঝিছি, এতে মড়ার রাগ হয়, তোমার তো হবেই! কিন্তু—

শান্ত। (সক্রোধে) "কিন্তু" কি? যদি বুঝেছ, তবে আর ধর কেন?

মহা। ধরি কি সাধ ক'রে? তুমি আছতো বেস আছ, রা'গ্‌লে যে

জ্ঞান থাকে না। সেই রাগের মাথায় গিয়ে কি একটা খুনোখুনি ক'র্বে, আর সেই খুনের দায় কি শেষ তোমায় হারাব?

শান্ত। আমায় তো হারিয়েছ! যে দিন বিবাহে মত দিয়েছ, সেই দিন আমায়ও হারিয়েছ, আপনিও হেরেছ!

মহা। আমি আপনিও হারিনি, তোমায়ও হারাইনি! আমি রা'খ্‌বোই রা'খ্‌বো!

শান্ত। আর কারে রা'খ্‌বে? আমি থা'ক্‌লে তো রা'খবে! ফাঁশিকাঠ থেকে দেহটা এনে রা'খ্‌তে চাও তো পাবে! তাও নয়—অত দূরও যাবে না—আমার ঘরের খড়্গাখানির নিকটেই এই শরীরের দু টুক্‌রো পেতে পা'র্ব্বে বটে! কিন্তু ব'লে রা'খ্‌ছি, আগে তাদের চা'র্ টুক্‌রো শ্যাল কুকুরকে খেতে দেবে, তার পর এই দু টুক্‌রো নিয়ে যা ইচ্ছে হয় ক'রো!

মহা। (সরোদনে) হায়! কি হ'লো? হায়! কি হ'তে কি হ'লো? হায়! তোমার এমন বুদ্ধি কেন হ'লো? দেখ আগে, শোনো আগে, বোঝো আগে, তার পর নয় যা হয় ক'রো! যদিই হয়, দূর ক'রে দেবে; পার বাঁদীর জন্যে খুনোখুনিই বা ক'র্ব্বে কেন? আপনার প্রাণই বা হারাবে কেন? আপনি বাঁ'চ্‌লে সব পাবে!

শান্ত। আর বেঁচে সুখ কি? যেবংশে কখনো কোনো কালীর আঁচড়টী পড়েনি, আমি এম্নি কুলাঙ্গার, আমা হ'তে সেই নিষ্কলঙ্ক কুলে দুরপনেয় কলঙ্ক হ'য়ে উঠ্‌লো।—হায়! আমি যারে সহোদরের অপেক্ষাও স্নেহ ক'র্তেম—যারে নরলোকে দৈবাবতার ভা'বতেম, সে যে রাক্ষস হ'য়ে আমারি'গার মাংস খাবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর। আমার এত যত্ন, এত প্রণয়, এত স্নেহ, এত দয়া মায়া কি সর্পের মুখে দুধ কলা হ'য়ে উঠ্‌লো?

মহা। এ কথা সত্যি হয় তো, তা হ'লো বৈ কি! "দুধ কলা দেও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত!" মা দুর্গা! কি ক'ল্লে মা! এখনো মিছে ক'রে দেও মা! আমি সোণার পির্‌তিমে গড়িয়ে তোমার পুজো দেব! হায়! হায়! এমন দশা কেন হ'লো? আমার শাশুড়ীর এমন পুণ্যির সংসারে এমন পাপ কেন সেঁধুলো? এ সর্ব্বনাশ হবে, তা জা'ন্‌বো কেমন ক'রে? জা'ন্‌লে নয় সাবধান হ'তেম! তা হ'লে কি ও পোড়ারমুখোকে

এতকাল এত আদর করি, না, এত বাড়ীর ভেতরে আ'স্‌তে দিই ? তা হ'লে কি ছোটবৌকে এত বেকায়া হ'তে দিই ?—যার তার সঙ্গে কথা কৈতে দিই—যেখানে সেখানে যেতে দিই—নিখ্‌তে দিই, না প'ড়্‌তে দিই ? আমি বলি, আহা ! ছেলে মানুষ, মা নেই, শাশুড়ী নেই, যাতে ভাল থাকে করুক ! হরিণ পুষ্‌ছে, খরগোশ পুষ্‌ছে, বানর পুষ্‌ছে, নিত্যি নতুন পাখী—নিত্যি নতুন জানোয়ার আনিয়ে একটা বাড়ী পুরে ফেল্‌ছে। আবার বনে যা'চ্ছে, জঙ্গলে যা'চ্ছে, পাহাড়ে উঠ্‌ছে, বৌ মা'নুষের যা না কর্ব্বার তাই ক'চ্ছে। তাতেও মনে করি, ছেলে বয়েস, এ সব ছেলে-খেলা, করে করুক ! কিন্তু এমন জাওল সাপ, তা বুঝ্‌বো কিসে ? মুখ দেখ্‌লে আর কথা শুন্‌লে বোধ হয়, যেন কোনো মা'প্‌ পাঁচ জানে না—সরলা তো সরলা—যেন সাক্ষাৎ সতী সাবিত্রী ! কিন্তু রূপ-কথায় যে শুনে-ছিলেম, রাক্ষসীরা রাজকন্যা হ'য়ে এসে দিনের বেলা লক্ষ্মী সরস্বতীকে হারিয়ে দেয়, রা'ত্‌ হ'লেই হাতীশালে হাতী খায়, ঘোড়াশালে ঘোড়া খায়, শেষে রাজপুত্তুরকেও খেয়ে চ'লে যায় ! এ যে তাই, তা জা'নবো কিসে ? তবেতো মানুষ চেনা ভার ! তবেতো কারুকেই আর পেত্যয় নেই !

শান্ত। আঃ ! সেই প্রত্যয় ক'রেই তো এই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! চোরা নদীতে বালীর চড়া দেখে, পথিক বিভ্রান্ত-মনে নির্ভয়ে চ'লে যায়, মাঝ্‌খানে ভুস্‌ ক'রে মগ্ন হয় ! হায় ! আমার সেই দশাই ঘ'টেছে !—অমৃত-সরোবর ভেবে যার কাছে তৃষ্ণাশান্তির আশায় ব্যাকুল হ'য়ে গেলেম, সে অগ্নিময়ী মরীচিকা হ'য়ে আমায় দগ্ধ ক'রে ফেল্লে !—

মহা। বালাই !

শান্ত। সুস্নিগ্ধ মৃণাল ভেবে যারে কণ্ঠহার ক'র্লেম, সে কালনাগিনী হ'য়ে দংশন ক'র্লে ! যারে দেবী জ্ঞানে সর্ব্বোপরি আরাধ্যা ক'রে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন ক'র্লেম, [illegible] অবলা রাক্ষসী হ'য়ে চর্ব্বণ-ভঙ্গীতে আমার শোণিত পান ক'র্লে !

মহা। বালাই !

শান্ত। যারে কল্প-লতা ভেবে প্রণয়বনে এত যত্নে রোপণ ক'র্লেম, সে বিষলতা হ'য়ে আমার ইহ-জন্মের সকল সুখ নষ্ট ক'রে দিলে !—

মহা। তা সত্যি বটে, কিন্তু—

শান্ত। যে বৃক্ষের নিকট কুলগৌরবরূপ মধুর ফলের আশা ছিল, তারি কোটরস্থ অগ্নিতে দাবদাহ ঘ'টে বংশকানন ছারখার ক'রে দিলে!—

মহা। (সরোদনে) হায়! শ্বশুরের বংশ রক্ষে হ'বে ব'লে কি আহ্লাদই হয়েছিল!

শান্ত। হায়! আমার কি মতিভ্রম!—যৌবনের কি আকর্ষণশক্তি!—বাহ্য-সারল্যের কি কুহক! আমি তাতে ভ্রান্ত হ'য়ে—আমি তাতে আক্রান্ত হ'য়ে—আমি তাতে মুগ্ধ হ'য়ে, এমন পতিপ্রাণা প্রিয়কারিণী প্রাণেশ্বরী মহামায়াকেও বঞ্চিতা ক'রে সেই নিরয়গামিনী মায়াবিনীকে আমার মন প্রাণ সঁপে এমন নির্ম্মল প্রেমধনের অধিকারিণী ক'রে আ'স্‌ছি!

মহা। হায়! আমি তা জেনেও জা'ন্তেম না—দেখেও দেখ্‌তেম না—যাতে তাতে তুমি সুখে থা'ক্‌লেই আমার পরম সুখ হ'তো! কিন্তু আমি সৈলে কি হবে—বিধাতা সৈলেন না—বিধাতা সুখে থা'ক্‌তে দিলেন না—

শান্ত। হা বিধাতঃ! তুমি এমন শাস্তি আমায় কেন দিলে? আমি তো জানতঃ কোনো পাপ করিনি—কারো মন্দ করিনি—কারুকে কোনো সুখে বঞ্চিত করিনি! পাপের মধ্যে একটা পাপ এই ক'রেছি—দুটী বিবাহ করিছি! বিদ্যালয়ে শিক্ষকের মুখে উপদেশ পেয়েছিলেম, যে "বহুবিবাহে বহুদোষ—এক ভিন্ন বিবাহ করা ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ!" সেই উপদেশটী লঙ্ঘন করিছি বটে, কিন্তু এমন লঘুপাপে যে এত গুরুদণ্ড, তা জা'ন্তেম না—জা'ন্‌লে ক'র্তেম না! হা দারুণ বিধি! তুমি এর চেয়ে আমার প্রাণদণ্ড কেন ক'ল্লে না?

মহা। বাবু! শান্ত হও—

শান্ত। হে বিধাতঃ! তুমি এ বিচার ক'ল্লে না যে, সে পাপ আমি আপন ইচ্ছায় করিনি—মাতৃ-আজ্ঞা-পালন আর মাতৃ-সন্তোষ-সাধন জন্যই করিছি!—মা গো! তুমি এখন কোথায়? তুমি স্বর্গে গিয়েছ, কিন্তু দেখ তোমার প্রাণধন শান্তশীল তোমার আজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম্ম পালন ক'রে, এখন নরহত্যাপাপে নরকে যায়! মা গো! তোমার নির্ম্মল বংশ রক্ষা হবার জন্য তোমার বংশধরের আবার বিবাহ দিয়েছিলে, কিন্তু

দেখ এসে, কিরূপে সেই বংশ রক্ষার সূত্র হ'য়েছে! হা! আমি কি ক'র্চ্ছি? আমি পাপ কথা স্বর্গে পাঠা'চ্ছি। পাঠা'লেই বা যাবে কেন? পাপিষ্ঠের রোদন কি স্বর্গপথে যেতে পারে? যিনি পাপময় পার্থিব সম্পর্কের অতীত হ'য়েছেন, তাঁর পুণ্যপূর্ণ কর্ণছুটী এখানকার কোনো শব্দের জন্য কি আর মুক্ত থাকে?—আগে নিজ প্রাণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, তবে সেখানকার যোগ্য হব—তবে গিয়ে তাঁর চরণ দেখ্‌তে পাব—তবে গিয়ে তাঁরে মনের দুঃখ ব'ল্‌তে পাব!—

মহা। তুমি পাগল হ'লে নাকি?

শান্ত। আর পাগল!

মহা। আমি একটা কথা বলি, শুন্‌বে?

শান্ত। কাণ আছে, বল? কিন্তু ভিতরে যায় কিনা ব'ল্‌তে পারিনে!

মহা। বলি, বেস ঠাউরে মনে ক'রে দেখ দেখি, কোনো রাত্রে, কোনো কারণে, কোনো ভুল ভ্রান্তিতে ও ঘরে গে তো—

শান্ত। আঃ! তা হ'লে এ পত্র খানা কিসের?

মহা। ভাল! ঠায় ঠিক হয়, ও পত্রে এমন কিছু কি লেখা আছে?

শান্ত। এর চেয়ে আর ঠায় ঠিক কি হবে আমার মাথা—

"তোমার গোপন মিলন, আর গোপন থাকে না।
মুক্তার ঝিনুকে মুক্তা জ'ন্মেছে, ডুবুরিয়া ডুব দিয়ে
তা ধ'র্বে। অতএব যেমন চুরি ক'রে এসে থাক,
তেম্নি ক'রে আ'জ্ রাত্রে আ'স্‌বে, পরামর্শ ক'র্ব্বো!"

হায়! মুখ দে এ কথা বেরোবার সময় প্রাণ সে বেরিয়ে গেলনা, এইটাই আশ্চর্য্য!

মহা। তবে তো এ পত্র পাঠা'লে, চোর আ'স্‌তে পারে? আমার মাথা খাও, সেই পর্য্যন্ত কোনো রকমে ধৈর্য্য ধ'রে এই ঘরে শুয়ে থাক, রা'ত্ হ'লে হাতে নোতে ধর, ধ'রে তখন যা হয় ক'রো, বারণ ক'র্ব্বো না।

কাজ। (মহামায়াকে জনান্তিকে, কিন্তু শান্ত বাবুর শ্রুতিযোগ্য স্বরে) বড় মা! আর কেন বাড়াও? যদ্দুর জেনেছেন, তাই বরং ঢা'ক্‌বার ফিকির দেখ, আর কেঁচো খুঁড়োনা, সাপ বেরোবে!

শান্ত। (সক্রোধে লম্ফ দিয়া উঠিয়া কাজলার গলা টিপিয়া) হারাম-জাদি। তবে তুই সব জানিস্। ব'ল্‌বি তো বল্, নৈলে গলা টিপে তোরে মেরে ফেল্‌বো।

কাজ। বাবা! তুমি তো সব জেনেছ, তবে কেন আর আমায় ছুষী কর?

শান্ত। (সজোরে গলা টিপিয়া) এখনো যদি না বলিস্ তবে তোরে দিয়েই খুনের সুরু করি।

কাজ্। বলি, বলি, ছাড়, ছাড়—

শান্ত। (অল্প ছাড়িয়া) কি দেখিছিস্, কি শুনিছিস্ বল্?

কাজ। আমার স্বচক্ষে দেখ্‌বার মধ্যে ছুদিন খানি!—তুমি বাপের ঠাকুর্দা, তোমার কাছে মিছে কব না—এক দিন জয়ার মার ছেলের জন্মে কা'নাচে বাল্‌সার গাছ তুল্‌তে গিছি—সে নাকি নিশি রা'ত্ নৈলে হয় না—ওমা! দেখি সদারংবাবু ছোটমার ঘরের নীচে দাঁড়িয়ে শীশ দিচ্ছেন! আমার পায়ের সাড়া পেয়ে একটু আড়ালে গেলেন। আমার বুকের ভেতর ধুক্‌পুকুনি হ'লো, বলি, ইনি এত রেতে এখানে কেন? এই ভেবে আড়ালে গে লুকুলুন। খানিক গৌণে দেখি ছোট মা খড়্‌খড়ী খুলে, এ দিক্ ওদিক্ চেয়ে, একটা রেসমের সিঁড়ী ফেলে দে আস্তে আস্তে ব'ল্‌তে লা'গ্‌লেন, "জল এগিয়ে এলো, তেষ্টা কৈ?" অমি সদারংবাবু একটা ঝোপ থেকে সড়াৎ ক'রে এসে সিড়ি দে ওপরে উট্‌লেন, খড়্‌খড়ীও বন্ধ হ'য়ে গেল!—তার পর একদিন—

শান্ত। বশ্! বশ্! আর কাজ নেই—যথেষ্ট হ'য়েছে! তুই আপনার কাজে যা—

[কাজলার প্রস্থান।

বড়বৌ! আমি তোমার কথাই শুন্‌লেম!

মহা। আমার কথা শোনো যে সব দিগে ভাল হবে।

শান্ত। তবে সেই পাপাত্মার কাছে এই চিঠি পাঠিয়ে দেও। তোমাতে আমাতে রাত্রে গিয়ে সেই কা'নাচে দাঁড়াব। স্বচক্ষে দেখ্‌বো—যত হ'য়েছে বলি, তাও সবে—একখানি তীক্ষ্ণ-ধার তরবার আমার হাতে

থা'ক্‌বে, সেই নর-পশুর বলিদান ক'রে এসে, ঘরের পোষা ছাগলীকেও কা'ট্‌বো! এখন তুমি যাও—আমি একা থাকি—দোরে চাবি দে যাও—যেন আর কেউ আসে না!

মহা। আর কেউ আ'স্‌বে না, কিন্তু একা থাকাও হবে না—চিঠি দিয়েই আমি আ'স্‌ছি!

[দ্বাররোধপূর্ব্বক প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনন্দগিরি—সয়লার গৃহপশ্চাতে বনভূমি।

(মেঘ, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত)

[মহামায়া ও অসি-হস্ত শান্ত বাবুর প্রবেশ]

মহা। এই গাছের আড়ালে এসো।

শান্ত। দুজনে দু গাছের আড়ালে থাকি।

মহা। না, এক ঠাঁই দুজনে। (উভয়ের বৃক্ষান্তরালে স্থিতি) রা'ত্ কত?

শান্ত। দুই প্রহর।

মহা। তবে হয় তো এলো ব'লে।

শান্ত। (অসি আস্ফালনপূর্ব্বক) আঃ! এলেই তো হয়!

মহা। এখানে কিছু ব'লোনা। আগে উঠুক, ঘর ঢুকুক, আপনার কায়দায় পেয়ে যা হয় ক'রো।

শান্ত। তত বিলম্ব কি সবে? (অসি আস্ফালন)

মহা। চুপ কর—আ'স্‌ছে বুঝি।

[ধীরে ধীরে ভাক্ত সদারং আসিয়া খড়্‌খড়ীর নীচে দণ্ডায়মান হইয়া শীশ দেওয়া]

শান্ত। (স্বগত) আঃ! পাপিষ্ঠ!

[খড়্‌খড়ীতে সরলা-বেশধারিণী অবগুণ্ঠনবতী কাজলার প্রবেশ]

কাজ। (মৃদুস্বরে) এসেছ ?

ভা, সদা। (ঐ স্বরে) এ দুর্য্যোগে কি আসা যায় ? কি করি, তোমার আজ্ঞা !

কাজ। তবে ফেলি ?

ভা, সদা। শীঘ্র ফেল, বড় বজ্রাঘাত।

কাজ। এই ন্যাও। (রেসমের সিঁড়ি নিক্ষেপ) দেখো, সাবধান।

ভা, সদা। কিসের ?

কাজ। বড় আঁধার, যেন প'ড়োনা।

ভা, সদা। এক দিন দৈবাৎ পড়িছি ব'লে কি রোজ্ প'ড়্‌বো ? রাবণ স্বর্গের সিঁড়ির জন্যে আপ্‌শোষ ক'রে ম'রে গেছেন, কিন্তু প্রিয়ে ! তোমার গুণে আমার তাও হ'য়েছে ! স্বর্গের এমন সুপথ থা'ক্তেই বা প'ড়্‌বো কেন ?

শান্ত। (স্বগত) কিন্তু আ'জ্ তোরে নরকের সিঁড়িতেই না'ম্‌তে হবে !

কাজ। কৈ ? উঠ্‌ছো না যে ? আর দেরি কর কেন ?

ভা, সদা। উঠ্‌বো কি ? সব্দ হ'চ্ছে—বিড়্‌বিড়্ আওয়াজ—গাছের আড়ালে—ঐ যে—বটেই তো—

[বেগে প্রস্থান।

শান্ত। (তৎপশ্চাৎ ধাবমানকালে বৃক্ষমূল লাগিয়া পতন) হাঃ পরমেশ্বর ! কি ক'ল্লে ? এমন সময়, এমন বাধা ! (উঠিয়া ধাবমান)

মহা। যেয়োনা, যেয়োনা, আর যেয়োনা, আঁধার রা'ত্, চা'রদিকে বন, তুমি একা—

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনন্দগিরি—সরলার গৃহ।

(সরলা নিদ্রিতা, কাজলা দণ্ডায়মানা)

[মহামায়ার প্রবেশ]

মহা। কাজল! শীগ্‌গির ক'রে আলো নিয়ে আয়; আঁধারে এসে কাবে কা'ট্‌তে কারে কেটে ফেল্‌বে।

কাজ। ওমা! কাটাকুটি হবে নাকি? আমি তো বাপু তা দেখ্‌তে না'র্‌বো—আমি পালাই!

মহা। ওরে না—কা'ট্‌তে দেব না; যাতে তাঁর প্রাণে টান পড়ে, এমন কাজ কি ক'ত্তে দিই? তুই একটা আলো নিয়ে আয় না।

[কাজলার প্রস্থান ও আলো লইয়া পুনঃপ্রবেশ]

মহা। কাজল! আলো রেখে স'রে যা; একে আগুনখেগো হ'য়ে আ'স্‌ছে, তোরে দেখ্‌লে আরো জ্ব'লে যাবে!—ওমা! এখনো তুই সেই কাপড় প'রেই আছিস্? যা যা, শীগ্‌গির যা।

কাজ। (স্বগত) এ কাপড় কি ঝপ্‌ক'রে ছাড়ি? ছ দণ্ড প'রেই নিই!

[প্রস্থান।

মহা। (স্বগত) এখন বিসর্জ্জন! আহা সুখও হ'চ্ছে, দুঃখুও হ'চ্ছে! সতিন ব'লেই সুখ, নৈলে এমন নোকের এমন নিপাতে দুঃখু হবারি তো কথা! সতিন ব'লেই যা বলি আর যা করি, নৈলে ধর্ম্মকথা ব'ল্‌'ত গেলে, এমন সুধারার মেয়ে আর জন্মায় না—যেমন রূপ, তেম্নি গুণ! অতি বড় দুষ্‌মনেরো সতিন যেন হয় না, কিন্তু যদি কারো কপালের লেখনই থাকে, সে যেন এম্নি সতিনই পায়! যখন যা বলিছি, তাই ক'রেছে। এমন কি কেউ করে? আহা! যেন নিভাজ স্বর্ণ-পির্‌তিমে খানি শুয়ে আছে! কিছুই জানে না—কোনো দোষেই দুষী নয়! এমন সোণার পির্‌তিমে বিসর্জ্জন দিতে, আমি যে সতিন, আমার মনেও ক্লেশ

হ'চ্চে! কিন্তু অনেক দূর এসেছি, আর ফেরা যায় না! যে কোনো কাজই হ'ক্ শেষ রক্ষেই রক্ষে! এ মায়া মিছে মায়া। মহামায়ার আবার মায়া কি রে? মায়া! তুই দূর হ! যে ডাইনীর মায়াকে এতকাল পুষে রেখেছি, সেই থা'ক্! বাঘিণী কি হরিণীকে ধ'রে এনে খাবার সময় মায়া ক'রে থাকে? আর আমারি বা দোষ কি? ও উড়ে এসে জুড়ে ব'স্‌লো কেন? আমার ওপর তাঁর এতটা ভালবাসা ছিল, ও এসে তা কেড়ে নিলে কেন? আমি তো আগে কিছু করিনি—পরক দেখিছি, সন্দ ঘুচিইছি, তবে এ সব করিছি—তবে দিব্বি করিছি! সে দিব্বি কি ভুল্‌বো? কখনই না, কখনই না!—ঐ বুঝি আ'স্‌ছেন। এসেই রাগের ভরে ছুঁড়ীটেকে যদি কেটে ফেলেন, এই বেলা আ'গ্‌লে দাঁড়াই—

[অসি হস্তে শান্ত বাবুর প্রবেশ]

শান্ত। ওখান থেকে সর, নিষ্কণ্টক হই। (হননোদ্যত)

মহা। (উদ্যত বাহু ধারণপূর্ব্বক) তা হবে না, স্ত্রীহত্যে ক'ত্তে পাবে না!

শান্ত। স্ত্রী-হত্যা! দুষ্টা ভার্য্যা আবার স্ত্রী কি? তার বধে আবার পাপ কি? দুষ্টা ভার্য্যা আর শঠ মৈত্র, এরা কাল সাপ; তাদের বিনাশে কোনো শাস্ত্রে নিষেধ নাই! যে সাপ পালিয়েছে, তারে গর্ত্ত খুঁড়ে বা'র্ ক'র্ত্তে হবে, যারে হাতে পেয়েছি, তারে আর ছাড়ি কেন?

মহা। তা হবে না; কা'ট্‌তে পাবে না। আগে আমায় কাট, তবে ওরে কা'ট্‌বে; আমি থা'ক্তে তা হবে না।

শান্ত। তবে কি ঐ পাপমুখ আবার দেখ্‌তে বল?

মহা। দেখ্‌তে না পার, দূর ক'রে দেও; কাটাকুটি হবে না—আমার মাথা খাও, ছেড়ে দেও। (অসি কাড়িয়া নিক্ষেপ)

শান্ত। দেখ ওর কত বড় নষ্টামি! এম্নি কপট ঘুম ঘুমুচ্ছে যেন কিছুই জানে না! (চীৎকারপূর্ব্বক) তুমি ছাড়, এ ভণ্ডামি আর সয় না—বিষের জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ পুড়্‌ছে!

সর। (আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া) একি?

শান্ত। দূর পাপীয়সি! দূর কুল-রাক্ষসি! দূর কালামুখি! চ'ক্ মেলে আবার চা'চ্ছিস্! মুখ তুলে আবার কথা কচ্ছিস্! এখনো বেঁচে আছিস্! এখনো গলায় দড়ি দিস্ নি! এখনো পৃথিবীকে পাপের ভার বওয়াচ্ছিস্?

সর। দিদি! এ উন্মাদ-রোগ আবার কখন্ হ'লো? ভগবান কি এক রোগ থেকে মুক্ত ক'রে তার চেয়েও শক্ত রোগে ফেল্লেন?

মহা। ছোট বৌ! তুই উঠে যা, এখন কিছু বলিস্ নে।

শান্ত। দূর হ! দূর হ! লোকালয় ছেড়ে যা, গলায় দড়ি দিগে যা! নয়তো নারকী পুরুষদের ক্রীড়ার কৃমি হ'গে যা।

সর। এ কি? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পা'চ্ছিনে!

শান্ত। ওরে মায়াবিনি! ওরে ব্যভিচারিণি! তুই এত কপট মায়া কবে শিখ্‌লি? তোর মুখ দেখে বোধ হ'তো, সরলা তো যথার্থ সরলা। এখনো এম্নি মুখের ভঙ্গী দেখা'চ্ছিস্, যেন সেই সরলা—যেন কিছুই জানিস্‌নে!—উঃ! তুই কি ভয়ঙ্করী নারী! তোর মতন এত সরল মুখ দেখিয়ে এত গরল ঢেকে রা'খ্‌তে এ জগতে আর কেউ পারিনি! কিন্তু রে পাপিষ্ঠা! পাপ কাপ ক দিন! তোর বাহ্য চাতুরী এতকাল যা গোপন ক'রে রেখেছিল, তোর গর্ভের জারজ সন্তান তা প্রকাশ ক'রে দিলে!

সর। "ব্যভিচারিণী!" "জারজ!" এই দুটী কথার তো আর কোনো অর্থ নাই! তবে কি কাজলা আমায় মজিয়েছে? আমারো কি এমন সর্ব্বনেশে ভুল হ'য়েছে? না, তা হ'তে পারে না—

শান্ত। হাঁ, সেই তোরে মজিয়েছে—সেই আ'জ্ হাতে নোতে ধ'রে দিয়েছে—তুই তার ক'র্ব্বি কি? তোর "চোর-চূড়ামণিই" বা তার ক'র্ব্বে কি?

সর। তবে সে পত্রখানি তোমারি হাতে প'ড়েছে? আমি বলি হারিয়ে গেছে—

শান্ত। ওরে দুকাণকাটা বেহায়া! সে পত্র আমার হাতে না প'ড়্‌লে, চোর এসে যে চুরি করে, তা জা'ন্‌লেম কিসে? আর সিংহলের শুক্তিতে যে বিলাতী মুক্তা জ'ন্মেছে, তাই বা টের পেলেম কেমন ক'রে?

সর। হা পরমেশ্বর! কি ক'র্ল্লে? (খট্টা হইতে পতিতা)

শান্ত। এ মায়াবিনী দুশ্চারিণীর কপট মায়া আর সৈতে পারিনে!

(সক্রোধে মহামায়ার হস্ত ছাড়াইয়া সরলাকে পদাঘাত পূর্ব্বক) দূর হ! দৃষ্টির বাইরে যা! বাড়ী ছেড়ে যা! ধিক্‌জীবনের মায়া থাকে তো আমার অসির কাছ থেকে এখনি যা! তোর যোগ্য স্থান বাজার রূপ নরকে যা!

সর। (রোদন করিতে করিতে উঠিয়া) আমি যাই—আমি অপবিত্রা হ'য়েছি, আমায় আর তুমি স্পর্শ ক'রো না—যদি কর, তবে একবার মাত্র শেষস্পর্শ এই অসি দে কর—হস্ত পদে আর ক'রো না—আমার পাপশরীর আর তোমার পবিত্র স্পর্শের যোগ্য নাই! (গমনকালে) হে অন্তর্যামী ভগবান! তুমি জানো, আমার শরীর ঘোর পাপে দুষ্ট হ'য়েছে, কিন্তু আমার আত্মা নিষ্পাপ আছে। আমি সেই পাপ-দেহকে পাপের স্থান এই পৃথিবীতে এখনি রেখে যাব, কিন্তু আমার নিষ্পাপ আত্মাকে তুমি দয়া ক'রে গ্রহণ ক'রো!

[প্রস্থান।

মহা। (সরোদনে) হায়! হায়! বুক ফেটে যায়। এখন আর পেত্যয় না করি কিসে? আপন মুখে কবুল ক'রে গেল! হায়, এমন ছোট বৌর এমন পির্ব্বিত্তি কেন হ'লো?

শান্ত। (সক্রোধে) বড়বৌ! কান্নাকাটনা রাখো, আমি যা বলি তাই কর, নৈলে বড় প্রমাদ হবে; আমার খুন চেপেছে! ওরে বাড়ীর বা'র্ ক'রে দে এস; নৈলে এই অসি ওর শরীরকে খণ্ড খণ্ড ক'রে আমার দেহ-কেও দুখণ্ড ক'র্ব্বে! (গবাক্ষে গমন)

মহা। কি করি? আমি কোন্ দিক্ রাখি? এখন আমার মরণ হ'লেই বাঁচি!

[প্রস্থান।

শান্ত। (নিস্তব্ধভাবে কিয়ৎকাল পদচারণাত্তে স্বগত) এ কি?— আমার প্রাণ এমন কাঁদে কেন? দুষ্টের দমন ক'রে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এত কুণ্ঠিত হয় কেন? আমার অন্তরাত্মার গভীর তলা থেকে কে যেন ডেকে ব'ল্‌ছে —"হায় কি ক'র্লে! ওর মুখ তো দেখ্‌লে—ও কি দোষী?"—ভাল! এরূপে আমাকে ভৎ'সনা ক'র্চ্চে কে? বোধ হয় পূর্ব্বপ্রেম—পূর্ব্বস্নেহ— পূর্ব্বদয়া! না, তারা তো এখন আর কেউ নাই! তারা থা'ক্‌লে অনুরাগ

দেখা দিত! কিন্তু এখন তো অনুরাগের লেশ মাত্রও নাই, এখন বরং রাগ আর ঘৃণার সময়! এ সময় তবে এমন কথা কে বলে? কিছুই বুঝ্‌তে পা'র্চ্ছিনে! যে বলুক, ও কথা আর শুনিনে! এমন সকল চাক্ষুষ প্রমাণের কাছে আবার অন্য বিতণ্ডা কি? দূর হ'ক্, ও কথায় আর কাজ নাই; জীবনের সুখের তো শেষ হ'লো—তুষ্ণীম্ভাব যখন সার হ'লো, তখন আর হিতাহিত বুঝেই বা কি হবে? আর কাপুরুষের মতন এমন ক'রে দাঁড়িয়ে ভা'ব্‌লেই বা কি হবে?

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুক্তিপুর—পান্থশালার সম্মুখ।

[রসিকবাবুর প্রবেশ]

রসি। (স্বগত) সূর্য্যোদয় হ'লো, আর কেন? যাওয়া যা'ক্। চির দিন দৈবাধীন দুঃখ পেয়েছি, এখন আর ইচ্ছাধীন কেন? গত তিন রা'ত্ যে দুঃখে কাটিয়েছি, তাতে সুখের দিন সম্মুখে পেয়ে কি আর হেলা ক'র্ত্তে আছে? কা'ল্ রাত্রে তত ঘোর দুর্য্যোগ না হ'লে, পান্থশালার চেটাইতে কি অমন ক'রে শয্যা-কণ্টক সহ্য করি? তা নৈলে কি এই দুই ক্রোশের ব্যবধান আমায় আনন্দ-গিরির আনন্দ-শয্যায় বঞ্চিত্ রা'খ্তে পা'র্ত্তো? তা নৈলে এতক্ষণ সেই সুখশয্যা থেকে উঠে কি সুখই ভোগ ক'র্ত্তেম!—আ'জ্ শান্ত বাবুর জন্মোৎসব, সেজন্য মহামায়ার বিশেষ অনুরোধ! আ'জ্ তরলার চাতকব্রত উদ্যাপন, সেজন্য প্রেমের বিশেষ অনুরোধ! আ'জ্ সরলার পঞ্চামৃত, সেজন্য তরলার বিশেষ অনুরোধ! এত অনুরোধেও, মন তুমি, আমার চরণকে তোমার গতি দান ক'র্চ্চো না?

(গীত)

রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতালা।

দেখ রে মনপথিক, বিভাবরী পোহাইল।
পরিয়ে অরুণ-ভূষা, রূপসী উষা আইল॥
মধুকর মধু আশে, চলিল কমল পাশে,
বিয়োগীরে উপহাসে, গুঞ্জরব শুনাইল।১।

শিখিয়ে তাহার কাছে, আর কি থাকিতে আছে?
বিচ্ছেদেরে রাখি পাছে, আনন্দ-শেখরে চল।
যে তোর প্রাণপদ্মিনী, আছে তথা একাকিনী,
তোর লাগি বিষাদিনী—বিরহিণী সচঞ্চল।২।

রজনী প্রভাতা দেখি,　　　শাখী ছেড়ে যত পাখী,
কলরবে সুধা মাখি, গগনপথে উড়িল।
তুমিও প্রভাতী তানে,　　　প্রমোদিনী গুণ গানে,
প্রেম-কথা আলাপনে, প্রেম-বনে উড়ে চল। ৩।

[সদারঙের প্রবেশ]

রসি। একি? সদারং বাবু যে? এ যে নিতান্তই অভাবনীয়, আ'জ্ আমার সুপ্রভাত! নচেৎ এমন স্থলে, এমন সময়ে, হঠাৎ কি সাক্ষাৎ হয়? সব মঙ্গল তো? না, তোমার ভাব দেখে যে ভয় হ'চ্ছে। যে মুখে সর্ব্বদা হাস্য, সর্ব্বদা রহস্য, সে মুখ এত অপ্রসন্ন, এ কখনই সুচিহ্ন নয়! ওকি? আবার দীর্ঘ নিশ্বাস যে? এর কারণ কি? শীঘ্র বল—নৈলে চিন্তা-রাহু আমার গ্রাস করে।

সদা। রসিক বাবু! কি ব'ল্‌বো? অমৃত গরল হয় কখনো শুনেছেন? জলের দাহিকাশক্তি কি দেখেছেন? দুর্গন্ধ পদ্ম, উত্তপ্ত চন্দ্র, কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুৎ, কর্কশকণ্ঠ কোকিল, এ সব কি দেখা হ'য়েছে? যদি পূর্ব্বে কখনো না হ'য়ে থাকে, তবে আ'জ্ দেখ্‌তে পাবেন—এখনি শুন্তে পাবেন!

রসি। সদারং বাবু! তোমার মুখ দেখে চিন্তা আমার স্পর্শ মাত্র ক'রেছিল, তোমার কথায় এখন সর্ব্বগ্রাস ক'র্লে! দয়া ক'রে ভাই, ত্বরায় মুক্ত কর।

সদা। রসিক বাবু! কি ব'ল্‌বো? ব'ল্‌তে বাক্য এসে না; সতী অসতী হ'য়েছে! বন্ধু শত্রু হ'য়েছে! চির বিশ্বাসী জন অবিশ্বাসী হ'য়েছে! নির্ম্মল কুল কলুষিত আর নিষ্কলঙ্কী কলঙ্কী হ'য়েছে! সকলের প্রিয়, সকলের পূজ্য, এমন দুটী মহাপ্রাণও যেতে ব'সেছে! আবার সেই সঙ্গে আ'জো অলোকদর্শী অপাপস্পর্শী জরায়ুবাসী একটী নির্দ্দোষী জীব-হত্যারও আয়োজন হ'য়েছে—কি এতক্ষণ বা হ'য়েই গেছে!

রসি। কি সর্ব্বনাশ! এ ঘটনা কোথায়? তোমার কোনো আত্মীয়ের নাকি?

সদা। এমন আত্মীয় নয়—যাঁদের সঙ্গে আমার এবং আপনারও অভেদাত্মা সম্বন্ধ!

রসি। হা ভাগ্য! কি শুনি! এ যে দেখ্‌ছি, আমার তরলার প্রাণের সরলার কোনো কুসংবাদ!

সদা। যা ভেবেছেন, সেই সর্ব্বনাশই বটে!

রসি। কেন? কিসে কি হ'লো? হঠাৎ কি সূত্রে এমন কি সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌লো?

সদা। কি চক্রে এমন হ'য়েছে, তা ব'ল্‌তে পারিনে। কিন্তু যা ঘ'টেছে, তার যতদূর জা'ন্তে পেরেছি, অবক্তব্য হ'লেও তা আপনার কাছে বলা উচিত।

রসি। তবে আনুপূর্ব্বিক বল।

সদা। কা'ল্ অপরাহ্নে একখানি পত্র পেলেম, সে পত্র আমার পিসী-ঠাকুরাণীর জবানি; তিনি যেন মুঙ্গেরে এসে র'য়েছেন, পরদিন প্রত্যূষে কাশী যাবেন, তাই পত্রপাঠ আমায় মুঙ্গেরে যেতে ব'লেছেন। পত্র পেয়ে তাড়াতাড়ি গেলেম, যেতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। যে ঠিকানা লিখেছিলেন, সেখানে নাই—প্রতি ঘাটে প্রতি নৌকা খুঁজে দেখ্‌লেম, কোথাও পিসী নাই! খুঁজ্‌তে অনেক রা'ত্ হ'য়ে প'ড়্‌লো। তখন গুরুতর সন্দেহ, নানা ভাবনা, কত রকম আশঙ্কাও হ'তে লা'গ্‌লো। একে আঁধার রা'ত্, তায় ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, সে সময় আনন্দ-গিরিতে ফিরে যেতে গেলে প্রাণ হাতে ক'রে যেতে হয়। বিশেষতঃ মুঙ্গেরের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয়, তাঁর কাছে না থেকে বিপদেই বা যাব কেন? সুতরাং তাঁর বাড়ীতেই রাত্রি যাপন ক'রে প্রত্যূষে উঠে—

রসি। কৈ সদারংবাবু, যা শোনালে তার মধ্যে তো সে ঘটনার কোনো ছন্দাংশও দেখিনে। এ সব ত্যাগ ক'রে একবারে মূল বিষয়টী ব'ল্লেই ভাল হয় না?

সদা। না, রসিকবাবু! যা ব'ল্লেম, এ বাজে কথা নয়। এ গুলি না শুন্‌লে, আপনি মূল বিষয়ের সত্যাসত্য ভেদ ক'র্ত্তে পা'র্ব্বেন না—দোষী নির্দ্দোষী চিনে নিতে পা'র্ব্বেন না—

রসি। তবে প্রয়োজন মত বল।

সদা। প্রত্যূষে উঠে আনন্দ-গিরি চ'ল্লেম। মুঙ্গের ছেড়ে খানিক দূর

গে দেখি, চাঁপা মুখ ঢেকে কাঁ'দ্‌তে কাঁ'দ্‌তে আ'স্‌ছে। তটস্থ হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'র্লেম, "ব্যাওয়া কি?" ব'ল্লে "ব্যাওরা কি কিছু জান না? এমন ক'রেও এত বড় ঘর মজাতে হয়? তোমার মুখ কি আর দেখ্‌তে আছে? আমি গরিব, কিছু জানিনে, আমার প্রাণ নিয়েও টান পাড়িয়েছ?" আমি শুনে একবারে অবাক্! তা দেখে সে আরো অমাগ্ন ক'রে আরো অদন্ত কথায় আমার ভৎর্সনা ক'র্ত্তে লা'গ্‌লো। শুনে প্রথমে তো রাগ হ'লো, পরে আপনা আপনিই ঠাণ্ডা হ'য়ে, তারেও ঠাণ্ডা ক'রে কা'ল্‌কের রাত্রের ঘটনা যা শুন্‌লেম, তাতে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যা'চ্ছে!

রসি। সে ব'ল্লে কি?

সদা। (চতুর্দ্দিক চাহিয়া) সে যা ব'ল্লে, যদিও এখানে কেউ নাই, তবু আপনার কাণে কাণে ব'ল্‌তে হবে। (কিয়ৎক্ষণ কাণে কাণে কথা) এই তো শুন্‌লেম ওদিগের কথা, আবার নাকি চাঁপাকেও দূতী জ্ঞানে তিনি কা'ট্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলেন, কেবল লুকিয়ে থেকে সে বেঁচে গেছে। ভোর বেলা তাই সে পালিয়ে আ'স্‌ছিল, আমার সঙ্গে পথে দেখা। সে নির্ব্বোধ, আমার দোষ সত্য ভেবেছিল, তাই আমায় এত ভৎর্সনা! তার মুখে সমুদায় শুনে আমিও ভা'ব্‌লেম, শান্ত বাবুর এত রাগের সময় আমার যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু দূরে থেকে তাঁর ঘোর বিপদের সীমা দেখে মৃতপ্রায়—অজ্ঞানাবস্থায় কোন্ দিগে যে আ'স্‌ছিলেম, তা জানিনে। মরীচিকাময়ী মরুভূমি ভ্রমণকালে পথিক যেমন বৃক্ষচ্ছায়া আর জলপূর্ণ কূপদর্শনে পরম সুখী হয়, আপনার দর্শনে আমারও এখন ঠিক সেইরূপ হ'য়েছে। কিন্তু অন্য পক্ষে আবার বিচারকের সম্মুখে চৌর্য্যাপবাদ-গ্রস্ত সাধু ব্যক্তি যে ভাবে দাঁড়ায়, আমি সেইরূপ কম্পিত-দেহে আপনার সূক্ষ্ম বিচারের অপেক্ষা ক'র্চ্ছি, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অকম্পিত আছি!

রসি। হায়! কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়েছে—কি সর্ব্বনেশে চাতুরীই খেলেছে—স্ত্রীলোকের অসাধ্য কিছুই নাই!

সদা। আপনিও কি তবে সরলাকে দোষী বুঝ্‌লেন?

রসি। সরলা যদি দোষী হয়, তবে এজগতে নির্দ্দোষী নাই!

সদা। তবে কেন এমন কথা ব'ল্লেন ?

রসি। আমি ব'লছি, মহামায়ার মত স্ত্রীলোকদের অসাধ্য কিছুই নাই! সেই মায়ারূপিণী মহামায়ার মায়াচাতুরী সব বুঝিছি, এখনি তা ভা'ংবো—তার যাদুবিদ্যার মূল দেখিছি, এখনি তা তুলে ফেল্‌বো—তার কুমন্ত্রণা কাটাবার মন্ত্র পেয়েছি, এখনি গিয়ে ঝাড়াবো—তার প্রতারণা-ভাণ্ডারের চাবির সন্ধান পেয়েছি, এখনি খুল্‌বো—খুলে, তার বিষাক্ত কুহকাস্ত্র তার মস্তকেই হা'ন্‌বো! কিন্তু ততক্ষণ সরলা বাঁচে কিসে ? যে কাচের গায় একটু আঁচ সয়না, সে মণি কি এত উত্তাপেও অক্ষয় আছে ?—সরলা এখন কোথায়, তা কিছু শুনেছ ?

সদা। শুনলেম বনের দিকে গেছেন, কিন্তু বেঁচে আছেন কিনা তা কেউ ব'ল্‌তে পারে না!

রসি। হা প্রিয়ে তরলে! তুমি এত দুঃখের পর এত সুখ পেয়েও সে সুখে বঞ্চিতা হ'লে! হায় কি করি ? কোথায় যাই ? সরলাকে কোথায় পাই ?

সদা। আপনি আগে বলুন, মহামায়ার মায়াপ্রপঞ্চ কিরূপ ? আর কিরূপেই বা তা জা'ন্‌লেন ? তার পর সরলার সন্ধান করা যা'ক্।

রসি। কা'ল্ এই পান্থশালায় আমার রাত্রি-বাস হ'য়েছে। নিদ্রাসুখ তিলকের তরেও হয় নি। মাঝে মাঝে গান গা'চ্চি, আর আশপাশের লোক কে কি ব'ল্‌ছে, তাই শুনে আশপাশ ক'চ্চি। আমার কাম্‌রার ঠিক দক্ষিণ ধারের কাম্‌রায় এক বেদে আর এক বেদিনী শুয়েছিল; মধ্যে কেবল একখানি সামান্য বেড়া মাত্র ব্যবধান। সুতরাং তাদের কথোপকথন সকলই শুন্তে পেলেম। বেদিনী তার স্বামীকে ব'ল্লে "আমাদের কপাল ভাল, এখানে এসেছি! আর বছর কাশীপুরের এক বড় মানুষের বৌকে এক রকম ঔষধ দিছ্‌লেম, তাতে সে আমাকে অনেক টাকা দেয়। আ'জ্ সন্ধান পেলেম তারা এখানে এসেছে। সীতাকুণ্ডের কাছে একটা পাহাড়ের উপর তাদের বাড়ী ঘর আছে, তারা সেখানে এসে র'য়েছে। এখন সেখানে গে তার সঙ্গে দেখা ক'ল্লেই বেস হাত লা'গ্‌তে পারে, কেননা তার ভয়ও যত টাকাও তত!" তখন তার স্বামী জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "কি

রকম ঔষধ?" বেদিনী ব'ল্লে, "জাননা? সেই গুঁড়ো, যা খাওয়ালে মানুষ ঘুমের ঘোরে ঘুরে বেড়ায়, যারে ভালবাসে তারির কাছে যায়, আর তিন চা'র্‌দিন মাথার কামড়ে অস্থির হয়।"

সর্‌লা। হা ঈশ্বর! শান্তবাবুর শিরঃপীড়ার সঙ্গে এই বর্ণনার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই! তবে নিশ্চয়ই সেই ঔষধ খাইয়ে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে! তার পর চিঠি আর কা'নাচের সদারং জাল ক'রে দেখিয়েছে! এখন সে বেদেনীকে পাবার কি?

রসি। তারা এখনো এই পান্থশালার ভিতরেই আছে। চল, যত টাকা চায়, তাই স্বীকার ক'রে তাদের সাক্ষ্য ক্রয় করি গে।

সর্‌লা। সুধু কথার সাক্ষ্যতে হবে না, সেই ঔষধও নিতে হবে; আ'জ্ রাত্রে তরলা আর সুশীলার দ্বারা সে ঔষধ বাবুকে খাওয়াতে হবে; তাতে তিনি নিদ্রাবস্থায় অবশ্যই উঠে বেড়াবেন, কি অন্য ঘরে যাবেন, তখন তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে এই সর্ব্বনেশে অদ্ভুত কুহককাণ্ড প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে হবে। আমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর সম্মুখে যাব না। আপনি গিয়ে এই সব যোগাড় করুন, ইতিমধ্যে আমি সরলার সন্ধান ক'রে বেড়াই—সন্ধ্যার পর আপনার সঙ্গে গে দেখা ক'র্ব্বো।

রসি। তবে শীঘ্র চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনন্দগিরি—সরলার গৃহ।

[কাজলা উপস্থিত]

কাজ। (স্বগত) কি কলিকাল! আ'জ্ আর মেয়ের সে মুখ নেই!

"কাজের সময় কাজী!"
"কাজ ফুরুলেই পাজী!"

এখন কাজ নিকেশ হ'য়েছে কিনা, আর আমার তত গরজ কি? মনে জানেন, আমার তো ফোট্‌বার যো নেই, তাই বুকের বাঁধনটা কিছু শক্ত আছে। হায়! আমি আগে বুঝ্‌তে পারিনি, অত মাথামাথি না ক'ল্লেই হতো। "থাই মাছ না ছুঁই পানি" এই রকমে থা'ক্‌লেই বেস হ'তো—তা হ'লে হাতে রা'খ্‌তে পাত্তুম। এখন যে ভালমা'ন্‌ষির ভালাই নেই; তখনকার কথা, আর এখনকার কথা, তৈলে দেখ্‌লে বিশ ভরিতে দশ ভরি খেয়ে গেছে! তখন ব'লেছিলেন "তুই যত টাকা চা'স্ তাই দেব, তোর মেয়েকে সোণায় মুড়ে রা'খ্‌বো, তোরে বড় মানুষ ক'র্বো!" আ'জ্ ব'ল্লেন "আমি তোর বেগুণ-ক্ষেত, মূলোর ক্ষেত করিস্ কেন?" কাল্ ব'ল্‌বেন "আমি তোর তিসির ক্ষেত, সবুর কর্, ব্যথার সময় কাজে লা'গ্‌বো!" তার পর এক দিন রেগে ব'ল্‌বেন "আমি কি তোর নীলের ক্ষেত, যে, জন্মশোধ দাদন শোধ যাবে না?" হা! কি অধ'ম্মে কাল! আমি যে এতটা ক'রে মনু—এত যোগাড় যোগানু—এত কারসাজী ক'নু—এমন ছোট মাকেও বনবাস দিনু, উনি তার মতন আমার কি ক'রেছেন? ঝি ছুঁড়ীর থান দুচ্চার টাট্‌কী মাট্‌কী গয়না আর একতালা গোটা দুই ঘর ক'রে দে রাজা ক'রেছেন আর কি? আ'জো দোতালাটাও হ'লো না! তা চুলোয় যা'ক্, সিঁড়িটে আর পাকা রান্না ঘরটাও ক'রে দিতে চা'ন্‌না! তাও চুলোয় যা'ক্, আ'জ্ ব'নু, বলি, একটা গাঁতের মাল হাতে

এসেছে, খাঁটী সোণা মাটী দরে পা'চ্চি—দুশো টাকার জিনিস একশো টাকায় হয়—মেয়েটার জন্যে কিনে নিই। তাও না! কেবল বেগুণ-ক্ষেত আর মুলোর ক্ষেত দেখিয়ে মেয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে উড়িয়ে দিলেন!

খাবার বেলায় মস্ত হা।
দেবার বেলায় হাতে ঘা।

ঠিক তাই হ'য়েছে আর কি। তা হ'ক্ না কেন, ক দিন হবে? কুঁদের মুখে কি ব্যাক্ থা'ক্‌বে? উনি বা কোন্ হারামজাদা—উনি বেড়ান পাতায় পাতায়, আমি বেড়াই শিরে শিরে! দেখ্‌বেন তখন, কাজলার মোড়ায় তোড়া বেরোয় কিনা? এখন রা'ত্ হ'য়েছে, ঘুম পা'চ্চে, আ'জ্ তো শুই। (সরলার খট্টায় উপবেশন পূর্ব্বক) আঃ! কি নরম বিছেনা! বড় মা'নুষের ঘরে বে না হ'লে, মেয়ে জন্মই মিছে! যদি তাও না হয়, তবে যার দুটো বে, এমন বড়মা'নুষের বাড়ীর চাক্‌রাণী হ'তে পা'ল্লেও বড় ফেলা যায় না! তবে কিনা, একটু মুখোলো বুকোলো হওয়া চাই—একটু কাণ ভাঙাভাঙিও ক'ত্তে হয়—নৈলে চাঁপার মতন হা-করা মেয়ে হ'লেই মুখে ছাই পড়ে! আপ্‌নি একটু চট্‌কা ভাঙা ছিনু ব'লেই না এই মট্‌কা মারা হ'লো! সে দিন অমন কাপড়—অমন গয়না প'রে দুদণ্ডের তরেও তো বড় মা'নুষের বৌ সেজে মেয়ে জন্ম সাথক ক'রে নিইছি, তার পর আবার আ'জ্ থেকে এই যে এমন চিত্তির বিচিত্তির করা ঘর—এই যে এমন আতরগোলাপমাখা ভুর্‌ভুরে নরম বিছেনা, এতো আমারি হ'লো! (শয়ন) ও মা! কি আশ্চয্যি! এমন বিছেনা তো কখনো দেখিনি; যেন দোল দেয়, শুতে শুতে ঘুম আসে! ইস্পিরিতওয়ালা না কি বলে, এ বুঝি সেই গদি হবে—আঃ! কি আরাম! (নিদ্রিতা)

[সুপ্তাবস্থায় শান্তবাবুর প্রবেশ এবং খট্টায় উপবেশনপূর্ব্বক কাজলার অঙ্গস্পর্শ]

কাজ। (সচকিতে উঠিয়া) কে র‍্যা? আ ম'লো, গায় হাত! (মুখ দেখিয়া) ওমা! বাবু যে! বাবুকে আ'জ্ আবার দানো পাওয়ালে কে?

(চীৎকারস্বরে) ও বাবু! ছাড়—ও বাবু! আমি—ও বাবু! ছেড়ে দেও! —ও বাবু আমি যে—

শান্ত। (চক্ষু চাহিয়া) কে তুই? এত বড় স্পর্দ্ধা—এত রাত্রে আমার ঘরে এসে আমার বিছানায় শুয়েছিস্?

কাজ। (সকম্পিতা) আমি তোমার ঘরে কৈ বাবু—তুমি যে আমার ঘরে—আমি তোমার সেজে কৈ—তুমি যে আমার সেজে এয়েছ!

শান্ত। তোর ঘরে আমি! তোর সেজে আমি! (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) না, এ যে সেই পাপ-গৃহ! এ ঘরে আমি কেন? এখানে আমায় কে আ'নলে? তুই বেটী সব জানিস্, সত্য বল্, এমন কেন হ'লো?

কাজ। দে ধর্ম্ম! আমি কিছু জানিনে, তুমি ঘুমুতে ঘুমুতে আপনি এয়েছ!

শান্ত। ঘুমুতে ঘুমুতে আপনি এইছি—এসে তোর গায় হাত দিচ্ছি—সে কি? তবে তো এম্নি ক'রে আরো এসেছি!—তবে তো সব সম্ভব!—হা প্রিয়ে! কোথা গেলে? হা সরল! সরল! সরল! সর—(পতন ও মূর্চ্ছা)

[সুশীলা, তরলা, রসিক ও নটবর প্রবেশপূর্ব্বক শান্তবাবুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত, ইত্যবসরে কাজলার প্রস্থান]

সুশী। (সরোদনে) হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'লো! ওরে সর্ব্বনাশী মহামায়া! কি সর্ব্বনাশ ক'র্লি! ছোট বৌ রে! তোর বিধুমুখ মনে পড়ে, আর বুক ফেটে যায় রে! সোণার সরল রে! তুই কোথায় গেলি? তো বিনে সোণার দাদার কি দুর্গতি, একবার এসে দেখে যা!—দাদা গো! কি দশা হ'লো গো! আলক্ষীর কথায় ঘরের লক্ষীকে বনে দে এমন শনির দৃষ্টি কেন ডেকে আ'নলে? ও দাদা! ওঠো, একবার চেয়ে দেখ, তোমার এ দশা আর দেখতে পারিনে!

শান্ত। (উঠিয়া) হা প্রিয়ে! কোথায় গেলে? এই ছিলে, কোথা গেলে? হায়! বঞ্চিত হ'লেম—বঞ্চিত হ'লেম, হারাধন পেয়ে হারালেম! এই যে রামগিরিতে দেখা পেলেম, দেখা দিয়ে কোথায় গেলে? এই যে সেই সুধামাখা কথায় কি ব'লছিলে, ব'লতে ব'লতে নীরব হ'লে! এই যে

আমার প্রসারিত বাহুলতার বন্ধ হ'তে আ'স্‌ছিলে—হা'স্‌তে হা'স্‌তে আ'স্‌ছিলে—আ'স্‌তে আ'স্‌তে কোথা গেলে? এই কি তোমার সরল স্বভাব? এই কি তোমার অনুরাগ? এই কি তোমার পতিভক্তি?—হা আমি কি নির্ব্বোধ! এমন দুর্ম্মতি পতির প্রতি কি কোনো সতীর পতিভক্তি আর সম্ভবে? এমন নির্দ্দয় পতির পাপ-বদন কি কোনো সতী আর দেখে থাকে? কিন্তু প্রিয়ে! তুমি তাও পার—তোমার পতিগত প্রাণে পতি-ঘৃণা আর পতি-বিকার যে স্থান পায় না, তাতো আমার জানা আছে, তবে কেন আ'স্‌ছো না?

সুখী। হায় কি হ'লো গো—দাদা বুঝি পাগল হ'লেন।

শান্ত। পাগল হ'লেম—তবে কি সে দেখা আমার স্বপ্নের দেখা? হায়, সে স্বপ্ন কি এখন ভেঙে গেল? সে সুখের স্বপ্ন ভেঙে কি এখন দুঃখের চৈতন্য হ'লো? হায় তবে কি হ'লো! সে অনন্ত ক্ষণমাত্র আমার সমক্ষে থা'ক্‌তে না থা'ক্‌তেই কি চৈতন্য-চোরে চুরি ক'রে—তবে কি এখন দুরাশা ছেড়ে কেবল বমনার যন্ত্রণা পাব? আমার সে দিন কি আর আ'স্‌বে না? তোমরা বল না গা, আমার সে সুখ কি আর হবে না?

সকলে। আপনি স্থির হ'ন্—অবশ্যই হবে—

শান্ত। না, আর হবে না, কখনই হবে না—আমি দুর্ভাগা. উন্মত্ত হ'য়ে, আমার আপনার সুখের তরু আপনি নির্ম্মূল করিছি, এখন মূল কেটে শিরে জল দিলে আর কি হবে? হায়! আমার এমন দুর্ম্মতি কেন হ'লো? আমি প্রায় অন্তর্যামীর মতন তার মন জেনেও—তাবে নিষ্পাপ জেনেও কেন বিচেতন হ'লেম?—হায়! আমি ক্রোধের বশে প্রিয়াকে একবার জিজ্ঞাসাও ক'র্লেম না—জজের চ'কের উপর খুন ক'লেও বিচার না ক'রে দণ্ড দেয় না—হায়! ইংরাজ-রাজ্যে বাস ক'রে, ইংরাজীতে শিক্ষিত হ'য়েও আমি তা ভা'ব্‌লেম না—জিজ্ঞাসা দূরে থা'ক্, প্রিয়া কি ব'ল্লেন ভাল ক'রে শুন্‌লেমও না; কতক কথা বুঝ্‌তে পেরেও বুঝ্‌লেম না! যখন প্রিয়া ব'ল্লেন "হে ঈশ্বর! আমার শরীর পাপী হ'য়েছে, কিন্তু আমার আত্মা নিষ্পাপী আছে!" এ কথার তাৎপর্য্য বুঝেও বুঝ্‌লেম না! আমায় কে যেন কি কুহক দিলে—কি ইন্দ্রজাল দেখালে, আমি তাতে মুগ্ধ

হ'য়ে প্রাণের উপদেশকেও তুচ্ছ ক'রে ঈর্ষার দাস হ'য়ে উঠ্‌লেম। প্রাণের ভিতর কে যেন ডেকে ব'ল্লে "তোর প্রেয়সী নির্দ্দোষী!" কিন্তু পত্রের প্রমাণ আর গৃহপশ্চাতের অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ ক'রেই আমি ক্ষিপ্ত হ'লেম—বিচার-শক্তিকে ত্যাগ ক'ল্লেম—যা নারকির্ব্বার তাও ক'রে তুল্লেম! এখনো যে এই শোক, এ প্রাণের রোদন, মন কিন্তু সন্দিহান আছে! ঐ দুটী চাক্ষুষ বিষয় আমার বুকে জগদ্দল পাথর হ'য়ে চাপা আছে, তা তুলে দেয় কে?

নট। আমি দিচ্ছি। (পশ্চাৎ দেখিয়া) কাজলা বেটী পালিয়েছে বুঝি? কোথায় যাবে? যমের বাড়ী গে লুকোয় যদি, তবু ধ'রে আ'ন্‌বো!

[বেগে প্রস্থান।

রসি। শান্তবাবু। আমিও কতক সন্দেহ ভঞ্জন ক'র্ত্তে পারি।

শান্ত। তবে বিলম্ব করেন কেন?

রসি। তবে জা'ন্তে প্রস্তুত হও, যত কিছু ঘ'টেছে, সব তোমার মহামায়া হ'তে।

শান্ত। মহামায়া হ'তে?—কিসে?

রসি। দ্রব্যগুণে।

শান্ত। দ্রব্যগুণে?—সে কি?

রসি। এ পৃথিবীতে কত পদার্থের এমন সকল আশ্চর্য্য গুণ আছে, যদ্দ্বারা সামান্য লোকেরা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে তুলে; কিন্তু জ্ঞানী লোকে তা বিশ্বাস করেন না, বরং শুন্‌লে বিদ্রূপ ক'রে থাকেন! এক জন বেদের মেয়ের কাছে এক প্রকার ঔষধ আছে, তা দুধের সঙ্গে যে দিন যারে খাওয়ানো যায়, সে দিন সে রাত্রিকালে "নিদ্রাভ্রমণ" রোগে আক্রান্ত হয়। সে অবস্থায় অতি প্রিয় বস্তুর নিকট যেতেই তার প্রবৃত্তি জন্মে। সেই প্রিয় যদি কাছে থাকে, তবে আর স্থানান্তরে যায় না। সেই নিদ্রিতাবস্থায় তার দ্বারা সহজ কথোপকথন আর সহজ কাজ অনায়াসে হ'তে পারে, কিন্তু চীৎকার-শব্দ শুন্‌লে কি দৈহিক পীড়া পেলে তার চৈতন্য হয়। আর সেই দিন থেকে তিন চা'র্ দিন সে শিরঃপীড়ায় কাতর থাকে। মহামায়া সেই ঔষধের প্রভাবেই তোমাকে এরূপ প্রতারিত ক'রেছে!

শান্ত। আপনি কি, এরূপ হ'য়ে থাকে, এই অনুমানে ব'ল্‌ছেন, না নিশ্চয় কিছু জা'ন্তে পেরেছেন?

রসি। যে বেদেনীর কাছে কাজলার দ্বারা মহামায়া এই ঔষধ ক্রয় করেন, আমি তারির মুখেই সব শুনিছি; প্রমাণের জন্য তারে বহির্ব্বাটীতে এনেও রেখেছি; তার নিকট হ'তে সেই ভয়ানক ঔষধও নিয়েছি; তোমার বিশেষ হৃৎপ্রত্যয়ের জন্য আমরা সেই ঔষধ আ'জ্ তোমায় খাইয়ে এই ভ্রমাত্মক নিদ্রাভ্রমণও ঘটিয়ে দিয়েছি! এখন অভিপ্রায় হয় তো, বেদেনীকে বাটীর ভিতর ডাকাই?

শান্ত। কিছু আবশ্যক করে না; আপনার কথাই আমার বেদ-জ্ঞান —আমার উপস্থিত শিরঃপীড়াই তার অকাট্য প্রমাণ—আমার প্রাণই এক অভ্রান্ত সাক্ষী—আমার আত্ম-প্রত্যয়ই শপথের গঙ্গাজল—এরাই যথেষ্ট— তার মুখে আর বেশী শুনবো কি? কিন্তু পত্র আর গৃহ পশ্চাতের কুজ্ঝাটিকা দ্বারা সত্যসূর্য্য এখনো আচ্ছন্ন আছে—

[কাজলার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে করিতে নটবরের প্রবেশ]

কাজ। (চীৎকার পূর্ব্বক) ওরে বাবা গেনু রে—ওরে বাবা মনু রে— দৈ কোম্পানি সাহেব, রেয়েত খুন করে—

নট। (প্রহার পূর্ব্বক) বল্ বেটি বজ্জাত্! ছোটবৌর জবানি জালচিটি কেমন ক'রে হ'লো?

কাজ। (ফোঁফাইতে ফোঁফাইতে) ব'ল্লে বড় মা যদি রাগ করেন?

নট। তোর বড় মা কি আর আছে? আমি কি তারে খুঁজিনি? গোলমাল দেখে খিড়্‌কী দে কোন্ বনে যে পালিয়ে গেছে, তা টের পেলেম না। নৈলে তারে তো আগে ধ'ত্তেম, তার পর তোরে গলায় ফাঁসি দে গাছে ল'ট্‌কে দিতেম। যদি না বলিস্ তবে এখনো তা ক'র্ব্বো! (প্রহার)

কাজ। তবে বলি, বলি, ছেড়ে দেও।

নট। বল্, বাবুকে যে চিটী দেখিয়েছিলি, সেখানা কি?

কাজ। সেখানা ছোট মা বাবুকেই লিখেছিলেন। বড় মা তার মোড়ক-খানা ফেলে দে, সদারং বাবুর নামে, ছোট মার লেখা অনেক দিনের এক মোড়ক ছিল, তাই মুড়ে দেন!

সুশী, তর। উঃ! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

রসি। কি জাল! বড় বড় মোক্তারেরাও এমন পারেনা।

নট। তার পর বল্, কাঁদাচেব কারখানাটা কি?

কাজ। সদাবং বাবুর মতন একজন লোককে টেকা খাইয়ে সদারং বাবুর মতন পোষাক পরিয়ে এনেছিনু, আর আমি ছোট মার কাপড় চোপড় প'রে ওপোদে দাঁড়িয়েছিনু।

নট। তবে বেটি, তুমি সব যোগাড় ক'রেছ?

কাজ। আমি কি ক'র্ব্বো বাবু, যার খাই তার গাই—বড় মা যেমন ব'লেছেন, তাই ক'রেছি।

তর। (সরোদনে) হা সরল! এত কারসাজিতে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে। আমি তখনি জানি, মহামায়ার এত মায়া ভাল নয়!

শান্ত। হা প্রিয়! তোমার জ্ঞানান্ধ বিমূঢ় পতি তোমার অতুল্য কৈশোর-লাবণ্যময়ী তেমন মধুর মূর্ত্তিতে আর কাজলার পৈশাচী মূর্ত্তিতে কিছুমাত্র প্রভেদ ক'র্ত্তে পারি নি!—হা বন্ধো সদারং! তোমার চির-পরিচিত কমনীর মূর্ত্তি, যে তোমার আশৈশব বন্ধু, সেও তার ভাগ্যদোষে চিন্তে পারিনি!

নট। এখন এরে নে কি করি? আমার ইচ্ছে, সাঁড়াশী দে ওর চ'ক্ দুটো টেনে বা'র্ করি। আর নাক্‌টা কান্‌টা কেটে নে বাড়ীর ঈশেন কোণে পুতে রাখি, যে ভূত পেত্নীর ভয় রবে না!

শান্ত। না ভাই নটবর! আমার কপালে যা ছিল তা হ'য়েছে, আর পরপীড়নে আবশ্যক নাই—স্ত্রীলোককে মেরে কলঙ্ক রা'খ্‌তে চাইনে—আর কিছু ব'লো না, ওরে দূর ক'রে দেও।

নট। (কাজলার গলায় হাত দিয়া) দূর হ বেটি, বেঁচে গেলি। আবার কোনো ভদ্রলোকের ঘর মজাতে যে বেঁচে রৈলি, এইটাই আফ্‌শোষ। যা, দূর হ'য়ে যা, এখন সাবধানে থাকিস্, দেখিস্ আমার চ'কে যেন আর

পড়িস্ নে, তা হ'লে তখুনি তেম্নি ক'রে আবার বেল গাছে ঝুলোবো! (ঢেকা দান পূর্ব্বক দূরীকরণ) এখন বলেন তো ছোটবৌর সন্ধানে বেরুই?

শান্ত। ভাই নটবর! তোমাতে যে এত গুণ আছে, তা আমি জা'ন্তেম না। যাও ভাই, এখনি যাও—যাও ভাই, আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব ক'রো না। কিন্তু ভাই একা যেওনা। আমার জীবনাধিকা সুশীলার সর্ব্বস্ব ধনকে এমন ঘোর রজনীতে এই সব বনে কি একা পাঠা'তে পারি? বাড়ীতে যত লোক আছে সব সঙ্গে লও, শত শত—হাজার হাজার মশাল জ্বালাও, যত টাকা দিয়ে যেখানে যত লোক পাওয়া যায়, সব জুটিয়ে লও। (রসিকের প্রতি) দাদা মহাশয়! আপনিও দয়া ক'রে সঙ্গে যা'ন। আতি আতি পাতি পাতি সন্ধান করুন—কতক লোক চতুর্দ্দিকের লোকালয়ে যা'ক্; তাদের কর্ণে আমার মনোমোহিনীর মোহিনী মূর্ত্তি খানি চিত্র ক'রে দিন, আর সব লোক দলে দলে, বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গাছ পালা ঝোপ ঝাপে, গুহা গহ্বরে, ব্যাঘ্রের বিবরে, ভল্লুকের বাসায়, জন্তুর উদর চিরেও দেখুক্। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যা'চ্চি—

নট। আপনার আর যেতে হবে না, আমরা কি অগ্নে ছেড়ে আ'স্‌বো?—মশালও জ্বা'ল্‌তে হবে না—রা'ত্ শেষ হ'য়েছে। (রসিকের প্রতি) মশা'ই আসুন—

[রসিকের সহিত প্রস্থান।

তর। হা সরল! কোথায় আছ? একবার এসে দেখে যাও, কুচক্রীর কুচক্র থেকে তোমার সতীত্ব রক্ষা হ'য়েছে—তোমার প্রাণনাথ তা জা'ন্তে পেরেছেন!

শান্ত। হায় আমি কি দুর্ভাগ্য! হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! আমায় এমন কুমন্ত্রণা-চক্রে পেষণ ক'র্লে, আগে কিছু মাত্র জা'ন্তে পা'র্লেম না! এতকাল মায়াজাল বিস্তার হ'য়েছে, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি! হা মায়াবিনি মহামায়া! কি ক'র্লি—কি ক'র্লি! স্ত্রী-হত্যা—পতি-হত্যা—পতির পুত্র-হত্যা ক'র্লি! নির্ম্মল কুলে কালী দিলি! হায়! তুই আমাকে যে কোন্ কুকার্য্যই না করালি? আপ্‌নি ডুবলি, পতিকেও ঘোর পাপে ডুবুলি! হা কুলরাক্ষসি! তুই এম্নি পাপীয়সী, সাক্ষাৎ পুণ্য-প্রতিমা নিতান্ত

নিষ্পাপ-হৃদয়ার হৃদয় মধ্যেও এমি পাপের বোধ জ'ন্মে দিছিস, যে পাপে স্ত্রীজাতির নিষ্কৃতি নাই—যে পাপে আপনাকে ঘোর পাপিনী জেনে আমার পুণ্যময়ী হয় তো এতক্ষণে আত্মহত্যা-পাপেও দূষিতা হ'য়েছে! হা প্রিয়ে সরলে! তুমি কি স্বপতির হৃদয়বিদারক এমন নিষ্ঠুর কাজ ক'রেছ? হায়! যাত্রাকালে তোমার আত্মজীবনকে যেরূপে বিকার দে গেলে—যেরূপে সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ ক'রে গেলে, তাতে সে দুর্ঘটনা-রই বা আশ্চর্য্য কি? তা যদি ক'রে থাক, তবে একটু মন্থরগতিতে যাও—তবে যারে প্রাণের চেয়েও ভালবা'সতে, তারে সঙ্গে নিয়ে যাও—সে কেবল এইমাত্র নিশ্চিত জা'নবার অপেক্ষায় আছে, যে, তুমি তোমার অযোগ্য স্থান এই মর্ত্তে এখনো আছ, কি তোমার যোগ্য স্থান সেই সুর-পুরে চ'লে গেছ? (সুশীলার প্রতি) সুশীলে! দেখ তো রা'ত্ কত?

সুশী। (দেখিয়া) ভোর হ'য়েছে।

শান্ত। (উঠিয়া) তবে আর কেন? প্রিয়ার সন্ধানে আর কালব্যাজ কেন? সহস্রলোচন ধারণ ক'রে সহস্র দিকে একবারে দেখ্‌বো—ভীমের বল ধারণ ক'রে রুক্ষ পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ ক'রে দেখ্‌বো! এই যাত্রায় পাই তো পুনর্যাত্রা, না পাই তো শেষ যাত্রা!

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে—গীত)

রাগিণী খট্—তাল ঢিমা তেতালা।

(সমুদ্র শব্দ অন্তর)

হায়! কি করিলি——হায়! কোথা গেলি—
প্রাণের সরলা ওরে?
কেমনে ভুলিলি——নিদয় হইলি—
কেমনে তেজিলি মোরে!

নয়নে নয়ন, জীবনে জীবন,
হৃদয় রতন তুমি,
কুহক স্বপনে, তোমা হেন ধনে,
হায় রে সঁপিনু কারে ? ১।

সে বিধুবদন, সে মৃগলোচন,
পড়ে রে যখন মনে,
সহেনা সহেনা, ধৈরয রহেনা,
প্রাণ যে কেমন করে ! ২।

মিছে আর কেন, এ দেহে এখনো,
আছবে পাষাণ প্রাণ !
শুষ্ক প্রেম-শাখী, ওরে প্রাণ পাখী,
বঞ্চিবে আর কি ক'রে ? ৩।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামগিরি।

[শান্তবাবু উপস্থিত]

শান্ত। (স্বগত) হায় সব শূন্য !—এখানেও নাই ! হা প্রিয়ে ! যে রামগিরি তোমার অতি মনোরমা স্থান, যেখানে এসে তুমি প্রকৃতির প্রিয়-পুত্রী রূপে—মাতৃ-ক্রোড়ে বালিকা যেমন খেলা করে—তেমি অকৃত্রিম উল্লাসে ভা'স্‌তে, এই তো সেই রামগিরি ! এখানেও যখন পেলেম না, তখন আর কোথায় পাব ? ওরে নিরাশা ! তুই যে বড় এখনি এলি ? র'স্‌ আগে আরো ভাল ক'রে দেখি, না পাই তো তুই বন্ধু হবি—তোরেই ভর ক'রে মৃত্যুপুরে চ'লে যাব ! তাই বলি, এখনো তুই শত্রু—তুই এখন পশ্চাতে থা'ক্‌, আমি আগে দেখি !—হায় কোথায় বা আর দেখি—কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি ? ওহে বনতরুলতাগণ ! তোমরা কি আমার

সরলাকে দেখেছ? সে যে তোমাদের দেখ্‌বার জন্য, আমার সঙ্গসুখ ত্যাগ ক'রেও আ'স্‌তো; তবে তোমাদের কাছে না থেকে আর কোথা যাবে? (পরিক্রমণ) এই যে এক বনস্পতি। ওহে বনস্পতি! এই যে অসংখ্য লতিকা তোমায় আশ্রয় ক'রে আছে, এর মধ্যে তো আমার স্বর্ণলতা নাই? আমি পৃথক্ পৃথক প্রত্যেক লতাকে না দেখে তো ছা'ড়্‌বো না! (লতা মধ্যে অন্বেষণ) যদি দেখা পাই, তবে বনস্পতি, আ'জ্ তোরে পাপিষ্ঠ রাবণ জ্ঞানে জানকীহরণ অপরাধে এখনি তোর দশস্কন্ধ ছেদন ক'রে ফেল্‌বো! আর যদি আপনা হ'তে দেখিয়ে দেও, তবে বাল্মীকি বৃক্ষ ব'লে পূজা ক'র্ব্বো!—ভো পবনদেব! তোমার তো সর্ব্বত্র গতি, তুমিও কি আমার সরলাকে দেখনি? না, তোমার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় নি, তা হ'লে শুদ্ধ বনফুলের সামান্য সৌরভ নিয়েই গর্ব্ব ক'রে বেড়াতে না, সেই পদ্মিনীর পদ্মগন্ধও বহন ক'রে আ'স্‌তে! তবে কি প্রিয়া আমার মর্ত্ত্য-লোকে নাই? আকাশ! তবে কি তোমা অধিকারে সরলা গিয়ে আশ্রয় ল'য়েছে? ভো সূর্য্যদেব! তোমার রথে তো নাই? তোমার সারথি অরুণ এখন বৃদ্ধ হ'য়েছে, বিশেষ সে তো অপক্ক-অণ্ডসম্ভূত, সুতরাং এতকাল তার অবসন্ন হবার আশ্চর্য্য কি? সে কারণে তারে অবসর দিয়ে কা'ল্ অবধি আমার সরলাকে তো সারথ্যভার দেওনি?—ওহে মেঘ! তোমার গৃহিণী সৌদামিনী, সে তো অতিশয় চঞ্চলা, জগতে তাবে দেখিয়ে তোমার আশা সম্পূর্ণ হয় না। এখন তারে পরিত্যাগ ক'রে তুমি কি আমার স্থিরা সৌদামিনীকে অপহরণ ক'রেছ? তা যদি ক'রে থাক, তবে এখনি আমার নয়নাকাশে দুখানি নূতন মেঘের সৃষ্টি ক'র্ব্বো, সেই নব নীরদের অজস্র বর্ষণনীরে ধরণীকে প্লাবিত ক'রে তোমার পদচ্যুত ও মানভ্রষ্ট ক'রে দেব! তখন তোমার দশা কি হবে? অতএব ভাল চাও তো, আমার স্থির বিদ্যুৎ আমায় দেও, তোমার চঞ্চলাকে নিয়ে তুমি থাক!—

[এক জন রাখালের প্রবেশ]

আঃ! এই যে মনুষ্যের দেখা পেয়েছি! ভয়ানক নীরব প্রদেশে স্বজাতি-স্বর আর কথার দোসর লাভের উপায় হ'লো!—ওহে ভাই রাখাল! তুমি কি আমার সরলাকে দেখেছ?

রাখা। সে কে মশাই?

শান্ত। আমার প্রেমদা সরলা?

রাখা। আমি পেমোদাকেও চিনিনে, সরলাকেও জানিনে!

শান্ত। একটী পরমা সুন্দরী স্ত্রী?

রাখা। কবে?

শান্ত। আ'জ্, কি কা'ল্, কি পরশু শেষ রাত্রে?

রাখা। হঁ্যা, কা'ল্ খুব সকালে, এক মেয়ে নোককে দেখিছি বটে।

শান্ত। কে? কে?—আমার সরলা তো?

রাখা। তা জানিনে।

শান্ত। খুব সুন্দরী?

রাখা। তা হ'লেও হ'তুকে পাবে।

শান্ত। নীলপদ্মের পা'প্ড়ির মতন তার চ'ক্ ছুটী ভাসা ভাসা?

রাখা। না মশাই, কাঁদো, কাঁদো, ভাবি ভারি।

শান্ত। হা প্রিয়ে! কত রোদনই ক'রেছ!—ভাল ভাই! কালো বেসমেব মতন তাব চুল?

রাখা। না মশাই, কাদা ধূলো মাথা।

শান্ত। হা প্রিয়ে! কতবার যে আলুলায়িত কেশে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হ'য়ে প'ড়েছ, তা ভা'ব্লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়!—আচ্ছা ভাই! তার গাল ছুটী তো আদ্‌কোটা গোলাপ ফুলের মত।

রাখা। না মশাই, ধোয়া কালীর মত?

শান্ত। আঃ! নীরজ-নয়নীর নয়ন-বিগলিত বারিতে নয়নের কজ্জল-রেখা বুঝি ধুয়ে ধুয়ে গণ্ডে গিয়ে প'ড়েছে!—ভাল, এবার বিম্বাধরের কথা জিজ্ঞাসা করি, তাতে বিরূপ হবার সম্ভাবনা নাই—আচ্ছা ভাই রাখাল! তার ঠোঁট ছুটীতো ছুধে আল্‌তা রং?

রাখা। না মশাই, লো-মাথা।

শান্ত। আঃ! মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছার পতনে কুন্দপাতি দন্ত তবে আঘাত পেয়েছে!—আচ্ছা, কাঁকালখানি তো খুব সরু দেখেছ?

রাখা। এজ্ঞে না, মোটা দেখেছি!

শান্ত। মোটা দেখেছ! সে কি? তবে কি নয়? এ যে হরিষে বিষাদ! (ক্ষণ মৌনের পর) আঃ! আমি কি ভ্রান্ত! আমি আত্মজ-পদার্থে বিস্মৃত! আমার ক্ষীণোদরী যে এখন স্থূলোদরী হ'য়েছেন!—

রাখা। তবে যাই মশাই?

শান্ত। না, না, না, যেয়োনা, যেয়োনা; তুমি প্রিয়ার দর্শন পেয়েছ, তুমি প্রিয়ার সমাচার দিচ্ছো, তোমায় কি আমি ছা'ড়্‌বো? তোমায় বুক চিরে রা'খ্‌বো—তোমার গোচারণ ছাড়াবো—তোমায় ধনেশ্বর ক'রে দেব! বল দেখি, প্রিয়াকে কোথায় দেখেছ?

রাখা। এই পাহাড়ের ঐ চূড়োয়।

শান্ত। কি ক'চ্ছিলেন?

রাখা। আপ্‌নি যেমন পাগলের মতন ক'চ্ছিলেন, তিনিও তাই ক'চ্ছিলেন, বাড়ার ভাগ কান্না!

শান্ত। তার পর কোথা গেলেন?

রাখা। "কান্ত, শান্ত, হা কান্ত, হা শান্ত" এম্নি এম্নি কি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আমি না উঠ্‌তে উঠ্‌তে ঝাঁপ খেয়ে প'ড়্‌লেন—

শান্ত। হা সরল! কি ক'রেছ—(পতন ও মূর্চ্ছা)

[নটবর প্রবেশপূর্ব্বক ছুরি দ্বারা দাঁতকপাটি ভাঙ্গা ও ব্যজনাদি শুশ্রূষায় নিযুক্ত]

নট। রাখাল ভাই, শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয়—

[রাখালের প্রস্থান ও জল লইয়া প্রবেশ এবং নটবর কর্ত্তৃক জল দান ইত্যাদি]

শান্ত। (উঠিয়া) কৈ? কোথায়? কিছুই না? সব ফাঁকি? আঃ! এই যে সেই রাখাল! তবে সত্যই! হা প্রিয়ে! হা পতিপ্রাণা সরলে! তুমি কেমন ক'রে পতিপ্রেম বিস্মরণ হ'য়ে জন্মের মত ত্যাগ ক'রে গেলে? তুমি অতি উচ্চ মানের ধন হ'য়েও আমার বুদ্ধি-দোষে আপনাকে অতি নীচস্থান ক'রেছিলে, সেইটী দেখাবার জন্যই কি এত উচ্চস্থান থেকে অত

নীচে প'ড়েছ! তোমার এমন পবিত্র শরীরকে সে অপবিত্র জেনে গেছে, এ দুঃখ আমার কল্প কল্পান্তরেও যাবে না!—হায় কি হ'লো—কি হ'লো! তোমার মানগড়ের মানমন্দির, কাশীপুরের মানকুঞ্জ, আনন্দগিরির আনন্দ-ভবন, সকলি শূন্য হ'লো। তোমার শান্তশীলের পক্ষে সে সব এখন প্রজ্বলিত জতুগৃহ হ'য়ে উঠ্‌লো! তুমি কি আমায় সেই জতুগৃহে দগ্ধ হবার জন্য রেখে গেলে? তোমার নব নব পরিচ্ছদ, নব নব ভূষণ, কারে পরিয়ে আর সুখী হব? তোমার বিচিত্র গৃহ-সজ্জা, স্বহস্তের স্বভাব-চিত্র, স্বরচিত নীতি-কাব্যের পট দিয়ে তেমন ক'রে কে আর আমার গৃহ সাজিয়ে রা'খ্‌বে? আর কার সুললিত কবিতা শুনে আমার শ্রুতি সার্থক হবে? আর কে আমাকে অন্তরালে লুক্কায়িত রেখে তরলার সেই মধুর সঙ্গীত শুনাবে? আর কে তোমার সেই অভিমানিনী ভগ্নীকে কৌশলে ধন-শালিনী ক'র্ত্তে আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'র্ব্বে? সুশীলাকে তেমন ক'রে কে আর পতিভক্তি শেখাবে? তার নটবর যদি আবার মন্দ হয়, তবে কে আর সংশোধনের পন্থা ক'রে দেবে? দেশ বিদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য কে আর আমায় অনুরোধ ক'র্ব্বে? আর কে পরের সুখে—প্রজাদের সুখে সুখিনী হবে? আর কে তোমার পালিত পশু পক্ষীকে তেমন যত্নে পালন ক'র্ব্বে? তোমার হরিণশিশু আ'জ্ মাতৃহীন হ'লো! তোমার শারী শুক আ'জ্ গুরুহীন হ'লো! আর কে তাদের কাব্য-কথা পড়াবে? তোমার ময়ূর ময়ূরী আ'জ্ নীরদ-হীন হ'লো—আর কারে দেখে তারা পেখম ধ'রে না'চ্‌বে? আর কে তোমার কপোত কপোতীর প্রেম-ভাব ইঙ্গিতে দেখিয়ে আমায় প্রেম-শিক্ষা দেবে? হায়! তোমার প্রাণ-নাথের প্রাণনাশের জন্যই কি কুহুস্বর-শর-ঘাতী তোমার সেই কাল কোকিলকে রেখে গেলে? সে সব কি আর দেখ্‌তে যাব? আমি তোমার সঙ্গেই যাব! তুমি মনে ক'রেছ, আমায় ফাঁকি দিয়েছ, সে তোমার ভ্রান্তি! তবে একটু অগ্রগামী বটে, কিন্তু কত দূর যাবে? তোমার শান্তশীলও এই যায়—এখনি যায়—এখনি সে তোমার সঙ্গী হয়!

নট। (সরোদনে) শান্ত বাবু ক্ষান্ত হ'ন, আর খেদ ক'র্ব্বেন না; আমি যে আমি, আমারো বুক ফেটে যা'চ্চে!

শান্ত। কেও নটবর? ভাই নটবর! তোমায় আমি এতক্ষণ দেখিনি! ভাই তুমি আমার সহোদর! তুমি আমার পৈতৃক বিষয় ভোগ কর, আমার সময় হ'য়েছে, আমি যাই! বালিকা সুশীলাকে তোমায় সঁপে দিয়েছি. বিশেষ ভাই আ'জ্ আমার শেষ দিনের শেষ অনুরোধ, তারে যত্ন ক'রো—বশে থেকো—বশে রেখো! তুমি আমার প্রাণের সরলাকে প্রাণের চেয়েও ভাল বা'স্‌তে, তা আমি সেই বিধুমুখেই শুনেছি। সেও তোমায় আপন সহোদরের মতন দেখ্‌তো। এখন তার উপদেশ গুলি পালন ক'রে তার স্নেহের মান রেখো! ভাই, তার কত গুণ ছিল, তাতো জানো। যে সকলের প্রিয় বৈ কখনো অপ্রিয় করে নাই, সেই প্রিয়কারিণী সরলা অপ্রিয়কারী পতির আদেশে ইহসংসার ত্যাগ ক'রে ধর্ম্ম-সেখোর সঙ্গে স্বর্গতীর্থে গিয়েছে, আর আমার কি এখানে থাকা সাজে?

[সুশীলা, তরলা, রসিক, সদারং ও দেওয়ানজীর প্রবেশ]

আঃ! তোমরা এসেছ, এস, আমার কাছে ব'সো। আমার প্রাণের পক্ষিণী আমায় ফাকি দে উড়ে গেছে—মনের দুঃখে, জীবনকে ধিক্কার দে, দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে ঐ উচ্চ শিখর থেকে উড়ে গেছে, পক্ষিণীর পক্ষীও সেই পথে যায়, কেবল তোমাদের ব'লে যাবে ব'লেই এতক্ষণ ছিল! সকলে এসেছ, বেস ক'রেছ, কিন্তু সাধু কৈ? ভাই নটবর! তুমি গিয়ে সাধুকে ডেকে আনো।—

[সকলের রোদন, নটবরের প্রস্থান।

হা প্রাণাধিকে সুশীলে! তুমি জননীর অনেক যত্নের ধন ছিলে, শৈশবে পিতৃহীনা, সেজন্য এ দুর্ভাগার দ্বিতীয় জীবন! তুমিও দাদা বৈ জাননা! তোমাকে যে অকালে সেই সোদর-শোকে জর্জ্জরিতা হ'তে হ'লো, এ ভাবনা আমার আসন্ন মৃত্যু-যাতনার অপেক্ষাও প্রবল যাতনা হ'চ্ছে, কিন্তু নটবর এখন জ্ঞানবান হ'য়েছে, সে চিন্তাতেও প্রচুর প্রবোধ!—আঃ! আমার সরলার সমগর্ভজা পরম মাননীয়া তরলা দাঁড়িয়ে আছেন, আমি তাঁরে কিছু ব'ল্‌ছিনে?

তর। (সরোদনে) সরল রে! কোথায় গেলি? তোর চাঁদমুখ না দেখে আর কোন্ সুখে থা'কবো? হায়! তোরে জা'নতেম না চিনতেম না, সে যে আমার ভাল ছিল; তোরে পেয়ে হারিয়ে প্রাণ যায় রে! আমি জন্মদুঃখিনী, বহুদিন পতি-বিরহিণী, আমি তাতেও আশা ধ'রে বেঁচে ছিলেম। তোরে পেয়ে আমার সকল দুঃখ দূর হ'য়েছিল! হা বিধি! কি পাপে কঠিন হ'লে? দিয়ে কেন বঞ্চিত ক'র্লে? দিলে তো এমন ধন দিলে, যার তুল্য নাই—মূল্য নাই; নিলে তো এম্নি ক'রে নিলে, বড় পাপিনীদেরও এমন ক'রে নেওনা! হায়! যার কাছে গেলে লোকে পুত্রশোকও ভুলে যেতো, সরল স্বভাব দেখে শত্রুও মিত্র হ'তো, কথা শুন্লে জ্ঞানবানেও জ্ঞান পেতো, পাপতাপের বিন্দু বিসর্গ যে জা'নতো না, তারে কি দোষে, ওরে বিধি! এমন অপার কলঙ্ক-পাথারে ডুবিয়ে দিলি?

শান্ত। আঃ! বিধির দোষ কি? তাঁর সুখরাজ্যের প্রজা হ'য়ে, আমি নিজ কর্ম্ম-দোষে তাঁর নিয়ম লঙ্ঘন ক'র্লেম—ঘোর বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্লেম, এখন সেই পাপের সমুচিত ফল ভোগ ক'চ্ছি! পাপ এম্নি সংক্রামক রোগ, আমার সংশ্রবে থেকে তোমরাও মর্ম্ম-যাতনা ভোগ ক'চ্চো! আমি দুরাত্মা স্ত্রীহত্যা ক'রেছি, ভ্রূণ-হত্যা ক'রেছি, হিতৈষী বন্ধুকেও অন্তর্ভেদী কুৎসা-বাণে বিদ্ধ ক'রেছি! (সদারঙ্গের প্রতি) হা প্রাণের বন্ধো! হা আশৈশব সখে! হা সুখদুঃখভাগী সহোদর! তুমি কি তোমার ভাগ্যহীন নির্ব্বোধ শান্তশীলের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্ব্বে না? তোমার মুখে সানুকূল ক্ষমাদান বাক্য শুনে গেলেও প্রসন্নচিত্তে যেতে পারি!

সদা। (সরোদনে) প্রাণবন্ধো! কোথা যাবে? আমাদের ছেড়ে কোন্ প্রাণে যাবে? যদি যেতে হয়, চিরসঙ্গী সঙ্গেই যাবে! থাকা যাওয়া দুয়েতেই প্রস্তুত আছি!

শান্ত। আঃ! আমি কৃতঘ্ন এমন বন্ধুর প্রতিও এত অত্যাচার ক'র্ত্তে পেরেছি! এস ভাই, একবার আলিঙ্গন ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল করি। (উঠিয়া আলিঙ্গন) ভাই! তুমি যে ব'লেছিলে "আমি মানুষ চিনি কিনা, দেখ্বেন" তা আ'জ্ দেখ্লেম!

[মহামায়ার শোণিতাক্ত মুমূর্ষু-শরীর বহনপূর্ব্বক নটবর ও সাধুর প্রবেশ]

সকলে। একি? একি?

নট। এই দেখুন, যেমন কর্ম্ম তেমি ফল। আমরা যারে মহামায়া ব'লে জা'স্তেম, সে এই! ও তো মানুষ না, বাঘিনী ছিল; বাঘের সঙ্গে কোঁদল ক'রে মহামায়ার রূপ ধ'রে বাবুর ঘরে এসেছিল। সরলাকে খেয়ে যেমন বনে পালা'চ্ছিল, ওর বাঘ ওরে দেখ্‌তে পেয়ে ঘাড় ধ'রে নে যা'চ্ছিল, বুনোরা বাঘটাকে তাড়িয়ে দে ওরে ছাড়িয়ে এনে বড় কুকর্ম্মই ক'রেছে। এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু আর বুঝি থাকে না; ওর বিষদাঁত সরলার ঘাড়ে কেমন ক'রে বসিয়েছিল, যদি জেনে নিতে হয় তো এই বেলা নেও। তারির জন্যেই ওরে এখানে এনেছি।

সদা। কেমন ক'রে, তা আমরা জানি; কেন বসিয়েছিল, তা বরং জিজ্ঞাসা কর?

নট। তোমরা কেউ এস, আমি ওর সঙ্গে কথা কব না।

শান্ত। হা কুলরাক্ষসি! তুই শান্তশীলের প্রেয়সী হ'য়েও শেষে তোর এই দশা হ'লো! তোর দোষ কি—সব আমার কপাল!

সদা। রসিক বাবু! আপনি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করুন, আর নটবর বড় ক'রে ওর উত্তর গুলি আমাদের শুনিয়ে দিন।

(রসিকের হেঁট হইয়া জিজ্ঞাসা)

নট। (উচ্চৈঃস্বরে) উনি জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, "তোমার কি বড় যাতনা হ'চ্চে?" ও ব'ল্লে "হুঁ"। উনি ব'ল্লেন "কেমন বুঝ্‌ছো?" ও ব'ল্লে "মরি"। উনি ব'ল্লেন "তবে ইষ্ট দেবতার নাম কর, আর স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও!" ও ব'ল্‌ছে, "স্বামী, সরলা, সদারং তিন জনে যেন দয়া করেন!" আর আমি ব'ল্‌ছি, তাঁদের যেমন দয়া ক'রেছ, তাঁরাও তেমি ক'র্ব্বেন!

সদা। না, না, এ সময় অমন কথা ব'লো না! বল, আমি মনের তাবৎ ক্ষোভ ত্যাগ ক'ল্লেম!

শান্ত। আঃ! ওর পাপ আত্মার প্রতি ঈশ্বর যেন দয়া করেন!

নট। উনি জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন "এমন সর্ব্বনেশে অষুদ খাইয়েছিলে কেন?" ও ব'ল্‌ছে "বাবু কারে ভাল বা'স্‌তেন, তাই দেখ্‌বার জন্যে! দেখ্‌লেম সরলাকে ভাল বাসেন, তাই আমার হিংসে—" ঐ ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে খাবি খেলে—ঐ আবার এক খাবি—ঐ আর একটা—এই বার হ'য়েছে! (মহামায়ার মৃত্যু)

শান্ত। দেওয়ানজি! দোয়াত কলম কাগজ ল'য়ে এস, আমি যা বলি লিখে লও।

দেও। যা আজ্ঞা ক'র্ব্বেন, আমাদের মনেই লেখা থা'ক্‌বে।

শান্ত। তবে সকলে শোন;—মানগড় প্রদেশ মধ্যে আমার যত বাড়ী, যত তালুক, যত ব্রহ্মত্র দেবত্র, যত বাগবাগিচা, যত কিছু ভূসম্পত্তি আছে, সে সব নটবর ও সুশীলার—

সুশী। (সরোদনে) দাদা! ও কথা যদি আর ব'ল্‌বে, তবে এখনি তোমার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ—

নট। তবে আমিও!—(সাধুর প্রতি) সাধু! ধর, আগে তো এ পাপ চুকিয়ে আসি!

[মহামায়ার মৃতদেহ লইয়া নটবর ও সাধুর প্রস্থান।

শান্ত। আমার কাশীপুরের বাড়ী, বাগান, আর অন্যান্য রাইয়তী জমী প্রভৃতি যত বিষয় আছে, সমুদয় সদারঙ্গের।

সদা। কিন্তু ভোগ ক'র্ব্বে তার অবীরা!

শান্ত। আমার অভিরামপুরের তালুক খানি দেওয়ানজীর!

দেও। ঐ পাদপদ্ম সেবার সঙ্গে হয় তো স্বীকার বটে!

শান্ত। আমার "শান্তগঞ্জের" বাজার খানি সাধুর; আমার মুঙ্গেরের তালুক আর ঐ আনন্দগিরির বাসস্থান, আমার সরলার তরলা ও দাদা রসিক বাবুর!

তর। (সরোদনে) সরলা যেখানে, তরলাও সেখানে!

রসি। তরলাও যে পথে, রসিকও সেই পথে!

শান্ত। দাদা মহাশয়! আপনারা অমন কথা মুখে আ'ন্‌বেন না। আপনাদের প্রতি একটী ধর্ম্মভার দে'বা'চ্ছি, সেটী অতি গুরুতর—সেটী অতি যত্নে পালন ক'র্ব্বেন। মানগঞ্জের বাড়ীর পশ্চিম দিগে যে সপ্তবিংশতিটী গৃহ আ'ছে, তার মধ্য গৃহের মধ্যস্থলে সপ্তবিংশতিটী স্বর্ণপূর্ণ স্বর্ণকলস নিহিত আছে, সে সব উদ্ধার ক'র্ব্বেন; অতিরেক মণিমুক্তা রজতাদি গৃহে যা আছে, সে সব বিক্রয় ক'র্ব্বেন; কলিকাতার দক্ষিণাংশে যে কয়টী উচ্চ মূল্যের বাড়ী আছে, সে সবও বিক্রয় ক'র্ব্বেন; এই তিনের সমষ্টিতে যত টাকা হবে, দ্বিভাগ ক'র্ব্বেন; একাংশ দ্বারা এই রামগিরির এই শেখরে—এই স্থানে, যেখানে আমি দণ্ডায়মান—যেখান থেকে রমণীকুলোজ্জ্বলকারিণী সাধ্বী সরলা মন্দাকিনীর ঐ শাখা নদীতে ঝম্প দিয়ে পাপের স্থান পৃথিবীকে পরিত্যাগ ক'রেছে—হায়! যেখানে প্রিয়ার পদচিহ্ন ঐ র'য়েছে—

তর। (সরোদনে) প্রাণের সরল রে! তোর সেই কথা এখন মনে হয়, আর বুক ফেটে যায়! এই জন্যই কি ব'লেছিলি "যার জীবনে ধিক্কার হ'য়েছে, তার এখান থেকে ঝাঁপ খাবার কেমন সুবিধা!"

শান্ত। আঃ! এই স্থানে—এই পবিত্র স্থানে শ্বেত মর্ম্মরের একটী সুদীর্ঘ মন্দির নির্ম্মাণ ক'র্ব্বেন। সেই মন্দিরের "সতীমন্দির" নাম রা'খ্‌বেন। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে যে সকল সচ্চরিত্রা রমণী স্বামীর বহুবিবাহজনিত বিষদিগ্ধ দুরবস্থায় পতিতা হয়—যারা সপত্নীর তাড়নায় অশন বসনেও বঞ্চিতা, তাদের যত্ন ক'রে এনে এই "সতীমন্দিরে" আশ্রয় দান ও ভরণপোষণ ক'র্ব্বেন! (সকলের রোদন) সমষ্টি মুদ্রার অপরাংশ দ্বারা বহুদোষাকর বহুবিবাহ-রীতি যাতে দেশ হ'তে দূর হয়, সতত পরতঃ তার চেষ্টা পাবেন! সভা স্থাপন, গ্রন্থ প্রকাশ, আমার অভাগা জীবনের ইতিহাসপ্রচার এবং রাজধানীস্থ বিজ্ঞ মণ্ডলীর পরামর্শে যা কিছু সদুপায় ব'লে অবধারিত হবে, সর্ব্বপ্রযত্নে সেই সকল উপায় অবলম্বন ক'র্ব্বেন!—এই আমার প্রার্থনা—এই আমার অন্তিমকালের প্রার্থনা—এই আমার শেষদিনের বিষয়ভাগ-পত্রিকা! আমার আর কিছুই ব'ল্‌তে নাই—আর কিছুই ক'র্ত্তে নাই! আমার বাক্যের শেষ—আমার ক্রিয়ারও শেষ হ'য়েছে!

আমার আর কোনো অনুরোধ বল্‌বার কি শোন্‌বার আবশ্যক নাই! আমি গত নিশা হ'তেই নারকি দেহের সকল অনুষ্ঠানের বহির্ভূত হ'য়েছি!—কেবল অবশিষ্ট কর্ত্তব্য সাধনের জন্যই অনেক কষ্টে এতক্ষণ স্থির ছিলেম, সে কর্ত্তব্য সাধিত হ'লো, এখন আর, ওরে প্রাণ! তোর বিলম্ব কি? যারে পেয়ে জুড়াবে, তার কাছে যাবার সময় হ'য়েছে, চল শীঘ্র চল! কুচক্রী মহামায়া তোমার অগ্রে গিয়েছে, তোমার সরলা তারে সদয়া সপত্নী ব'লেই জানে, তার এত মায়া-প্রপঞ্চের অণুমাত্রও শুনে যায় নি, আমি গিযে সতর্ক না ক'রে দিলে তারে পরলোকেও নিদারুণ সতিনী-যন্ত্রণা সৈতে হবে! (বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক) অয়ি স্বর্গলোকবাসিনি সাধ্বি সরলে! এ সময় তোমার পুণ্য আত্মার কিঞ্চিৎ অংশ তোমার পাপাত্মা প্রাণপতিকে অর্পণ কর, নতুবা সে গিযে তোমার সহবাসের যোগ্য হয় কিসে?—হে দয়াময় পতিতপাবন দীনবন্ধো! অভাজন অজ্ঞানান্ধ কাতর জনে দয়া দান কর—আমি তোমার মহোচ্চ পবিত্র নাম উচ্চারণ ক'রে, আর তোমার প্রিয়পুত্রী সরলার পবিত্র প্রেমধ্যান ক'রে তার পবিত্র পদচিহ্নের অনুসরণে এই স্থান থেকে ঝাঁপ দিয়ে এই অপবিত্র দেহ ত্যাগ করি, আমায় গ্রহণ কর—(ঝম্পদানকালে সদাবং কর্ত্তৃক ধৃত)

শান্ত। (মুখ দেখিয়া) হা চিরবন্ধো! আ'জ্ নিতান্তই শত্রুর কাজ ক'ল্লে!

সদা। পরীক্ষিত বন্ধু কি কোনো কালেও শত্রু হয়? জল কি কখনো দাহ করে?

শান্ত। তবে ছাড়, এ জীবনে আর ফল কি?

[বেগে নটবরের প্রবেশ]

নট। সরলার শরীর পেয়েছি, দেখ্‌বেন কি?

শান্ত। (ফিরিয়া) কৈ? কোথা পেলে?

নট। যেই মহামায়ার শরীর ভাসিয়েছি, অমি সরলার শরীরটী ভেসে এলো! ভাগ্যিস্ মহামায়া বেঁচে ছিল না, নৈলে হয় তো তখুনি চিবিয়ে খেতো।

শান্ত। প্রিয়া আমার সশরীরে স্বর্গে যাবার পাত্রী, তবে শরীর খানি থেকে গেল কেন? কৈ ভাই সতীর শরীর কৈ? আন দেখি, দেখে পবিত্র হই—মাথায় ক'রে কলিযুগে একান্ন পীঠের উপায় করি!

নট। আমি যত্ন ক'রে তুলে, ধুয়ে মুছে, নূতন কাপড় পরিয়ে, চা'র পায়ায় শুইয়ে, আ'স্তে ব'লে দৌড়ে এসেছি—ঐ আ'নছে।

[আচ্ছাদিত চারিপায়া বহনপূর্ব্বক চারিজন বাহক ও সাধুর প্রবেশ]

শান্ত। ভাই নটবর! তোমা হ'তেই প্রিয়ার মুখচন্দ্রখানি আবার দেখ্‌তে পেলেম! গলায় শিলা বেঁধে প'ড়্‌তে হ'তো, এখন প্রিয়ায় দেহ-রত্নকে কণ্ঠহার ক'রে যেতে পা'র্ব্বো, এর চেয়ে আর ভাগ্য কি? এই দিগে আনো, এই খানে রাখো।

[খট্টাস্থাপনান্তে বাহক চতুষ্টয়ের প্রস্থান।

একবার তো ভাল ক'রে দর্শন করি (মুখাবরণ উন্মোচন) আঃ! কি বিচিত্র! কি আশ্চর্য্য! মনে যার পাপ নাই, সে জীবিত মৃত কোনো অবস্থাতেই বিকৃত হয় না! যখন আমি ঈর্ষাবিকারগ্রস্ত হ'য়ে, প্রিয়াকে যৎপরোনাস্তি অপমান ক'রেছিলেম, তখন প্রিয়ার সরল মুখভঙ্গী যেমন অবিকৃত ছিল, এখনো তাই! দোষের চিহ্ন, কি পাপের লজ্জা তখনো না, এখনো না! তখন বরং অজ্ঞাত পাপের সন্দেহ আর ভয়ে আর হতাশার পরাক্রমে মুখমণ্ডলে বিষাদের রেখা ছিল, এখন তাও অন্তর্হিত!—এখন যেন স্বর্গীয় মৃদুজ্যোতিঃ দেখা দিয়েছে!—আঃ! এই আকৃতি দেখে কে ব'ল্‌তে পারে যে, প্রিয়া আমার বেঁচে নাই! ওগো! তোমরা ভাল ক'রে দেখ দেখি, আমার ভ্রান্তি কি অভ্রান্তি বুঝ্‌তে পা'চ্ছিনে, কিন্তু এমন অবিকৃত দেহ কি মৃত হয়? আঃ! কি নির্ম্মল বদন! সূর্য্যাস্তে কমল যেন মুদ্রিত, শুষ্ক নয়। এই দেখ, লাবণ্যের মধুরতা যেমন তেম্নিই আছে—কিছু মাত্র ম্লান হয় নি! সীমন্তের সিন্দূর বালার্কের ন্যায় এখনো উজ্জ্বল র'য়েছে! বোধ হ'চ্ছে, ওষ্ঠাধর যেন কাঁ'প্‌ছে! কি চমৎকার নিদ্রার পূর্ব্বে প্রিয়ার নয়ন-পক্ষ্ম যেমন অল্প অল্প স্পন্দিত হ'তো, এখনো যেন

তেম্নি দেখ্‌ছি!—আঃ! যদি ক্ষণেকের জন্যও এই বিশাল পদ্মলোচন আবার একবার উন্মোচিত দেখ্‌তে পেতেম—যদি একবার মাত্রও সেই চঞ্চল তারকাযুগল তেম্নি ক'রে প্রেম-দৃষ্টিতে চাইতো—যদি আবার বিধুমুখের একটী মাত্রও সুধাবাক্য শুনে যেতে পা'র্তেম, তা হ'লেও অন্তিম জীবন ধন্য হ'তো।—ভাল! জীবন-নদীর পর পারে গিয়েই সে আশা পূর্ণ ক'র্বো! এখন যদিও সে সুখে বঞ্চিত, কিন্তু অধর-সুধায় বঞ্চিত হই কেন? (চুম্বন) আঃ! এ কি? প্রিয়ার প্রেম কি এম্নি অবিনশ্বর—শরীরের সঙ্গে তাও কি এম্নি অবিকৃত, যে, মৃতদেহ স্পর্শ ক'রেও সজীব দেহের সম্পূর্ণ সুখ আমার সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হ'লো! এই দেখ, আমার লোমাঞ্চ হ'চ্চে! কি আশ্চর্য্য! এখন পর্য্যন্তও অধরের উষ্ণতা বিলক্ষণ অনুভব হ'চ্চে! তবে কেন প্রিয়ার বাহুলতাও আমার কণ্ঠে বেষ্টন ক'রে দেখি না কি হয়? (তদ্রূপ করিয়া) এ কি? সতী স্ত্রীরা কি জীবন মরণে এক ভাবেই থাকে। এখনো সেই উত্তাপ—সেই সুখ—সেই সব। বোধ হ'চ্চে, প্রিয়ার বাহু যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার কণ্ঠদেশ অবলম্বন ক'রে আছে—যেন আপনা আপনি কিঞ্চিৎ ভারও অর্পণ ক'চ্চে!—হা প্রিয়ে! যদি এত দূর হ'লো, তবে কি একবার পদ্মনেত্র মুক্ত ক'র্বে না? (লম্ফদান পূর্ব্বক উঠিয়া) ঐ যে সরলা আমার স্পষ্ট চেয়ে দেখ্‌চে—তবে জীবিত! জীবিত! মৃত নয়! মৃত নয়! আমি এখন আনন্দে মৃত হই!

(শান্তশীলের পতনকালে সরলা উঠিয়া প্রসারিত বাহুদ্বয় দ্বারা ধারণ)

সকলে। জয় সত্যের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়!! জয় সতীর জয়!!!

সর। প্রাণনাথ! জন্মজন্মান্তরে কত তপস্যা ক'রে তোমা হেন পতি লাভ করিছি!

শান্ত। প্রিয়ে! আমার এত অপরাধ কি মার্জ্জনা ক'র্বে?

সর। চরণে যে বিক্রীতা, তার কাছে অপরাধ স্বীকার ক'র্লে, তারেই অপরাধিনী করা হয়! আমাদের ভ্রান্তি যে ঘুচেছে, সেই পরম ভাগ্য! এত দুঃখের পরও যে এত সুখ হ'লো তাইতেই ধন্য হ'লেম—শেষ সুখই পরম সুখ!

শান্ত। ভ্রান্তি তো, প্রিয়ে, গত নিশিতেই ঘুচেছিল, তাও তো অবশ্য

ক'রেছিলে, তবে কেন আমার প্রাণকে শত মন্বন্তরের ঘোর দুঃখ এই এক প্রহরের মধ্যে দিলে ?

সর। সব তোমার নটবরের খেলা ! দিদী একবার তোমার "প্রণয়-পরীক্ষা" ক'রেছিলেন, উনি আবার ক'ল্লেন !

শান্ত। তোমার দিদীর "প্রণয়-পরীক্ষা" যে কি ভয়ানক নাটক, তা আমি জা'স্তে পেরেছি।

সর। আমিই কি নই ?

শান্ত। আমি হ'লেই তুমি, তুমি হ'লেই আমি ! সে যা হবার হ'য়ে গেছে ! এখন বল দেখি, কার গুণে আমরা ম'রে বাঁচ্‌লেম ?

সর। সব আমাদের সুশীলার গুণশীল নটবরেরই গুণে ! সেই ঘোর রাত্রে যখন বনে আসি, তখন আর কেউ সঙ্গে আসিনি—যারা আমার একটী সামান্য আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে পেলেও জীবনকে ধন্য ব'লে মা'ন্‌তো, তখন তাঁরাও আমার মুখ দেখ্‌তে চায় নি, কিন্তু অকপট বন্ধু নটবর আমার পশ্চাতে পশ্চাতে অজ্ঞাত রক্ষক হ'য়ে এসেছিলেন ! যে সময় প্রাণত্যাগে উদ্যত হ'য়ে এই স্থান থেকে ঝাঁপ দিতে পা তুল্‌ছিলেম, সে সময় সেই গুপ্তরক্ষকই আমায় ধ'রে রেখেছিলেন—যখন আপনাকে ঘোর পাপের পাপিনী ব'লে বোধ হ'য়েছিল, তখন তাঁরির অকাট্য সহজ যুক্তিতেই আপনাকে নির্দোষী ব'লে বুঝ্‌তে পেরেছিলেম ! তিনিই আমায় যত্ন ক'রে নিভৃত গিরি-গুহায় গোপন ক'রে রাখেন, তিনিই এক রাখালকে আমার প্রহরী রূপে নিযুক্ত ক'রে দেন, তিনিই পরদিন রসিক বাবুর সঙ্গে বেদেনীর সাক্ষাৎ হবার সমাচার দিয়ে প্রাণ সুস্থ করেন, তিনি তোমারো গুপ্ত রক্ষক হ'য়ে যাতে তুমি সর্ব্বনাশ না ঘটাও, তাতে সতর্ক ছিলেন, তিনি রাখালকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোমার কাছে পাঠা'ন, তিনিই আবার এই পুনর্জীবন আর পুনর্মিলনের উপায় ক'রে দিলেন !

শান্ত। (নটবরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) ভাই নটবর ! তোমার এত ঋণ কিসে শুধ্‌বো ? (নটবরের রোদন) ওকি ভাই কাঁদ কেন ?

নট। আমি আহ্লাদে কাঁদি !

শান্ত। আঃ ! লোকে আমায় বলে "তোমার ভগীপতি মূর্খ" কিন্তু